পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 162 Thursday, 14 May, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৬২ সংখ্যা ✱ ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১৪ মে ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক বলেছেন, তাঁরা স্বাধীনতা পেয়েছেন’

বিধানসভায় শপথের পর বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মেঃ বুধবার ১৮তম রাজ্য বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই এক নতুন রাজনৈতিক মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার বিধানসভায় উপস্থিত হন তিনি। আর বিধায়ক হিসেবে শপথগ্রহণ পর্ব মিটতেই নিজের দলের এবং সমবেত বিধায়কদের উদ্দেশে একগুচ্ছ বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, এবার থেকে শাসনব্যবস্থায় কোনও গোপনীয়তা থাকবে না এবং সরকার পরিচালিত হবে সরাসরি জনগণের স্বার্থে। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘এবার থেকে বিধানসভায় কোনও কিছু গোপন থাকবে না। জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার দেখবে সাধারণ মানুষ।’’ পাশাপাশি বিধায়কদের তাঁর বার্তা, ‘‘সবাই নিজের নিজের এলাকায় যান। মানুষ আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।’’ এদিন বিধানসভা ভবনে প্রবেশ করার পর সবথেকে বেশি চমক ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে তৃণমূল বিধায়কদের উপস্থিতি। সৌজন্যের খাতিরে হোক বা অন্য কোনও রাজনৈতিক সমীকরণে, শুভেন্দু অধিকারীর ঘরে একে একে প্রবেশ করতে দেখা যায় হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ, রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান এবং সুতির তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাসের মতো নেতাদের। সেই প্রসঙ্গেই বড় মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, ‘‘তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক আমাকে বলেছেন, আমরা স্বাধীনতা পেলাম।’’ তাঁর মতে, দীর্ঘদিনের এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে এখন এক মুক্ত বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, ‘‘এখন থেকে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই হবে এই নতুন প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ। সাধারণ মানুষ যেভাবে তাঁদের ওপর ভরসা করে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।’’ প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচ এবং আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তাঁর কনভয়ের গাড়ি কমিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনিও সেই একই পথ অনুসরণ করবেন। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বিলাসিতা নয়, বরং সেই অর্থ মানুষের কাজেই ব্যয় হবে - এই বার্তাই তিনি এদিন দিতে চেয়েছেন। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়ে শপথ নিলেও, নিজের রাজনৈতিক উত্থানের মাটি নন্দীগ্রামকে যে তিনি ভুলে যাননি, তাও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০০৫ সালে যখন ফিরোজা বিবি নন্দীগ্রামের বিধায়ক হয়েছিলেন, সেই সময় থেকেই তিনি ওখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে রয়েছেন বলে জানান। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, ‘‘আমি ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেও নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য কাজ করে যাব। ওখান থেকে নিশ্চয়ই নতুন কেউ জিতে আসবেন, কিন্তু আমার দায়বদ্ধতা একই থাকবে।’’ সব মিলিয়ে, বিধানসভার প্রথম দিনেই শুভেন্দু

অধিকারী বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর সরকার কেবল নবান্নের চার দেওয়ালে বন্দি থাকবে না, বরং ‘জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য’ সরকার হিসেবেই কাজ করবে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আর সাধারণ মানুষের পাশে থাকাই যে তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য, এদিনের বক্তব্যে তা আরও একবার দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠল। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এবার প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ফেরাতে বড় পদক্ষেপ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে সব আধিকারিকদের দুর্নীতির তদন্তের ফাইল বছরের পর বছর আটকে রেখেছিল, বুধবার তা থেকে আইনি জট সরিয়ে নিলেন তিনি। শিক্ষা, পুরসভা এবং সমবায়-এই তিন দফতরের অভিযুক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে এখন থেকে চার্জশিট পেশ বা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালাতে আর কোনো বাধা রইল না সিবিআই-এর। প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী, কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত বা চার্জশিট জমা দিতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, বিদায়ী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই অনুমতি দেওয়া আটকে রেখেছিলেন। ফলে দুর্নীতির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অনেক অফিসারের বিরুদ্ধে সিবিআই আইনি পদক্ষেপ করতে পারছিল না। এদিন শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘‘নতুন সরকারের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। দুর্নীতির প্রশ্নে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে চলবে। কোনো বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না।’’ চারটি মামলার ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্ডারের কপিও ইতিমধ্যেই সিবিআই-এর হাতে পৌঁছে গিয়েছে। শিক্ষা দুর্নীতি, পুর নিয়োগ দুর্নীতি এবং সমবায় দফতরের একাধিক অনিয়মের ঘটনায় অভিযুক্ত অফিসাররা এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের মুখে পড়বেন। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তদন্তের ছাড়পত্র দিলেন, তাতে স্পষ্ট যে তিনি দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর ফলে আগামী দিনে অনেক প্রভাবশালী আমলা ও আধিকারিকের অস্বস্তি আরও বাড়বে। রাজ্য বিধানসভায় বুধবার থেকে শুরু হল নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। প্রথা মেনে এদিন সকালেই ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধানসভা চত্বরে তাঁর উপস্থিতি এবং আচরণে ভক্তি ও শ্রদ্ধার এক অনন্য মেলবন্ধন লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিন বিধানসভা ভবনে প্রবেশের অব্যবহিত পরেই সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেডকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান শুভেন্দু অধিকারী। এরপর বিধানসভা চত্বরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে ‘গার্ড অফ অনার’ প্রদান করা হয়। গার্ড অফ অনার দেওয়ার পরে গণতন্ত্রের মন্দির পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে ঢোকার আগে, মাটিতে পাতা লাল গালিচার উপরেই হাঁটুমুড়ে বসে, মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন শুভেন্দু। তার পরেই প্রবেশ করেন বিধানসভা ভবনের অন্দরে। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তটি ছিল যখন বিধানসভা ভবনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করেন তিনি। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি পুজোও সারেন। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়ের তত্ত্বাবধানে এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পর একে একে শপথ নেন দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনিয়া এবং ক্ষুদিরাম টুডুরা। এদিন মোট দুই দফায় শপথ গ্রহণের প্রক্রিয়া সাজানো হয়েছিল। প্রথম ভাগে বেলা ১১টা থেকে দুপুর দেড়টার মধ্যে উত্তরবঙ্গের ৯টি জেলা এবং মুর্শিদাবাদের মোট ৭৬ জন বিধায়ক শপথ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ভাগে দুপুর ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৮০ জন বিধায়কর শপথ গ্রহণ করেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাজ্যের বাকি ১১টি জেলার জয়ী বিধায়কদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

শুক্রবার থেকে শুরু চিংড়িহাটা মেট্রোর কাজ, নিয়ন্ত্রণ করা হবে যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মেঃ কবে শুরু হবে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ? এই নিয়ে আর যাই হোক অন্তত পক্ষে অফিস যাত্রীদের মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিল না। কারণ এই মেট্রো চালু হলে খুব দ্রুত গড়িয়া-বিমানবন্দর রুটের যাত্রীদের অন্তত সুবিধা হবে। কিন্তু পূর্বতন সরকারের নানা টালবাহানার জন্য আটকে ছিল সেই কাজ। অবশেষে সরকার বদলের পর শুরু হচ্ছে থমকে যাওয়া সেই মেট্রোর কাজ। বকেয়া ৩৬৬ মিটার অংশে নির্মাণকাজ হবে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পুজোর আগেই এই রুটে চালু হয়ে যেতে পারে মেট্রো পরিষেবা। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকেই কাজ শুরু হচ্ছে এই রুটের। প্রতি শুক্র-শনি ও রবিবার এই রুটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ থাকছে। চিংড়িঘাটা উড়ালপুল ব্যবহার করা যাবে। তবে রাতে ব্যবহার করা যাবে না। পুজো বা বড়দিনের আগেই মেট্রো চলতে পারে বলে খবর। চিংড়িঘাটার মেট্রোর কাজ নিয়ে জলঘোলার অন্ত ছিল না। চিংড়িঘাটার মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশে কাজ বাকি। যা নিয়ে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের টানাপোড়েন চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। অভিযোগ, ওই অংশে কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বাইপাসে যান চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। তবে সরকারের অনুমতি না মেলায় কাজ শুরু করা যায়নি। এই নিয়ে হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ায়। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ভর্ৎসনা করে বলেছিল, ‘‘আমরা প্রথমবার দেখছি, কোনও রাজ্য উন্নয়নের বিরোধিতা করছে। এই মামলা এত দূর গড়িয়েছে যে, এখন নির্বাচন বিধির আওতায় পড়ে গিয়েছে। আপনাদের কাছে উৎসব আগে না যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা আগে?’’

এবার দ্বিগুণ হচ্ছে রাজ্যে চালু থাকা একাধিক ভাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মেঃ অন্নপূর্ণা ভান্ডারের পর বড় সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্যে যে সকল বাকি ভাতা চালু ছিল সেই ভাতার কয়েকটিকে দ্বিগুণ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোন-কোন ভাতা বাড়ানো হল? জানা যাচ্ছে, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়াল বিজেপি সরকার। আগে এক হাজার টাকা করে দেওয়া হত। এবার থেকে দু’হাজার টাকা হতে চলেছে এই ভাতাগুলি। জুনের প্রথম থেকেই মিলবে ভাতাগুলি এখনও পর্যন্ত তেমনটাই জানা যাচ্ছে। প্রচারের সময় কিংবা নিজেদের নির্বাচনী ইস্তেহারে আগেই ভাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এমনকী, নির্বাচনী প্রচারে গিয়েও এই নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। সেই সময়ই বিজেপির নেতা-কর্মীরা জানিয়েছিলেন, যে ভাতা পূর্বতন সরকার দেয় সেই টাকা সংসার চালানোর জন্য উপযুক্ত নয়। সেই কারণে, বিজেপি সরকার এলে এই ভাতা বাড়ানো হবে। সেই প্রতিশ্রুতিই এবার রাখতে চলেছে বিজেপি সরকার। আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিধবা-বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধী ভাতা দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। আগে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন দু’হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হবে। মহিলা ভোট ছিল তৃণমূলের অন্যতম ভোটের ব্যাঙ্ক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিষয়টি বুঝে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ চালু করেছিলেন। ৫০০ টাকা থেকে শুরু হওয়া এই ভাতা ১৫০০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছয়। এরপর বিজেপি প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা ক্ষমতায় এলে ৩০০০ করে ভাতা দেওয়া হবে মহিলাদের। সেই মতো ক্ষমতায় এসেই জানানো হয় যে জুন থেকে এই প্রকল্প চালু হচ্ছে। তবে, বাকি যে ভাতা পূর্বতন সরকার (তৃণমূল) দিত, সেই সকল ভাতার কি বাড়ানো হবে না? এই সকল প্রশ্নের মধ্যেই বড় ঘোষণা করল বাংলার বিজেপি সরকার। শারীরিক ভাবে যাঁরা অক্ষম, প্রবীণ নাগরিক এবং স্বামী হারা মহিলারা যাঁদের সত্যিই এই ভাতা প্রয়োজন এবার তাঁদের জন্যও কল্পতরু বাংলার গেরুয়া সরকার।

আপাতত খুলছে না স্কুল, গরমের ছুটি নিয়ে বড় নির্দেশিকা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মেঃ ভোট মিটেছে। শুরু হয়েছে রাজ্যে নতুন সরকারের কার্যকলাপ। গত কয়েকদিন আগেই সরকারি স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা করা হয়। এবার স্কুল খোলার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু গরম কমেনি। তাই গরমের ছুটি আরও বাড়ানো হল। একসঙ্গে ১৪ দিন অতিরিক্ত ছুটি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। গত ১১ মে থেকে আগামী ১৬ মে পর্যন্ত সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। বুধবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আরও ১৪ দিন ছুটি দেওয়া হবে স্কুলগুলিতে। অর্থাৎ ৩১ মে পর্যন্ত ছুটি থাকছে। ১৬-মের বদলে ১ জুন খুলছে স্কুল। আপাতত গরম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর হাওয়া অফিসের আপডেট বলছে,

তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে স্কুল খোলা যাচ্ছে না। বুধবার ৪১টি দফতরের আধিকারিক এবং ৫ মন্ত্রী এবং ১৫ বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ছিল নবান্নে। সেখানেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। গরমের ছুটি বাড়ানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের একাংশের আরও দাবি ছিল, সাম্প্রতিক বছরে নতুন করে বেশ কিছু ছুটি সরকারি তালিকায় যোগ হয়েছে। বিভিন্ন পালনীয় দিনকেও ছুটির আওতায় আনা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রজয়ন্তীর ছুটির প্রসঙ্গও তুলেছিলেন তাঁরা। তাঁদের মতে, আগে যেসব দিনে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হত, এখন সেগুলিও ছুটির তালিকায় চলে আসছে। ফলে ক্যালেন্ডারের ভারসাম্য বজায় রাখতেই গরমের ছুটির মেয়াদ কমানো হয়েছিল। এদিন আলোচনায় উঠে আসে যে রাজ্যে তিনটি ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে। শিক্ষা, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন বিধায়কদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এদিন। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বপন দাশগুপ্ত এবং ডক্টর শঙ্কর ঘোষকে শিক্ষা দফতরের সচিবের সঙ্গে বসে দু দিনের মধ্যে একটি স্বচ্ছ গাইডলাইন তৈরি করে স্থবিরতা থেকে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য দফতরের ক্ষেত্রে শ্বরদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং ইন্দ্রনীল খাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অরাজকতা নিয়ে রুদ্রনীল, হিরণ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং পাপিয়া অধিকারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক-সহ তিন জনের গ্রেপ্তারি চেয়ে আদালতে নির্যাতিতার বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মেঃ আরজি করকাণ্ডে এবার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ তিলোত্তমার বাবা। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির দাবি জানাল পরিবার। নির্মল ছাড়াও তৃণমূল পরিচালিত পানিহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ দে এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়কে জেরা ও গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে শিয়ালদহ আদালতে আবেদন জানালেন তিলোত্তমার বাবা। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি শ্মশানে তিলোত্তমার দেহ দাহ করা হয়। নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি সৎকার করতে পানিহাটির তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দে এবং সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। শ্মশান দাহ সংক্রান্ত শংসাপত্রে সই ছিল সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের। ওইসময় পানিহাটি পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন সোমনাথ দে। ওই ঘটনার কয়েকমাস পর ২০২৫ সালের মার্চে পানিহাটি পৌরসভার

চেয়ারম্যান করা হয় তাঁকে। সেইসময় বিরোধীরা অভিযোগ করেছিলেন, প্রমাণ লোপাট করার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সোমনাথকে। এবার আদালতে নিজের আবেদনে তিলোত্তমার বাবা বলেন, ‘‘এই তিনজন মৃতদেহের দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত আটকাতে দ্রুত দেহ দাহ করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ৩ জনের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। শুনানির পর তিনজনের বিরুদ্ধে তদন্ত ও গ্রেফতারের নির্দেশ যাতে সিবিআইকে দেয় আদালত, এদিন সেই আর্জি জানানো হয়েছে তিলোত্তমার পরিবারের তরফে। ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পড়ুয়া তিলোত্তমার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে। তিলোত্তমাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠে। আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছে যান সিপিএম এবং বিজেপির নেতা-নেত্রীরা। ময়নাতদন্তের পর ওইদিন সন্ধেতেই তিলোত্তমাকাণ্ডে প্রমাণ লোপাটের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এই তিনজনের বিরুদ্ধে আদালতে গেলেন তিলোত্তমার বাবা। এই আদালত কী নির্দেশ দেয়, সেটাই দেখার। এ বারের বিধানসভা ভোটে পানিহাটি থেকে প্রায় ২৯ হাজার ভোটে জিতেছেন নির্যাতিতার মা। হারিয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ, যিনি নির্মলের পুত্র। পানিহাটিতে ভোটের প্রচারে এসে আরজি করের ঘটনা সংক্রান্ত ফাইল খোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘটনাচক্রে, ভোট মিটতেই আরজি করে ধর্ষণ-খুনের মামলা নিয়ে আবার সক্রিয় হলেন নির্যাতিতার বাবা।

এনআরসি নথি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, স্পষ্ট করে দিল হাইকোর্ট

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ১৩ মেঃ ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন বা এনআরসির নথিকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। ফের একবার এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল গুয়াহাটি হাইকোর্ট। একইসঙ্গে আদালত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে যে কোনও ব্যক্তিকে বিদেশি ঘোষণা করা হলেও, শুধুমাত্র সেই কারণ দেখিয়ে তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের বিদেশি বলা যাবে না, যদি না তাঁদের বিরুদ্ধে আলাদা করে নির্দিষ্ট রেফারেন্স বা মামলা দায়ের করা হয়। গুয়াহাটি হাইকোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার মেধি এবং বিচারপতি শামিমা জাহানের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল। আদালত শুনানিতে বলে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট রেফারেন্স ছাড়া ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল পরিবারের অন্য সদস্যদের বিদেশি ঘোষণা করতে পারে না।

স্বপনসাধন বোসকে (টুটু) শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘মোহনবাগান ক্লাব, সমর্থক ও টুটুবাবুর সকল শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে আমরা এসেছি। মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে আজকের দিনে আমার একটাই প্রার্থনা, যে আন্তিকতা দিয়ে টুটুবাবু মোহনবাগান ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন, আপনারা সেভাবে ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যান। এটাই হবে ওঁর প্রতি আসল শ্রদ্ধা।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘টুটুবাবুর প্রয়াণ ভারতীয় ও বঙ্গ ফুটবলের জন্য বিরাট ক্ষতি। তবে উনি মোহনবাগানের দায়িত্ব সামলানোর জন্য পরবর্তী প্রজন্মকেও তৈরি করেছেন। ওঁর ভাবনাচিন্তার পরিধি খুব বড় ছিল।’’ বুধবার দুপুরে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে টুটু বোসকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও আসেন ক্রীড়ামন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী। বোস পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকেও। ছিলেন হকি বেঙ্গলের সদস্যরাও। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তরফ থেকে আসেন বেলাল আহমেদ খান।

সোনা-রুপোর দামে আগুন লাগতেই আতঙ্ক, এবার কি পেট্রোল-ডিজেলেও বড় ধাক্কা?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ মেঃ পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট বাড়ছে বই কমছে না। ভারতেও অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই সরকার সতর্ক করেছে। বাড়ানো হয়েছে সোনা-রুপোর উপরে আমদানি শুল্ক। স্বাভাবিকভাবেই দাম বেড়েছে সোনা-রুপোর। পরের ধাক্কা কি লাগবে জ্বালানিতে? এমনটাই মনে করা হচ্ছে। একধাক্কায় অনেকটা বাড়তে পারে পেট্রোল-ডিজেল থেকে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। সোনা-রুপোর উপরে আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এরপরেই সোনা-রুপোর দাম বেড়েছে। এবার তেল ও জ্বালানিতেও এই প্রভাব পড়তে চলেছে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার কারণে বিশ্ব জুড়ে তেল ও জ্বালানি সরবরাহ বিপর্যস্ত হচ্ছে। এর জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড তেলের দামও অনেকটাই বেড়েছে। ভারতের জন্য জ্বালানির দাম বৃদ্ধি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ ভারত নিজেদের

তেলের চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশই আমদানি করে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ইতিমধ্যেই জ্বালানি সাশ্রয়ের কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে, গণপরিবহন ব্যবহার করার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও জ্বালানি বাঁচাতে কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এসপিজি-কে ইলেকট্রিক গাড়ি ব্যবহার করতে বলেছেন। অফিসগুলিতে আবার ওয়ার্ক ফ্রম হোম চালু এবং স্কুলগুলিতেও সম্ভব হলে অনলাইন ক্লাসের কথা বলেছেন। দেশের অয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলি বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ছে। প্রতিদিন প্রায় অয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলি ১ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়ছে। বিশ্ববাজারে ক্রুড তেলের দাম বাড়লেও, ভারতে এখনও পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়নি। ক্রমাগত ক্রুড তেল ও পেট্রোলের দামের পার্থক্য চওড়া হচ্ছে। যদি এখনই কোনও পদক্ষেপ না করা হয় এবং পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট জারি থাকে, তাহলে বড়সড় আর্থিক ধাক্কা লাগতে পারে। তাই পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কোনওভাবেই এড়ানো সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। আগেই শোনা গিয়েছিল যে মে মাসের মাঝামাঝি পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৫ থেকে ৬ টাকা বাড়তে পারে। এলপিজি সিলিন্ডারের দামও অন্তত ৫০ টাকা বাড়তে পারে। তবে মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী আশ্বস্ত করে বলেছেন, দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের কোনও ঘাটতি নেই। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আর্জিকে ওয়েক আপ কল হিসাবে দেখা উচিত।

২১ মে খুলবে শ্রী মদমহেশ্বর মন্দিরের কপাট, ১৯ মে উখিমঠ থেকে রওনা দেবে উৎসব ডোলি

দেহরাদূন, ১৩ মে ঃ উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত মদমহেশ্বর মন্দিরের কপাট আগামী ২১ মে ভক্তদের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির সমিতির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক যাত্রার সূচি জানিয়ে বলেন, ১৭ মে ভগবান মদ্মহেশ্বরের উৎসব মূর্তি ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বের করে মন্দিরের সভামণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করা হবে।তিনি জানান, ১৯ মে সকালে ভগবান মদমহেশ্বরের উৎসব ডোলি ওঙ্কারেশ্বর মন্দির থেকে রওনা দিয়ে রাতের বিশ্রামের জন্য রাকেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছবে। এরপর ২০ মে ডোলি রাঁসি থেকে যাত্রা শুরু করে রাত্রিযাপনের জন্য গৌন্ডারে পৌঁছবে।মন্দির সমিতির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের সূত্রে জানা গেছে , ২১ মে সকালে গৌন্ডার গ্রাম থেকে উৎসব ডোলি যাত্রা শুরু করবে। এরপর কর্ক লগ্নে বৈদিক রীতি মেনে শ্রী মদমহেশ্বর মন্দিরের কপাট সাধারণ ভক্তদের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

টুটু বসু প্রয়াত, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ মে ঃ প্রয়াত হয়েছেন স্বপন সাধন বসু, যাঁর পরিচিতি টুটু বসু নামে। মঙ্গলবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সোমবার সন্ধ্যায় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক। দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে। ভেন্টিলেশনে ছিলেন। আর গভীর রাতে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন টুটু।ফুটবল প্রশাসক ছাড়াও একাধিক পরিচয় ছিল টুটু বসুর। তিনি রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী এবং সংবাদপত্রের মালিকও। বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন টুটু। হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করা কার্যত অসম্ভব ছিল। এই কারণে গত কয়েক বছর তিনি সেভাবে ফুটবল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। টুটুর হাত ধরেই মোহনবাগান ক্লাবে একের পর এক ইতিহাস তৈরি হয়।১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগানের সচিব ছিলেন। ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে ফের তিনি সচিব নির্বাচিত হন। দায়িত্ব সামলেছিলেন দু'বছর। এরপর ২০২০-২২ এবং ২০২২-২০২৫, দু'দফায় ফের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত বছর মোহনবাগানের নির্বাচনের আগে তিনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।টুটু বসুর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক্স মাধ্যমে শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক শ্রী স্বপন সাধন বসু (টুটু বসু)-র প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। মোহনবাগান ক্লাব ও টুটু বসু একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্রীড়া প্রশাসনে ওনার অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওনার নেতৃত্ব, দূরদৃষ্টি এবং খেলাধুলার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন, শুভানুধ্যায়ী. এবং অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ হিমন্তবিশ্ব শর্মার, পরিষদীয় মন্ত্রী হিসেবে আরও চারের শপথ

গুয়াহাটি, ১৩ মে ঃগত মঙ্গলবার, ঘড়ির কাটায় সকাল ঠিক ১১ঃ৪০ মিনিট। দ্বিতীয়বারের জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া পরিষদীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রামেশ্বর তেলি (বিজেপি), অজন্তা নেওগ (বিজেপি), দুই শরিক দল যথাক্রমে অগপ-র অতুল বরা এবং বিপিএফ-এর চরণ বড়ো। তাঁদের পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দাযিত্ব পালনের পাশাপাশি 'বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস এবং আনুগত্য পোষণ, ভারতের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা ও অখুণ্ণ রাখা'র শপথ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্য চার পরিষদীয় মন্ত্রী।বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-৩.০ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং

মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি, চিরাগ পাশোয়ান, জ্যোতিরাদিত্য সিন্দিয়া, শিবরাজসিং চৌহান, কিরেন রিজিজু, সর্বানন্দ সনোয়াল সহ আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া (অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল), বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ, মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, দিল্লির রেখা গুপ্তা, মধ্যপ্রদেশের ড. মোহন যাদব, ওড়িশার মোহন চরণ মাঝি, উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামি, হরিয়ানার নযাব সিং সাইনি, বিহারের সম্রাট চৌধুরী, অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, ত্রিপুরার ডা. মানিক সাহা, অরুণাচল প্রদেশের পেমা খাণ্ডু, মেঘালয়ের কনরাড কে সাংমা, মণিপুরের ইউমনাম খেমচাঁদ সিং, সিকিমের প্রেম সিং তামাং প্রমুখ, বেশ কয়েকজন শিল্পপতি, সিঙ্গাপুর, ভুটান সহ কয়েকজন বিদেশি প্রতিনিধি, ১৭ জন সত্রাধিকার (অসমের বৈষ্ণব পরম্পরার আধ্যাত্মিক গুরু),এছাড়া ছিলেন অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকিয়া, দলের জাতীয় ও রাজ্যস্তরের শীর্ষ নেতা ও রাজ্যের সব জেলা ও কুণ্ডস্তরের কার্যকর্তা, আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিগণ এবং কয়েকলক্ষ বিজেপি এবং শরিকদলের কর্মী-সমর্থকবৃন্দ।

সোনা-রুপোয় আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ মে ঃ সোনা-রুপোর আমদানি শুল্ক বাড়ল দ্বিগুণেরও বেশি। পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভুত সংকটের আবহে সোনা ও রুপোর আমদানিতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার কেন্দ্র ঘোষণা করেছে, সোনা ও রুপোর আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০ শতাংশ বেসিক কাস্টমস ডিউটি এবং ৫ শতাংশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেস।সোনা এবং রুপোর উপর ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ৫ শতাংশ কৃষি পরিকাঠামো ও উন্নয়ন

সেস চাপানো হয়েছে। ফলে আড়াই গুণ আমদানি শুল্ক বেড়ে গিয়েছে। কেন্দ্র আশাবাদী এই সিদ্ধান্তের জেরে সোনা আমদানিতে রাশ টানা যাবে। বাণিজ্যে ঘাটতি কমবে এবং ডলার প্রতি টাকার পতনও আটকানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সিবিএসই দ্বাদশের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত, পাশের হারে ছেলেদের টেক্কা মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ মে ঃ প্রকাশিত হল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-র দ্বাদশের পরীক্ষার ফলাফল। পরীক্ষা শেষের এক মাস তিন দিনের মাথায় ঘোষণা করা হল পরীক্ষার ফলাফল। বিগত দু'বছরের মতোই এ বারও ১৩ মে ঘোষণা করা হল পরীক্ষার ফল। চলতি বছরে দ্বাদশের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হয় ১০ এপ্রিল। মোট ১৮ লক্ষ পরীক্ষার্থী এ বার দ্বাদশের পরীক্ষা দিয়েছিল। এ বছর পাশের হার ৮৫.২০ শতাংশ। গত ছর ছিল ৮৮.৩৯ শতাংশ। অর্থা এ বছর কিছুটা কমেছে পাশের হার। তবে এ বারের

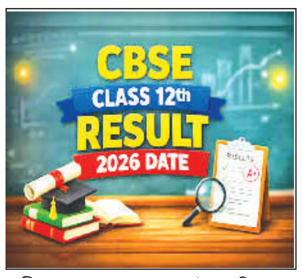

পরীক্ষাতেও ছেলেদের টেক্কা দিয়েছে মেয়েরা। মেয়েদের পাশের হার ৮৮.৮৬ শতাংশ। অন্য দিকে, ছেলেদের পাশের হার ৮২.১৩ শতাংশ। অর্থাৎ পাশের হারের ছেলেদের থেকে মেয়েদের ব্যবধান প্রায় ৬.৭৩ শতাংশ হয়েছে জানান।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা(পিআইবি),১৩মেঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহ হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও

ট্রাইবুনালে ঝুলে থাকা ভোটারের সংখ্যায় এসআইআর-এর প্রভাব, প্রশ্ন শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ মে ঃ এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও ৩৫ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে। সোমবার এসআইআর মামলার শুনানিতে ভোটের ফলে ট্রাইবুনালে ঝুলে থাকা ভোটারের সংখ্যা কতখানি প্রভাব ফেলল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল শীর্ষ আদালতে।এই মামলায় তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলের পরাজয়ের ক্ষেত্রে বিজেপির সঙ্গে ব্যবধান ৩২ লক্ষ। যেখানে বিচারাধীন থাকা ভোটারের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। পিটিশন ফাইলের অনুমতি চেয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে আবেদন জানান কল্যাণবাবু।এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানিতে তিনি বলেন, ৩১ টা এমন আসন রয়েছে, যেখানে যত নাম বাদ গিয়েছে বা বিচারধীন রয়েছে, ভোটের ফলের ক্ষেত্রে ব্যবধানও তেমনই। একটি আসনের উদাহরণ টেনে কল্যাণ বলেন, ৮৭২ ভোটে আমাদের প্রার্থী হেরেছেন। সেখানে ৫ হাজার নাম বাদ গিয়েছে।কল্যাণবাবু আবেদন করেন, এই যুক্তিতে 'ইলেকশন পিটিশন ফাইল' করার অনুমতি দিন। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী কল্যাণের উদ্দেশে বলেন, আপনি আলাদা করে 'ইন্টারলোকিউটরি অ্যাপ্লিকেশন' করুন। একটি মামলা চলাকালীন কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ চাওয়ার জন্য আবেদন করা) ফাইল করুন। কমিশনের তরফে মিস্টার নাইডু তাঁদের যা বলার বলবেন। আমরা খতিয়ে দেখে নির্দেশ দেব।

আস্থা ভোটে জিতে গেল টিভিকে, বিজয় পেলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ১৩ মেঃতামিলনাড়ু বিধানসভায় ১৪৪ জন বিধায়কের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আস্থা ভোটে জয়ী হলো বিজয়ের টিভিকে সরকার। তামিলনাড়ু বিধানসভায় বুধবার আস্থাভোটের মুখোমুখি হয় বিজয়ের টিভিকে সরকার। বিধানসভায় এদিন কংগ্রেস, সিপিআই (এম) এবং ভিসিকে-র সদস্যরা তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। একইসঙ্গে আলোচনার সময় তাঁরা নিজেদের পরামর্শ ও দাবি-দাওয়াও তুলে ধরেছে।ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগও (আইইউএমএল) টিভিকে সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। আম্মা মক্কাল মুনেত্র কাজাগাম থেকে বহিস্কৃত বিধায়ক কামরাজ বিধানসভায় টিভিকে-কে সমর্থন জানিয়েছেন। সিপিআই বিধানসভায় টিভিকে সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। ভিসিকে-এর বিধায়ক ভানি আরাসু বলেন, ভিসিকে-সহ ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে এবং এই আস্থা প্রকাশ করেছে, সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ সফলভাবে সম্পন্ন করবে। পরে ১৪৪ জন বিধায়কের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আস্থা ভোটে জয়ী হলো বিজয়ের টিভিকে সরকার।টিভিকে সরকারের আস্থা ভোটের আগেই তামিলনাড়ু বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন ডিএমকে বিধায়করা। উদয়নিধি স্ট্যালিন বলেছেন, আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যের সব মানুষ কিন্তু টিভিকে-কে ভোট দেননি। মোট ৪.৯৩ কোটি ভোটের মধ্যে মাত্র ১.৭২ কোটি মানুষ টিভিকে-কে ভোট দিয়েছেন। বাকি ৬৫ শতাংশ মানুষ টিভিকে-এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। এমনকি যাঁরা টিভিকে -কে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরাও এখন বিষয়টি বুঝতে পারছেন। কেবল সেই দলই সরকার গঠন করতে পারে, যাদের ১১৮ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। বিধানসভায় এদিন এআইএডিএমকে বিধায়ক এডাপ্পাদি কে পালানিস্বামী বলেন, আমরা টিভিকে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেব। তিনি আরও বলেন, আমরা কোনও শত্রু দল নই আমরা একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে কাজ করতে চাই বলে জানান।

বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষের নির্বাচন বৃহস্পতিবার, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ মে ঃপশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষের নির্বাচন হবে বৃহস্পতিবার, এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিধায়করা বুধবার থেকে বিধানসভা ভবনে শপথ নিতে শুরু করেছেন। প্রথমে শপথ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় শপথ বাক্য পাঠ করান।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, তাঁর সরকারে কোনও গোপনীয়তা থাকবে না। তাঁর সরকার গণতন্ত্রের তিনটি শর্ত মেনে চলবে। শুভেন্দু বলেন, জনগণের আশীর্বাদ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমরা বিধানসভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি। এখানেই বাজেট পেশ করা হবে। আজ এখানে ১৪৩ জন বিধায়ক শপথ গ্রহণ করবেন। আগামীকাল নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জাতির উদ্দেশ্যে করা আহ্বানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত চমকার একটি সিদ্ধান্ত। আমিও রাজ্যের পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছি যেন আমার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক গা।রি কনভয় রাখা হয়। আপনারা আমার কনভয়ের গাড়ির সংখ্যার তারতম্য বা পার্থক্যটি দেখতেই পাচ্ছেন।

২০২৬-২৭ মরসুমের জন্য আইসিসি এলিট আম্পায়ার প্যানেলে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে থাকছেন নিতিন মেনন

দুবাই, ১৩ মেঃবার্ষিক পর্যালোচনার পর সোমবার আইসিসি ২০২৬-২৭ আন্তর্জাতিক মরসুমের জন্য অপরিবর্তিত ম্যাচ আধিকারিকদের দল ঘোষণা করেন । নিতিন মেননই সেই এলিট প্যানেল অফ আম্পায়ার্সে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে থেকে যান। আম্পাযার নির্বাচক প্যানেলের একটি বিশদ মূল্যায়নের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বিদ্যমান সেরা আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের দলটিকে বহাল রেখেছে।মেনন ২০২০ সাল থেকে এলিট প্যানেলের অংশ। ভারতের প্রাক্তন পেসার জাভাগাল শ্রীনাথই ম্যাচ রেফারিদের এলিট প্যানেলে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে রযেছেন।আইসিসি-র ক্রিকেট মহাব্যবস্থাপক ওয়াসিম খান (চেয়ার), প্রাক্তন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ রেফারি মাইক রাইলি, প্রাক্তন আন্তর্জাতিক আম্পাযার ও আম্পায়ার কোচ পিটার ম্যানুয়েল এবং প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোযাড় ও ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকরকে নিয়ে গঠিত আম্পায়ার নির্বাচক প্যানেল, বিদ্যমান প্যানেলটিকে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বিভিন্ন ক্ষেত্রের আম্পায়ার ও রেফারিদের পারফরম্যান্স বিবেচনা

করেছে।আইসিসি এলিট প্যানেল অফ ম্যাচ রেফারি (২০২৬-২৭)ঃ জেফ ক্রো (নিউজিল্যান্ড), রঞ্জন মাদুগালে (শ্রীলঙ্কা), অ্যান্ডু পাইক্রফট (জিম্বাবুয়ে), রিচি রিচার্ডসন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), জাভাগাল শ্রীনাথ (ভারত)।আইসিসি এলিট আম্পাযার প্যানেল (২০২৬-২৭)ঃকুমার ধর্মসেনা (শ্রীলঙ্কা), ক্রিস্টোফার গ্যাফানি (নিউজিল্যান্ড), অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক (দক্ষিণ আফ্রিকা), রিচার্ড ইলিংওযার্থ (ইংল্যান্ড), রিচার্ড কেটলবোরো (ইংল্যান্ড), নিতিন মেনন (ভারত), আল্লাহউদ্দিন পালেকার (দক্ষিণ আফ্রিকা), আহসান রাজা (পাকিস্তান), পল রাইফেল (অস্ট্রেলিয়া), শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ (বাংলাদেশ), রডনি টাকার (অস্ট্রেলিয়া), অ্যালেক্স হোয়ার্ফ(ইংল্যান্ড)।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আজ আপনার এনার্জি লেভেলে কিছুটা অস্থিরতা থাকতে পারে, যার জন্য আপনি একটু স্ট্রেসড ফিল করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে

বৃষঃআপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। আপনি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিনিযোগে করলে উল্লেখযোগ্য লাভ পাবেন। আপনার পরিবারের প্রতি সঠিক সময় দিন।।

মিথুনঃ আজকের দিনটা মিথুন রাশির জন্য খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক। আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে, যার জন্য আপনি আপনার ভাবনা আর অনুভূতি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। শুভদিন হবেআজ

কর্কট রাশি ঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

কন্যাঃ কন্যা রাশির জন্য আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ

তুলাঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি হবে।

বৃশ্চিকঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন। শুভদিন

মকরঃ আজ আপনার দিনটা এনার্জি আর উদ্দীপনায় ভরা থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্যপানে জোরদারভাবে এগিয়ে যাবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার ইঙ্গিত আছে, তাই আত্মবিশ্বাসী থাকুন আর যেকোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকুন। ।

কুম্ভঃআজকের দিনটা আপনার জন্য মিশ্র অনুভূতির হবে। আপনার চারপাশে কিছুটা অস্থিরতা থাকতে পারে, যার কারণে আপনি কিছু চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন।। প্রেম আসতে পারে আজ

মীনঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। সন্তান হতে পারে আজকে । আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আবারও ফিরছে গরম, একইসঙ্গে বাড়ছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। তবে, উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টাও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায. কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরে চার দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা প্রায় স্বাভাবিক।উত্তরবঙ্গে আপাতত তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুযার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের সম্ভাবনাও রয়েছে উত্তরবঙ্গের আট জেলায়। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গেও।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ১২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৯মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

হুগলির গুড়াপ থানার পুলিশ রুখল গরুপাচার, গ্রেফতার ৫

বনস্পতি দে, হুগলি,১৩ মে ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এনএইচ ১৯ এবং ২৩ নম্বর রুটে নাকা তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। দু'টি সন্দেহভাজন গা।কি আটকানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, অত্যন্ত খারাপ ভাবে (ঠাসাঠাসি করে) মোট ১০টি গোরু (প্রতিটিতে ৫টি করে) বোঝাই করা রয়েছে। চালক ও খালাসিদের কাছে গবাদি পশু পরিবহণের কোনও বৈধ কাগজপত্র বা নথি না থাকায় পুলিশ তাদের তৎক্ষণা গ্রেপ্তার করে এবং গোরু-সহ গাড়ি দু'টি বাজেয়াপ্ত করে। বেআইনি গরুপাচারের অভিযোগে। হুগলির গুড়াপ থানার পুলিশ রুখল গরুপাচার। গ্রেফতার পাঁচ। জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গুড়াপ থানা এলাকার জাতীয় সড়কে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেই সময় দু'টি গবাদি পশু বোঝাই গাড়ি আটক করে। পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে গুড়াপ থানার পুলিশ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, গবাদিপশুগুলি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকা থেকে আনা হচ্ছিল। তবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বা এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়েছে।

গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে চার দিনের পুলিশি হেফাজত, আদালতে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ মে ঃ 'বাংলা পক্ষ'-এর প্রতিষ্ঠাতা গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালত। আগামী ১৬ মে পর্যন্ত তাঁকে পুলিশি হেফাজতে থাকতে হবে বলে বুধবার নির্দেশ দেন বিচারক। বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ইভিএম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য এবং সমাজমাধ্যমে উস্কানিমূলক পোস্ট করার অভিযোগে মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। বুধবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে পুলিশ পক্ষ তাঁর পাঁচ দিনের হেফাজতের আবেদন জানায়। যদিও শেষ পর্যন্ত চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। আদালতে শুনানির সময় সরকার পক্ষের আইনজীবী দাবি করেন, তদন্ত চলাকালীন একাধিক বার গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। তদন্তে সহযোগিতা না করেই তিনি এ।য়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ তোলে পুলিশ। তদন্তকারীদের আরও দাবি, সমাজমাধ্যমে গর্গ যে সমস্ত পোস্ট করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে এমন কিছু মন্তব্য রয়েছে যা প্রতিষ্ঠানবিরোধী এবং নির্বাচনী পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। সেই সমস্ত পোস্টের উৎস, উদ্দেশ্য এবং তার প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলেও আদালতে জানানো হয়। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, নির্বাচন চলাকালীন ইভিএম নিয়ে গর্গের মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছ।াতে পারে। তাঁর কিছু পোস্টে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে বলে আদালতে উল্লেখ করেন তদন্তকারীরা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, গর্গকে দু'বার তলব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাজির না হওয়ায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ করে।

পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে সাইবার আইন এবং নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও যুক্ত হয়েছে। অন্য দিকে আদালতে পুলিশের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী। তাঁর দাবি, গর্গ কোনও ভাবেই তদন্তে অসহযোগিতা করেননি। বরং তিনি তদন্তকারীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আগামী ১৪ মে তিনি হাজিরা দেবেন। আইনজীবীর বক্তব্য, গর্গ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি কিংবা তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেননি। তা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ অযথা চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ তোলা হয় আদালতে। প্রতিরক্ষা পক্ষ আরও দাবি করে, গর্গের সমস্ত ডিজিটাল ডিভাইস ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম তদন্তকারীদের হাতে রয়েছে। ফলে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সেই পরিস্থিতিতে কেন তাঁকে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁর আইনজীবী। তবে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক তদন্তের স্বার্থে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের অনুমতি দেন। আগামী ১৬ মে ফের তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। সূত্রের খবর, গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের সমাজমাধ্যমের কিছু পোস্ট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রথমে ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পরে সেই অভিযোগ কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে পাঠানো হয়। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে গর্গকে গ্রেফতার করা হয়। নির্বাচনের সময় ইভিএম নিয়ে গর্গ একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, রাতে ক।। নিরাপত্তায় সিল করে রাখার পরেও ভোটগণনার সময় কেন ইভিএম বিকল হয়ে যাচ্ছে, তার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। ভোটের দিন ভবানীপুর কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে তিনি বিক্ষোভের মুখেও পা।নে। একই সঙ্গে ভোটারদের ভিভিপ্যাট ভালো করে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। তদন্তকারীদের দাবি, এই ধরনের মন্তব্য ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করতে পারে এবং তা নির্বাচনী পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। একাংশের দাবি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্য দিকে প্রশাসনের বক্তব্য, নির্বাচন চলাকালীন বিভ্রান্তিকর তথ্য বা উস্কানিমূলক মন্তব্য ছ।ানো হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতেই হবে। সব মিলিয়ে গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি এবং আদালতের নির্দেশ ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

রাজা রামমোহনের শহরে বাল্যবিবাহ চলবে না', ৩০০ পকসো মামলার জট কাটাতে কড়া বার্তা পুলিশ কমিশনারের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ মে ঃ কলকাতায় নাবালিকাদের উপর যৌন নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহের ঘটনা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা। নতুন সরকার গঠনের পর আলিপুর বডিগার্ড লাইনে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানার ওসি এবং লালবাজারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নাবালিকাদের সুরক্ষার প্রশ্নে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। একই সঙ্গে প্রায় ৩০০ ঝুলে থাকা পকসো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। বহু মামলায় এখনও পর্যন্ত চার্জশিট জমা না পড়ায় অভিযুক্তরা জামিনে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে লালবাজার। বৈঠকে পুলিশ কমিশনার রাজা রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এই কলকাতায় বসেই সমাজ সংস্কারের আন্দোলন হয়েছিল। বাল্যবিবাহ রোধে ঐতিহাসিক লড়াই হয়েছিল এই শহর থেকেই। অথচ আজও কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় গোপনে বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা ঘটছে। তিনি জানান, অনেক ক্ষেত্রে পরিবার নিজেরাই নাবালিকার বিয়ে দিচ্ছে। আবার বহু সময় নাবালিকা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করছে এবং পরে এলাকায় ফিরে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার সেই বিয়ে মেনে নিচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি পুলিশের কাছে সাধারণত পৌঁছয় না। পরে সন্তান প্রসবের সময় হাসপাতালে ভর্তি হলে প্রকৃত বয়স সামনে আসে এবং তখনই পুলিশের কাছে তথ্য পৌঁছয়। পুলিশ সূত্রে খবর, কিছু ক্ষেত্রে পকসো আইনে নাবালিকার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হলেও অনেক ঘটনায় কোনও পদক্ষেপ করা হয় না। কোথাও চার্জশিট জমা পড়ছে না, কোথাও তদন্ত বছরের পর বছর ঝুলে থাকছে। এই পরিস্থিতিতে কমিশনার ক।। ভাষায় নির্দেশ

দিয়েছেন, কোনও নাবালিকার বিয়ের খবর পেলেই তা আটকাতে হবে। এমনকী বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তথ্য সামনে এলেও সংশ্লিষ্ট স্বামী এবং যাঁরা সেই বিয়ে মেনে নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও পকসো ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ব্যবস্থা নিতে হবে। লালবাজারের কর্তাদের দাবি, গত কয়েক বছরে প্রায় ৩০০ পকসো মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। তদন্তে গাফিলতি, চার্জশিট দাখিলে দেরি এবং প্রমাণ সংগ্রহে সমস্যা থাকায় বহু অভিযুক্ত আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কমিশনার জানিয়েছেন, এখন থেকে এই ধরনের মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে হবে। তদন্তে গাফিলতি হলে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এছা।াও মহিলা সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রেও তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনার জানিয়েছেন, কোনও মহিলা নির্যাতনের অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করতে হবে। অভিযোগকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। অভিযুক্তদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিয়েও বৈঠকে কড়া বার্তা দেন পুলিশ কমিশনার। তিনি বলেন, অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় দেখে ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না। অপরাধী যে দলেরই সমর্থক হোক না কেন, আইন অনুযায়ী তাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। লালবাজার সূত্রে দাবি, নিজেদের বিজেপি কর্মী পরিচয় দিয়ে কিছু ব্যক্তি এলাকায় হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ফরেনসিক ব্যবস্থার উন্নতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তদন্ত আরও শক্তিশালী করার দিকেও জোর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

কুলতলা থানা থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র,গুলি বারুদ,গ্রেফতার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বকুলতলা,১৩ মে ঃ আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য।এবার পুলিশি তৎপরতার ভেস্তে গেল বড়সড়ো নাশকতার ছক। উদ্ধার একটি আগ্নেয়াস্ত্র, ১০ রাউন্ড কার্তুজ ও ২ কেজি বোমা তৈরির বারুদ। গ্রেপ্তার এক।মঙ্গলবার রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের হানারবাটি এলাকার এক ব্যক্তি এলাকায় .নাশকতা ছড়ানোর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদ মজুদ করেছে বলে খবর আসে।আর তার পর সূত্রের তথ্যের গুরুত্ব দিয়ে বকুলতলা থানার ওসি রনি সরকারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ দল হানারবাটি গ্রামে গিয়ে খইরুল গাজী নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি করে।আর তাতেই উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র, ১০ রাউন্ড গুলি ও ২ কেজি বোমা তৈরির বারুদ।আর তার পরেই গ্রেপ্তার করা করে খইরুল গাজীকে।খয়রুল কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্র, বারুদ এবং কার্তুজ মজুত করেছিল এবং সেগুলি সে কোথা থেকে উদ্ধার করেছিল সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ধৃতকে বুধবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।ধৃতকে দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে বকুলতলা থানার তদন্ত কারি আধিকারিক।নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

শুভেন্দুর জন্য মনোহরা নিয়ে বিধানসভায় হুমায়ুন, রেজিনগরে ছেলেকে প্রার্থী করার ইঙ্গিত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ মে ঃ নতুন বিধানসভার প্রথম শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে বুধবার রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হয় এক বিশেষ আবহ। শাসক দল বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়ক থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিরাও এদিন একে একে শপথ নেন। সেই আবহের মধ্যেই আলাদা করে নজর কাড়লেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে নিজের দল গঠন করা এই নেতা বিধানসভায় হাজির হন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মনোহরা-সহ একাধিক মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারীর জন্য বিশেষ উপহার হিসেবেই তিনি এই মিষ্টি নিয়ে এসেছেন বলে জানান। নির্দিষ্ট সময়েই বিধানসভায় পৌঁছে যান হুমায়ুন কবীর। গলায় ঝোলানো ছিল দুটি আলাদা পরিচয়পত্র। কারণ, এবারের নির্বাচনে তিনি মুর্শিদাবাদের নওদা ও রেজিনগর-দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছেন। বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মনোহরা হল মনের আরাম, মনের প্রাণ। তাই নিয়ে এলাম। রাজনৈতিক কচকচি অনেক হয়েছে। এবার একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, শাসক ও বিরোধী-সব পক্ষের সদস্যদের জন্যই মিষ্টি এনেছেন বলে জানান তিনি। তবে মুর্শিদাবাদের দোকানে মনোহরা প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রত্যাশামতো বেশি আনতে পারেননি বলেও আক্ষেপ শোনা যায় তাঁর গলায়। এদিন নওদা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন হুমায়ুন কবীর। সংবিধান অনুযায়ী একটি ব্যক্তি একসঙ্গে দুটি কেন্দ্রের বিধায়ক থাকতে পারেন না। ফলে রেজিনগর কেন্দ্রটি তাঁকে ছা।তে হবে। সেই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন যে, আসন্ন উপনির্বাচনে তাঁর ছেলে গুলাম নবী আজাদকে প্রার্থী করা হবে। সাংবাদিকদের তিনি জানান, রেজিনগরে আবার ভোট হবে এবং সেখানেই তাঁর ছেলে লড়াই করবেন। ছেলের নামকরণ নিয়েও এদিন এক ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেন হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন, প্রাক্তন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদের সময়েই তাঁর ছেলের জন্ম হয়েছিল। সেই কারণেই ছেলের নাম রাখা হয় গুলাম নবী আজাদ। তবে পরিবারের সকলেই তাঁকে ' নামে ডাকেন। কারণ তাঁর জন্মদিন ২৫ বৈশাখে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন। সেই থেকেই ডাকনাম রবিন। রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়েও আত্মবিশ্বাসী শোনায় হুমায়ুন কবীরকে। নতুন দল গঠন করে প্রথম নির্বাচনে দুই কেঃদ্র থেকে জয় পাওয়াকে তিনি মানুষের আশীর্বাদ বলেই ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথায়, নতুন দল তৈরি করে দুটো আসনে জয় পাওয়া নিঃসন্দেহে অনেক বড় আনন্দের। পাশাপাশি রাজ্যের সদ্য বিদায়ী সরকারের বিরুদ্ধেও তোপ দাগতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে ঘা। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদও জানান তিনি। সব মিলিয়ে শপথগ্রহণের দিনেও রাজনৈতিক বার্তা, ব্যক্তিগত আবেগ এবং মিষ্টিমুখের সৌজন্যে বিধানসভায় আলাদা মাত্রা যোগ করলেন মুর্শিদাবাদের এই বিতর্কিত তথা জনপ্রিয় নেতা।

ভাড়াটে সমস্যা মেটানোর নামে তোলাবাজি! গ্রেফতার কাউন্সিলর

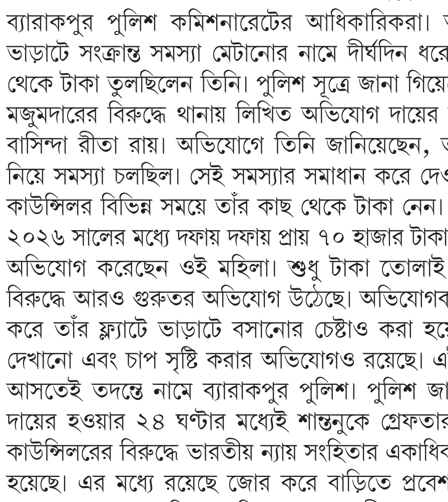

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ মে ঃ তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বরাহনগরের তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদার ওরফে মেজো। তিনি বরাহনগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা। অভিযোগ, ফ্ল্যাটের ভাড়াটে সংক্রান্ত সমস্যা মেটানোর নামে দীর্ঘদিন ধরে এক মহিলার কাছ থেকে টাকা তুলছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার শান্তনু মজুমদারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বরাহনগরের বাসিন্দা রীতা রায়। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ফ্ল্যাটে ভাড়াটে নিয়ে সমস্যা চলছিল। সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েই কাউন্সিলর বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা নেন। ২০২৪ সাল থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে দফায় দফায় প্রায় ৭০ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা। শুধু টাকা তোলাই নয়, কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারিণীর দাবি, জোর করে তাঁর ফ্ল্যাটে ভাড়াটে বসানোর চেষ্টাও করা হয়েছিল। এমনকি ভয় দেখানো এবং চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগও রয়েছে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই তদন্তে নামে ব্যারাকপুর পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ দায়ের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শান্তনুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জোর করে বাড়িতে প্রবেশ, তোলাবাজি, ভয় দেখানো এবং হুমকির অভিযোগ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৩৩, ৩০৮(৫), ৩৫১(৩) এবং ৩(৫) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেঃদ্র করে ইতিমধ্যেই বরাহনগর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত কাউন্সিলরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনার আরও তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযোগের সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বয়সসীমা পেরিয়েও অধ্যক্ষ পদে বহাল, সরানো হল আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের প্রধানকে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৩ মে ঃ ডেন্টাল কমিশনের নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করার পরেও দীর্ঘদিন ধরে আর আহমেদ ডেনন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন ডা. তপনকুমার গিরি। অবশেষে তাঁকে সরিয়ে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসককে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে স্বাস্থ্য মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসেই ডা. গিরির বয়স ৬৫ বছর পেরিয়েছে। ডেন্টাল কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ওই বয়সের পরে অধ্যক্ষ পদে থাকার সুযোগ না থাকলেও পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে তিনি দায়িত্বে বহাল ছিলেন। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চিকিসক মহলের একাংশ প্রশ্ন তুলছিলেন। অভিযোগ ছিল, আগের সরকারের আমলে প্রভাব খাটিয়েই তিনি এই পদ ধরে রেখেছিলেন। চিকিসক মহলের একাংশের অভিযোগ, শুধু নিজে পদে বহাল থাকাই নয়, তাঁর কন্যা ডা. দেবান্তি গিরির পোস্টিং নিয়েও একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ, কলকাতার একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর পশ্চিমবঙ্গ ডেন্টাল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়েই আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে পোস্টিং পান ডা. দেবান্তি গিরি। সেই সময় ওই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর বাবা ডা. তপনকুমার গিরি। ফলে স্বজনপোষণের অভিযোগ সামনে আসে। এরপর ২০১৮ সালে তাঁকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে বদলি করা হলেও সেই পোস্টিং দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ফের নির্দেশিকা জারি করে তাঁকে আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে ফিরিয়ে আনা হয়। চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, সেই বদলির নির্দেশিকা পরে স্বাস্থ্য ভবনের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়। অভিযোগ আরও গুরুতর। কয়েকজন চিকিৎসকের দাবি, ডা. তপনকুমার গিরি বিভিন্ন বিভাগের স্নাতকোত্তর পড়ুয়াদের ওরাল মেডিসিন ও রেডিওলজি সংক্রান্ত থিসিস নিতে চাপ দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর কন্যাকে গবেষণাপত্রে কো-গাইড হিসেবে যুক্ত করার সুযোগ করে দেওয়া। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ নিয়ে সরকারি স্তরে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে নতুন সরকারের এই পদক্ষেপের পর স্বাস্থ্য প্রশাসনের অঃদরেই জল্পনা, বিতর্ক এড়াতেই শেষ পর্যন্ত সরানো হল আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের এই অধ্যক্ষকে।

সমুদ্রসাথী প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত মৎস্যজীবিদের আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা,সুন্দরবন, ১৩ মে ঃ পূর্বের তৃনমূল সরকারের ঘোষিত সমুদ্রসাথী প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত মৎস্যজীবিরা।তারা চায় বিজেপির নতুন সরকার তাদের দিকে নজর দিক।দু'বছর ধরে সমুদ্রসাথী প্রকল্পে ফর্ম ফিল আপ করেও মেলেনি টাকা। ব্যান পিরিয়ডের সময় কাজ ছাড়া বসে থাকতে হচ্ছে সকল মস্যজীবীদের। এই প্রকল্পের ভবিষ্যত কোথায় তাছাড়া মৎস্যজীবীদের কীভাবে সহযোগিতা করা যায় .তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে আবেদন করছে সু ন্দরবনের মস্যজীবীরা। আগের রাজ্য সরকারের ঘোষণার পর দু'বছরের বেশি সময় কেটে গেলে ও সমুদ্রসাথী প্রকল্পে তাঁরা এক টাকাও পায়নি মৎস্যজীবীরা। এবার নবগঠিত বিজেপি সরকার তাঁদের জন্য নতুন ভাবনা নেবে এমনটাই আশা করছে মৎস্যজীবীরা।২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সমুদ্রসাথী প্রকল্প ঘোষিত হয়। প্রতি বছর ১৫ ই এপ্রিল থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরা নিষিদ্ধ।এই দু'মাস সমুদ্রসাথী প্রকল্পে মৎস্যজীবীদের পরিবার পিছু ৫ হাজার করে মোট ১০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষিত হয়। এজন্য পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়ার কয়েক লক্ষ মৎস্যজীবী এই প্রকল্পে আবেদন পত্র জমা ও করেন।কিন্তু,এখনও তাঁরা এক টাকাও ভাতা পাননি।শুধু আশ্বাস মিলেছে।এ ব্যাপারে মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয়,নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হচছে বিষয়টি দেখার জন্য,আবেদনের পর দু'বছর কেউ কোনও টাকা পায়নি। এই টাকা পেলে খুবই উপকৃত হবে মৎস্যজীবীরা। নতুন সরকারের কাছে দাবি থাকবে ব্যান পিরিয়ডের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হোক।

BFM INDUSTRIES LIMITED
Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025;
Phone: 8100465325
Email id : bfmiltd@gmail.com; Website : www.bfmind.com
CIN: L65993WB1918PLC000947

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (পরিমাণ লাখে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	পরিচালন কার্যক্রম হতে মোট আয় (নিট)	১০.০৪	২.৭০	৩২.৩৬	১১.৭১
২	এ সময়ের নিট মুনাফা (কর,ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পূর্বে)	৬.৭০	(৩.২৩)	১৯.২৫	(৩৫.৭৩)
৩	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা(কর-পূর্ববর্তী ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেম সমূহ সমন্বয়-পরবর্তী)	৬.৭০	(৩.২৩)	১৯.২৫	(৩৫.৭৩)
৪	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা(কর এবং অসাধারণ ওঅথবা বিশেষ আইটেম সমূহ বাদ দেওয়ার পর)	৬.৭০	(৩.২৩)	১৯.২৫	(৩৫.৭৩)
৫	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (যা উক্ত সময়ের মুনাফা(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত)	(১০৫১৮.৪৪)	৪৪৩০.৬৮	(৬৪৩৯.৬১)	১৭৮৩৪.৭৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭	সংরক্ষিত তহবিল (পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত তহবিল ব্যতীত)	২০৪১৪.৩৬	২৬৮৫৩.৯৮	২০৪১৪.৩৬	২৬৮৫৩.৯৮
৮	প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) (অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দিয়ে)				
	মৌলিক	২.২৩	(১.০৮)	০.৬৪	(১১.৯১)
	লঘুকৃত	২.২৩	(১.০৮)	০.৬৪	(১১.৯১)
৯	প্রতি ইকুইটি শেয়ারে আয়(প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) (অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)				
	মৌলিক	২.২৩	(১.০৮)	০.৬৪	(১১.৯১)
	লঘুকৃত	২.২৩	(১.০৮)	০.৬৪	(১১.৯১)

দ্রষ্টব্যঃ
১. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ 'কোম্পানি আইন, ২০১৩'-এর ১৩৩ ধারার অধীনে এবং 'কোম্পানি (ভারতীয় হিসাবমান) বিধিমালা, ২০১৫' ও তসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, 'ভারতীয় হিসাবমান' ('IND AS') অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
২. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের জন্য উল্লিখিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ ১৩ মে, ২০২৬ তারিখে নিরীক্ষা কমিটি (Audit Committee) কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৩ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
৩. উপরোক্ত বিবরণটি হলো SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫-এর ৩৩ নম্বর প্রবিধান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.ndisindia.com) পাওয়া যাবে। এছাড়া, কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করার মাধ্যমেও এটি দেখা বা সংগ্রহ করা যাবে।

স্থানঃকলকাতা
তারিখঃ১৪.০৫.২০২৬

পরিষদের আদেশে
স্বাক্ষর- দেবেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
মুখ্য আর্থিক কর্মকর্তা

MUTHOOT FINCORP LTD. | মুথূট ফিনকর্প লিমিটেড
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427.

এতদ্বারা সকলকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.06.2025 & All other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2025 and EMI gold loans due up to 31.03.2026.Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2026 are also included in this auction. পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখা গুলিতে | যেগুলি সোনার বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল এবং যাদের দায় মোচনের জন্য পরিষদ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে ও বারবার সূচিত করা সত্ত্বেও দায়মোচনের জন্য পরিশোধ করা হয়নি ওই সোনা গুলি 15.06.2026 তারিখে সকাল ১০ টা থেকে নিলাম হবে।
HOWRAH DISTRICT - BAGNAN: 4042003273, 4042003356, 4042003432, 4042003458, 4042003478, 4042003487, 4042003488, 4042003512, 4042003516, 4042003524, 4042003584, 4042003599, 4042003604, 4042003662, 4042003669, 4042003683, 4042003684, 4042003693, 4042003700, 4042003735, 4042003744, 4042003754, 4042003767, 4042003768, 4042003789, 4042003791, 4042003803, 4042003811, 4042003816, 4042003819, 4042003859, 4042003865, 4042003938, 4042004107, 4042004248, 4042004285, 4042004546, 4042004549, 4042004563, 4042004623, 4042004626, 4042004632. **BALLY KOLKATA:** 3013002940, 3013002941, 3013002959, 3013002974, 3013002995, 3013003005, 3013003024, 3013003085, 3013003118, 3013003135, 3013003169, 3013003181, 3013003198, 3013003210, 3013003222, 3013003231, 3013003232, 3013003242, 3013003249, 3013003270, 3013003301, 3013003306, 3013003317, 3013003329, 3013003339, 3013003383, 3013003391, 3013003397, 3013003408, 3013003409, 3013003412, 3013003455, 3013003461, 3013003468, 3013003475, 3013003476, 3013003495, 3013003513, 3013003528, 3013003549, 3013003550, 3013003568, 3013003574, 3013003591, 3013003599, 3013003600, 3013003619, 3013003630, 3013003643, 3013003648, 3013003656, 3013003660, 3013003662, 3013003667, 3013003669, 3013003671, 3013003680, 3013003684, 3013004092, 3013004176, 3013004360, 3013004370, 3013004378, 3013004673, 3013004680. **BANDHAGHAT SALKIA:** 2766002041, 2766002271, 2766002289, 2766002298, 2766002304, 2766002308, 2766002335, 2766002339, 2766002404, 2766002418, 2766002509, 2766002538, 2766002745, 2766002911, 2766002969, 2766003045, 2766003162, 2766003292, 2766003293. **BELUR-WEST BENGAL:** 2494004019, 2494004084, 2494004096, 2494004158, 2494004163, 2494004165, 2494004234, 2494004457, 2494004558, 2494004569, 2494004608, 2494004707, 2494004721, 2494004734, 2494004860, 2494005231, 2494005244, 2494005421, 2494005438, 2494005460, 2494005488, 2494005713. **DOMJUR:** 4228002164, 4228002221, 4228002254, 4228002259, 4228002283, 4228002289, 4228002348, 4228002362, 4228002395, 4228002411, 4228002428, 4228002437, 4228002442, 4228002505, 4228002543, 4228002544, 4228002549, 4228002553, 4228002557, 4228002559, 4228002588, 4228002827, 4228002961. **HOWRAH-DOBSON ROAD:** 2250003030, 2250003055, 2250003073, 2250003187, 2250003232, 2250003235, 2250003278, 2250003297, 2250003358, 2250003382, 2250003405, 2250003406, 2250003450, 2250003476, 2250003482, 2250003486, 2250003488, 2250003570, 2250003572, 2250003624, 2250003640, 2250004234, 2250004480. **ULUBERIA:** 2586003878, 2586004042, 2586004069, 2586004070, 2586004104, 2586004144, 2586004146, 2586004149, 2586004178, 2586004212, 2586004260, 2586004267, 2586004289, 2586004291, 2586004343, 2586004348, 2586004380, 2586004421, 2586004447, 2586004453, 2586004454, 2586004469, 2586004473, 2586004485, 2586004556, 2586004559, 2586004609, 2586004636, 2586004648, 2586004649, 2586004654, 2586004658, 2586004669, 2586004672, 2586004674, 2586004704, 2586004725, 2586004730, 2586004810, 2586004837, 2586004857, 2586004890, 2586004899, 2586004945, 2586004975, 2586004988, 2586004991, 2586004992, 2586004998, 2586005011, 2586005015, 2586005022, 2586005023, 2586005035, 2586005049, 2586005050, 2586005051, 2586005059, 2586005083, 2586005149, 2586005818, 2586006403.
নিলাম যথাযথ শাখা গুলিতে সম্পন্ন করা হবে |অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হন যে যদি কোন কারণে ওই দিনে নিলাম সম্পন্ন না হয় তাহলে 25.06.2026 at 10.00 am onwards at HOWRAH DISTRICT - BANDHAGHAT SALKIA: GROUND FLOOR DOOR NO 122 GT ROAD(NORTH) SALKIA PS GGOLABARI HOWRAH 711106 . এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে | যে ব্যক্তি নিলাম ডাকবে তাদের সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র প্যান কার্ড দেখানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিলাম এ সফল ব্যাক্তিকে আরটিজেএস এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে।

MUTHOOT FINCORP LTD

MUTHOOT FINCORP LTD. | মুথূট ফিনকর্প লিমিটেড
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427.

এতদ্বারা সকলকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.06.2025 & All other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2025 and EMI gold loans due up to 31.03.2026.Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2026 are also included in this auction. পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখা গুলিতে | যেগুলি সোনার বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল এবং যাদের দায় মোচনের জন্য পরিষদ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে ও বারবার সূচিত করা সত্ত্বেও দায়মোচনের জন্য পরিশোধ করা হয়নি ওই সোনা গুলি 16.06.2026 তারিখে সকাল ১০ টা থেকে নিলাম হবে।
NADIA DISTRICT - BADKULLA: 4282000617, 4282000639, 4282000644, 4282000646, 4282000649, 4282000654, 4282000737, 4282000738, 4282000874, 4282000931, 4282000948, 4282000973, 4282000995, 4282000998, 4282001010, 4282001030, 4282001034, 4282001039, 4282001097, 4282001098, 4282001105, 4282001458, 4282001475, 4282001493, 4282001712. **BAGULA:** 4385000586, 4385000626, 4385000634, 4385000679, 4385000693, 4385000746, 4385000775, 4385000782, 4385000797, 4385000808, 4385000818, 4385000822, 4385000851, 4385000856, 4385000875, 4385000876, 4385000882, 4385000900, 4385000904, 4385000923, 4385000931, 4385000937, 4385000963, 4385000974, 4385001253, 4385001254, 4385001282, 4385001310, 4385001313, 4385001317, 4385001417, 4385001418, 4385001449, 4385001452. **KALYANI-WEST BENGAL:** 2507005687, 2507005699, 2507005702, 2507005706, 2507005711, 2507005773, 2507005774, 2507005820, 2507005824, 2507005854, 2507005862, 2507005870, 2507005876, 2507005980, 2507005990, 2507006019, 2507006022, 2507006041, 2507006067, 2507006071, 2507006083, 2507006091, 2507006119, 2507006136, 2507006158, 2507006204, 2507006209, 2507006213, 2507006240, 2507006248, 2507006253, 2507006301, 2507006311, 2507006337, 2507006349, 2507006400, 2507006401, 2507006407, 2507006436, 2507006437, 2507006486, 2507006555, 2507006566, 2507006574, 2507006580, 2507006603, 2507006640, 2507006647, 2507006659, 2507006664, 2507006686, 2507007386, 2507007702, 2507007876, 2507007900, 2507007922, 2507008015, 2507008066. **KOLKATA-CHAKDAH:** 2745002506, 2745002529, 2745002596, 2745002615, 2745002639, 2745002675, 2745002750, 2745002814, 2745003061, 2745003165, 2745003166, 2745003222, 2745003238, 2745003247, 2745003309, 2745003311, 2745003326, 2745003342, 2745003355, 2745003396, 2745003427, 2745003429, 2745003454, 2745003538, 2745003547, 2745003603, 2745003610, 2745003616, 2745003624, 2745003690, 2745003708, 2745003767, 2745003801, 2745003802, 2745003820, 2745003922, 2745003992, 2745004010, 2745004012, 2745004026, 2745004058, 2745004071, 2745004103, 2745004104, 2745004122, 2745004151, 2745004153, 2745004224, 2745004309, 2745004322, 2745004324, 2745004325, 2745005104, 2745005549, 2745005850, 2745005852, 2745005854, 2745006025, 2745006031, 2745006175, 2745006207, 2745006216, 2745006549, 2745006784. **KRISHNA NAGAR-NADIA:** 4139000728, 4139000729, 4139000733, 4139000800, 4139000817, 4139000821, 4139000822, 4139000893, 4139000901, 4139000905, 4139000924, 4139000944, 4139000957, 4139000979, 4139000995, 4139001017, 4139001023, 4139001069, 4139001087, 4139001098, 4139001105, 4139001109, 4139001120, 4139001139, 4139001172, 4139001179, 4139001187, 4139001200, 4139001211, 4139001242, 4139001250, 4139001259, 4139001261, 4139001554, 4139001708, 4139002059. **NABADWIP:** 4179000611, 4179000614, 4179000615, 4179000617, 4179000625, 4179000681, 4179000682, 4179000683, 4179000699, 4179000798, 4179000800, 4179000801, 4179000818, 4179000843, 4179000853, 4179000871, 4179000872, 4179000877, 4179000906, 4179000996, 4179001130, 4179001189. **RANAGHAT:** 2416002189, 2416002493, 2416002567, 2416002583, 2416002606, 2416002617, 2416002644, 2416002711, 2416002730, 2416002731, 2416002844, 2416002919, 2416002940, 2416002974, 2416002988, 2416003008, 2416003032, 2416003053, 2416003088, 2416003099, 2416003136, 2416003142, 2416003166, 2416003170, 2416003174, 2416003176, 2416003181, 2416003245, 2416003284, 2416003291, 2416003308, 2416003326, 2416003356, 2416003375, 2416003376, 2416003384, 2416003386, 2416003390, 2416003393, 2416003454, 2416003456, 2416003635, 2416004199, 2416004218, 2416004219, 2416004324, 2416004439, 2416004493, 2416004494, 2416004629, 2416004632, 2416004634, 2416004693, 2416004708, 2416004717, 2416004968, 2416005084. **SANTIPUR-WEST BENGAL:** 4189001643, 4189001657, 4189001678, 4189001683, 4189001702, 4189001715, 4189001720, 4189001722, 4189001740, 4189001757, 4189001797, 4189001805, 4189001819, 4189001831, 4189001885, 4189001900, 4189001907, 4189001971, 4189001973, 4189001975, 4189001987, 4189001992, 4189002045, 4189002064, 4189002113, 4189002122, 4189002159, 4189002162, 4189002186, 4189002194, 4189002241, 4189002243, 4189002244, 4189002255, 4189002264, 4189002266, 4189002273, 4189002277, 4189002278, 4189002280, 4189002281, 4189002297, 4189002299, 4189002314, 4189002318, 4189002319, 4189002322, 4189002345, 4189002357, 4189002358, 4189002368, 4189002376, 4189002387, 4189002396, 4189002398, 4189002418, 4189002421, 4189002425, 4189002429, 4189002431, 4189002437, 4189002449, 4189002452, 4189002460, 4189002461, 4189002465, 4189002466, 4189002469, 4189002470, 4189002473, 4189002475, 4189002487, 4189002506, 4189002513, 4189002531, 4189002534, 4189002574, 4189002579, 4189002580, 4189002582, 4189002594, 4189002596, 4189002623, 4189002668, 4189002676, 4189002683, 4189002698, 4189002699, 4189002708, 4189002712, 4189002713, 4189002867, 4189003332, 4189003506, 4189003862, 4189003863, 4189003875, 4189003984.
নিলাম যথাযথ শাখা গুলিতে সম্পন্ন করা হবে |অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হন যে যদি কোন কারণে ওই দিনে নিলাম সম্পন্ন না হয় তাহলে 26.06.2026 at 10.00 am onwards at NADIA DISTRICT - KALYANI-WEST BENGAL: FIRST FLOOR, B-9/11(CA), KALYANI PSKALYANI WARD, 12 UNDER KALYANI MUNCIPALITYNADIA DISTRICT-KALYANI 741235 . এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে | যে ব্যক্তি নিলাম ডাকবে তাদের সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র প্যান কার্ড দেখানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিলাম এ সফল ব্যাক্তিকে আরটিজেএস এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে।

MUTHOOT FINCORP LTD

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৬২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০ বৈশাখ, ১৪৩৩

পেশাদারি থিয়েটার

রাজা রাজ কৃষ্ণ স্ট্রীটে অবস্থিত একটি থিয়েটার হল। ১৯৭৬ সালে এই মঞ্চের যাত্রা শুরু হয়। এই মঞ্চটি অন্যান্য মঞ্চ থেকে একেবারে আলাদা ছিলো। বলতে গেলে বাংলা পেশাদারী নাট্যজগতে এক যুগান্তকারী মঞ্চ। বলা হতো সার্কুলার রিভলভিং এরিনা থিয়েটার। সংক্ষেপে, সারকারিনা। মঞ্চটি ছিলো গোলাকার। চতুর্দিকে গোল করে আসন পাতা দর্শকদের জন্য। গোলাকার মঞ্চটি একটি মোটা লোহার রড বা পাইপের ওপর অবস্থিত। একটি দৃশ্যের অভিনয় শেষ হলেই সব আলো নিভে যেত।অন্ধকারে মঞ্চটি নীচে নেমে যেতো। নীচটা ছিলো পুরো ফাঁকা। আবার সেট, অভিনেতা / অভিনেত্রী পালটে অন্ধকারেই ওপরে উঠে আসতো মঞ্চটা। জ্বলে উঠতো আলো। শুরু হয়ে যেত পরের দৃশ্যের অভিনয়। খুব কম সময়ের মধ্যেই এতকিছু ঘটে যেতো। দর্শকদের কাছে ছিলো পুরো ব্যাপারটাই ম্যাসজিকের মতন। চমকে যাওয়ার মতন। আবার কখনো কখনো দর্শকদের মধ্যে থেকেই অভিনেতা/অভিনেত্রীরা হেঁটে প্রবেশ করতেন গোলাকার মঞ্চে, সংলাপ বলতে বলতে। সেটাও ছিলো চমক। বাংলার আর কোনো রঙ্গমঞ্চে এই রকম মঞ্চ ছিলো না। রিভলভিং ছিলো। কিন্তু এইরকম ভাবে নীচে নেমে যাওয়া বা পরের দৃশ্যের প্রস্তুতি সেরে ওপরে উঠে পরের দৃশ্যের অভিনয় শুরু হয়ে যাওয়া এ ব্যাপারে এই মঞ্চই ছিল একমাত্র মঞ্চ। বলা হয়ে থাকে এই মঞ্চ ছিলো সেই সময়কার সমগ্র এশিয়ার একমাত্র ঘুর্নায়মান মঞ্চ। এই মঞ্চে নাটক দেখার আকর্ষনে গ্রাম গঞ্জ থেকে মানুষ ছুটে আসতো। আর মঞ্চের কারসাজি দেখে একদিকে যেমন অবাক হয়ে যেতো আবার অন্য দিকে মুগ্ধ হয়েও যেতো। শুধু নাটক নয়, মঞ্চও দেখার জন্য ছুটে আসতো মানুষ। এই মঞ্চ বা থিয়েটার হলের প্রাণপুরুষ ছিলেন অমর ঘোষ। যিনি আদতে সেই অর্থে থিয়েটার জগতের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক। কিন্তু নাটক ছিলো তার ধ্যান জ্ঞান। নাটক, মঞ্চ নিয়ে তার স্বপ্ন ছিলো অনেক। নতুন কিছু, অভিনব কিছু করার স্বপ্ন। যা দর্শককে মুগ্ধ করবে। তারই ফলশ্রুতি এই সারিকারিনা মঞ্চ। এই মঞ্চের যাত্রা শুরু হয়েছিলো ১৯৭৬ সালে তুষার যুগ আসছে নাটক দিয়ে। তারই লেখা, তারই নির্দেশনা। তিনি এমন সব নাটক লিখতেন যা শুধুমাত্র এই মঞ্চেই অভিনীত হওয়া সম্ভব। যেমন হ্যালো চুমকি, করিৎকর্মার মতন সুপারহিট নাটক। এই মঞ্চে অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, মাধবী মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষের মতন দিকপাল অভিনেতা অভিনেত্রীরা। এক সময়ে মিস শেফালী এই মঞ্চের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। অনেক নাটকে অভিনয় করেছিলেন। সেই সময় তা নিয়ে বিতর্কের ঢেউ উঠেছিলো। কিন্তু সারকারিনার কথা বলতে গেলে তার কথা বলতেই হবে। আজ সেই মঞ্চ বহুদিন হলো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মঞ্চটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়েছিলো কিন্তু সফল হয়নি সেই চেষ্টা। হেরিটেজ কমিশনের কাছেও আবেদন করা হয়েছে মঞ্চটিকে হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য। মঞ্চের চমক দেখার জন্য এই মঞ্চে নাটক দেখা। প্রতিটি দৃশ্যের শেষে মঞ্চটা নীচে নেমে যাওয়া, আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরের দৃশ্যের অভিনয়ের উপযোগী হয়ে ওপরে উঠে। সে এক দারুন মজা আর চমকএর ব্যাপার।

গড়পারের রায়চৌধুরী

বাংলার ১২৭০ সালে ২৮ শে বৈশাখ ময়মনসিংহ এর মসূয়ায় জন্মগ্রহণ করেন কামদারঞ্জন । পাঁচ বছর বয়সে পিতৃব্য হরিকিশোরের দত্তক পুত্র হিসাবে নতুন নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর। ১২৮৭ সালে প্রবেশিকা পাশ করে প্রথমে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে ১২৯১ সালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি.এ পাশ করেন। এই বছরেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধুমুখী দেবীকে বিবাহ করেন । সখা-য় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ।শিশু কিশোরদের উপযোগী ভাষায় ছড়া,উপকথা, মনোরঞ্জক রচনা মধ্যে দিয়ে শিশু সাহিত্যের নানা দিক নির্দেশ করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কিছু বই ছেলেদের রামায়ণ /মহাভারত, গুপী গাইন...,টুনটুনির বই। ১৩২০ সালে তাঁর হাত ধরেই সন্দেশ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় তিনি ছিলেন একধারে গল্পকার, কবি,বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখক, চিত্রকর, ব্লকমেকার ও ধাঁধা হেঁয়ালির স্রষ্টা। ভাবতে পারেন তিনি লিখেছেন হারমোনিয়ামও বেহালা শিক্ষার বই। ফটোগ্রাফি চর্চাতেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল। যদিও বেহালা তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিল তবু পাখোয়াজ, বাঁশি হারমোনিয়াম অসাধারণ বাজাতেন। মাঝে মাঝে সংগীত রচনা ও সুরসৃষ্টি করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংগীত জাগো পুরবাসী। তেলরং জলরং ব্যবহারে পাশ্চাত্য রীতির পক্ষপাতী ছিলেন ।তাঁর বিখ্যাত ছবি বলরামের দেহত্যাগ। শিশু সাহিত্যকরূপে তিনি আজ এবং আগামীতেও স্মরণীয় থাকবেন । সুখলতা রাও,পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায় এবং পৌত্র বরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়। এনারা প্রত্যেকেই পরবতী কালে শিশু সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। উপেন্দ্র কিশোরের পুত্র সুকুমার রায় গড়পার বাড়িটাতে চোখ বুজে খাটে শুয়ে আছেন। ঘরে কোনও শব্দ নেই। সহধর্মিণী দুচোখ বুজে পাশে বসে আছেন। বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে স্রোতের মত জল পড়ছে। আর জননী তিনি বিধবা হয়েছেন, সদ্য প্রয়াত ছেলের খাটের অন্য পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। মুহূর্তে বদলে গেল আনন্দমুখরিত বাড়ির পরিবেশ। লম্বা দোহারা মানুষ,এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল,চোখ দুটো সবসময় হাসত। এই মানুষটা যেখানে যেতেন একটা আনন্দের তুফান সঙ্গে সঙ্গে যেত। যেখানে থাকতেন অন্য কারও দিকে লোকের চোখ পড়ত না। তাঁর চেহারা কার্তিকের মত না হলেও কি যেন ছিল যার সর্বাঙ্গ দিয়ে আলো ঝরে পড়ত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

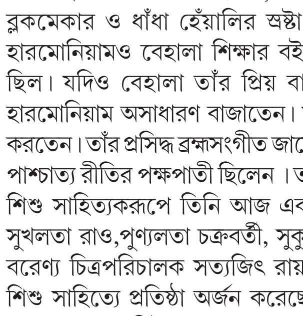

যারা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। মায়ের আর্শীবাদ সব সময়ে প্রয়োজন।। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র দান করে থাকেন মা'রাইন নাহলে সন্তানরা শক্তি পাবে না। শক্তি পেতে গেলে মাতৃভক্ত হতে হবে। মানব সমাজকে রক্ষা করতে হবে। তবেই মানব সমাজ মাথা তুলে দাঁড়াবে।

সাধক রামপ্রসাদ

মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গান্ধি, সুভাষ ও জওহর বিতর্কিত দেশনেতা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনটি প্রধান চরিত্র আজও বিতর্কিত। এই তিন চরিত্র- জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনজনের লক্ষ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা। কিন্তু এদের কারোর সঙ্গে মত এবং নীতির মিল ছিল না। গান্ধিজি অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের পথ ধরে ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। পণ্ডিত নেহরু সোশ্যালি স্টদেরকে সমানে রেখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রস্তুত করা মঞ্চ তৈরি করার চেষ্টা করে চলেছিলেন। আর সুভাষ চন্দ্র বোস বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমগ্র ভারত বাসীদের জাগত করে স্বাধীনতা লাভের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ফলে দেখতে পাওয়া গেল তিন জন নেতার পথ একেবারে ভিন্ন। কারোর সঙ্গে মিল নেই। নেহরু পরিবার গান্ধিজির দর্শনকে গ্রহণ করলেও সুভাষ বোস কিন্তু পুরোপুরি গান্ধির প্রদর্শিত পথ ধরে হাঁটেন নি। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের থাকার সময়ে বিপ্লবীদের সমর্থন করতে থাকেন। অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথিক গান্ধিজি সুভাষ বোসের এই ধরনের চিন্তায় বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। সুভাষচন্দ্র বোস ছিলেন কট্টরপন্থী কংগ্রেসী ।আর সেখানে গান্ধিজি ছিলেন নরমপন্থী নেতা। ফলে দুই নেতার পথ ক্রমশ ভিন্ন হতে থাকে। সুভাষ বোস কোনও কালেও বিশ্বাস করতেন না যে ব্রিটিশ সরকার অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ভীত হয়ে ভারত ত্যাগ করবে। তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করতে গেলে বন্দুক ধরতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি জার্মান দেশের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে তিনি সরে গিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত হানাকে সমর্থন করতেন। ফলে তিনি জাপানে গিয়ে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে মুসলিম লিগের নেতা জিন্নাহ এর সঙ্গে গান্ধিজির মতবিরোধ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। জিন্না ভারত ভাগ করে মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তৈরি করতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এদিকে গান্ধিজি সরাসরি জিন্নার বিরোধিতা না করলেও তিনি খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু পরিবেশের চাপে পড়ে ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা এল যা সুভাষ বোস চাননি।)

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যখন জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গান্ধিজির নেতৃত্বে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। তিনি তখন কংগ্রেসকে তাঁর আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে সেখান থেকেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তার জন্য তিনি তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, গুজরাতের বল্লভভাই প্যাটেল, লালা রাজপত রায় থেকে শুরু করে বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। এবং এই সব নেতাদেরকে কংগ্রেস দলের নিয়ে এসে সেখান থেকে তাঁর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নেন গান্ধিজি। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন বা সশস্ত্র সংগ্রাম করে কোনও সময়ে স্বাধীনতা আনা একেবারে অসম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অহিংসা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসবে। সেই কারণে তিনি কংগ্রেসের সদস্যদের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে আবেদন করেন। শহিদ গোপীনাথ সাহা এবং শহিদ ভগৎ সিংয়ের ব্যাপারে গান্ধিজি একেবারে উগ্র মেজাজ দেখিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে যাঁরা হিংসার মধ্যে দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিনক্ষণকে ক্রমশ পিছিয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছেন। ইংরেজ শাসকেরা বলশালী। তাদের কাছে শক্তি প্রয়োগ করলে তারাও পাল্টা শক্তি প্রয়োগ হতে থাকবে। তার ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে লড়াই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করা একেবারে অসম্ভব হবে। গান্ধিজি যখন কংগ্রেস দলের অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন তিনি দুইজন বলিষ্ঠ কংগ্রেসী নেতাকে পেয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন সুভাষ চন্দ্র বোস। প্রথম জন পুরোপুরি গান্ধিজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরু এবং জওহরলালের মা স্বরূপরানি গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু খদ্দর পরতে শুরু করেছেন এবং নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে থাকেন। যার ফলে মতিলালের পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে সেই সময়ে গান্ধিজির পথ ধরে জীবন ধারন করা শুরু করেছিল। কিন্তু বিপরীত দিকে দেখতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সুভাষ চন্দ্র বোস গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চললেও তিনি কিন্তু একেবারে পুরোপুরি অহিংসা বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ওপরে বিশ্বাস অর্জন করতে পারছেন না। তিনি গোপীনাথ সাহা থেকে শুরু করে সেই সময়ে যেসব বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র সংগ্রাম করতে শুরু করেছিল তাদেরকে নৈতিক সমর্থন দিতে শুরু করেন। এর ফলে গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে। জওহর লালের দর্শনের সঙ্গে সুভাষ চন্দ্র বোস কোনও সময়ে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেননি। এমনকী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গেও তাঁর মত পার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। গান্ধিজি,জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস এই তিন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জটিল রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আজও আলোনচা হয়ে থাকে।

ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে খুবই বিতর্কিত বিষয় ইতিহাস ।ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই তিন নেতা সম্পর্কে আরও বেশি করে বিতর্কিত আলোচনা ভবিষ্যতে চলতে থাকবে। গান্ধির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে সুভাষ চন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হলেও তিনি গান্ধির মোহে আচ্ছন্ন হননি। পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অহিংসার অপরিহার্যতা বিষয়ে গান্ধিরি বিশ্বাস এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারনা সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই নিঃসশয়ে মেনে নিতে পারেননি।" গান্ধিজির আন্দোলন সম্পর্কে একটি দোদুল্যমান মানসিকতা বহণ করে চলছিলেন সুভাষ সেটা পরিস্কার হয়ে যায়। সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই গান্ধিজির সঙ্গে মুম্বইতে গিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র। সেই সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে কথা বলে সুভাষ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে গান্ধিজি স্বয়ং নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে। তবে গান্ধিজির আন্দোলন যে জাতীয় গণজাগরণ নিয়ে এসেছিল সেটাকে সুভাষ চন্দ্র কোনও সময়ে অস্বীকার করেননি। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে সুভাষ তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপা ধ্যায়কে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি গান্ধিজির সম্পর্কে উল্লেখ করে লিখে ছিলেন, " গান্ধি ইজ এ ম্যান অব টাইম'। এই সময়ে গান্ধিজিকে খুবই প্রয়োজন। কেম্ব্রিজ থেকে শরৎ বোসকে সুভাষ লিখছেন, " একটি সরকারের পতন ঘটানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল তা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। টলস্টয়ের মতবাদ বা গান্ধির উপদেশ বল আমি একথা বলছি না, বলছি এই কারণে যে এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে বলে।" সুভাষ চন্দ্র বোস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে কংগ্রেসের প্রবেশ করে অসহযাগ আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু গান্ধিজির সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্রের মোহ কাটতে শুরু করে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পরই গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তখন সুভাষ চন্দ্রের মনে হয়েছিল যে "জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌছতে চলেছে ঠিক তখনই পশ্চাদপররণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছু নয়।" এই সময় থেকেই গান্ধির ওপরে সন্দিহান হতে শুরু করে দিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। উল্টো দিকে জওহরলাল নেহরু গান্ধিজির পরম ভক্ত ছিলেন সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যার ফলে আমরা দেখতে পেলাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে যে সব আন্দোলন গড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল তার বিচার বিশ্লেষণ দুই রকমভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছিল। জওহরলাল বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে কবি অমিয় চক্রবর্তী

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে অধ্যাপক (ড.) অমিয় চক্রবর্তীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। গত ১১ মে ২০২৬ এশিয়াটিক সোসাইটি সোসাইটির হুমায়ুন কবির হলে তাঁর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রিমেম্বারিং প্রফেসর (ড.) অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) শিরোনামে একটি বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হয়েছিলষ

অনুষ্ঠানে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রশাসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল অনন্ত সিনহার স্বাগত ভাষণে বাংলা সাহিত্য এবং আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারায় অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর স্থায়ী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের কথা তুলে ধরেন।

'মারা-জীবনের মারকাটমনি এর সূচনা পর্বটি প্রদান করেন ড. রিতম মুখার্জি। বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদরা পরবর্তীতে অমিয় চক্রবর্তীর সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং মানবতাবাদী উত্তরাধিকারের বিভিন্ন মাত্রার উপর বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী, যিনি কালবেলার কবি অমিয় চক্রবর্তী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন; প্রফেসর তরুণ মুখোপাধ্যায়, যিনি তিরিশের কবি অমিয় আলোচনা ও চর্যা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক সুমিতা ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বমানবতাবোধ ও অন্তরজাতি কতাবাদ নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ মোস্তাক আহমেদ আমার অমিয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১, ১৯৮৬) ছিলেন একজন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচক, শিক্ষাবিদ এবং বাঙালি কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তিনি গান্ধীরও সহযোগী ছিলেন এবং আমেরিকান ক্যাথলিক লেখক ও সন্ন্যাসী টমাস মার্টনের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চক্রবর্তী ১৯৬৩ সালে তাঁর নিজের কবিতার জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি প্রায় এক দশক ভারতে এবং তারপর দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যা লয়গুলিতে সাহিত্য ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করে ।

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে স্নাতক হন , যা তখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল । তিনি ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে যোগদান করেন। পরে তিনি সেখানে শিক্ষক হন। তিনি ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সচিব ছিলেন। এই সময়ে তিনি কবির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯৩০ সালে ইউরোপ ও আমেরিকা এবং ১৯৩২ সালে ইরান ও ইরাক সফরের সময় তিনি ঠাকুরের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীরও একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীর সাথে হেঁটেছিলেন।

১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ভ্রমণের পর, তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ভারত ত্যাগ করেন এবং ১৯৩৭ সালে ডি.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ডে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেন । এই সময়ে, তিনি বার্মিংহামের সেলি ওক কলেজে প্রভাষক হিসেবেও শিক্ষকতা করেন । ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হওয়ার জন্য ভারতে ফিরে আসেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

বিশ্বভারতীর অন্ধ শিল্পী বিনোদ বিহারী

বিশেষ প্রতিবেদক

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। বিনোদ বিহারীর জন্ম কলকাতার বেহালায় হলেও আদি বাড়ি ছিল হুগলি জেলার গরলগাছায়।

পিতা বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়। মায়ের নাম অপর্ণা। পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে বিনোদ বিহারী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ ।পরিবারের অন্য সদস্যরা ছিলেন - ব্রজবিহারী (বড়দা), বিমানবিহারী (ছোড়দা), বনবিহারী (মেজদা), বঙ্কুবিহারী (সেজদা), বিজনবিহারী (ন'দা) । একমাত্র বোন শৈল। বাড়ির পরিবেশ ছিল উদার, সংস্কারমুক্ত, প্রগতিবাদী । রবীন্দ্র নাথের সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন পরিবারের সবাই। চোখের গভীর সমস্যা নিয়ে জন্মেছিলেন। এক চোখে ছিল ক্ষীন দৃষ্টিশক্তি আর অন্য চোখে কিছুই দেখতে পেতেন না। ।শৈশবে বিনোদ বিহারীর শারীরিক দুর্বলতা, জীবন-সংশয়ের ভয় গ্রাস করছিল গোটা পরিবারকে। ডাক্তারের পরামর্শে ছোট্ট বিনোদের খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা ছিল নিয়ন্ত্রিত। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেও তিনি ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির শিকার হন। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, মডার্ন ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্ম বয়েজ-এর মতো স্কুলে ভর্তি হলেও বেশি দিন টিকে থাকেননি। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার সুযোগও পাননি। ইংরেজি, বাংলা শেখা শুরু বাড়িতে। বই পেলেই পড়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ইংরেজ ডাক্তার মেনার্ড সাহেব চোখ পরীক্ষা করে নিদান দিলেন, লেখাপড়া করলে চোখের যেটুকু আছে, তাও থাকবে না। সুতরাং, চোখের সমস্যা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে বিনোদ বিহারীকে স্কুলের নিয়ম থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। বিকেল হলে মাঠে খেলতে যাওয়ার বদলে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। পড়াশোনার বদলে কেবল ছবি আঁকাই ছিল তার কাজ। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলাভবনে ভর্তি হন। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর প্রিয় শিষ্য ছিলেন বিনোদ বিহারী। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী , মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, রামকিঙ্কর বেইজ প্রমুখেরা বিনোদ বিহারীর সমসাময়িক ছিলেন।

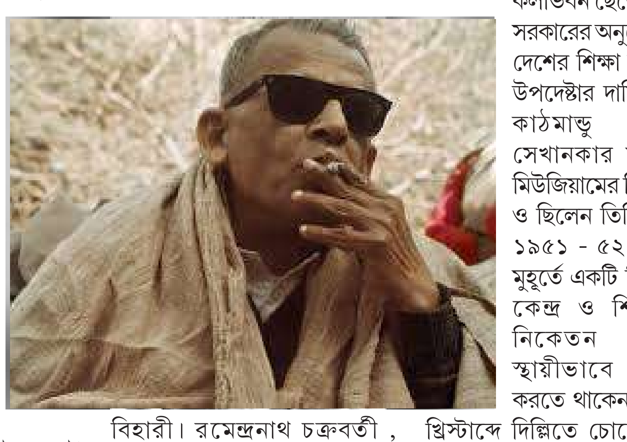

কর্মজীবন ও শিল্পকলায় দক্ষতা ঃ

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলাভবনের শিক্ষক এবং সেই সঙ্গে এখানকার ছোটো মিউজিয়ামের কিউরেটর ও লাইব্রেরিয়ান হন। টেমপেরা তার প্রিয় মাধ্যম হলেও তেল রং ও ম্যুরালেও দক্ষতা ছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন বাসের এই পর্বে বিনোদবিহারী এক দিকে যেমন ছাত্রী লীলা মনসুখানিকে বিয়ে করেছেন, তেমনই শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় জীবন ও তার চার দিক নিয়ে তার সেরা ছবিগুলি এঁকেছেন। সন্তোষালয়, শান্তিনিকেতন বাড়ি, কলাভবনের ছাত্রাবাস, পুরনো অতিথিশালা, চীন ও হিন্দিভবনে এমন সব ভিত্তিচিত্র (মুরাল) সৃষ্টি করেছেন, যা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে গণ্য হয়। এর মধ্যেই ১৯৩৭ - ৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাপান ভ্রমণ করেন। ভারতীয় শিল্পকলায় জাপানি ভাবধারা আনয়নে বিনোদ বিহারী পথিকৃৎ । তার শিল্পপ্রতিভার কিছু নিদর্শন আছে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ও হিন্দিভবনের ফ্রেস্কোগুলিতে frescoes। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলাভবন ছেড়ে নেপাল সরকারের অনুরোধে ওই দেশের শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে কাঠমান্ডু যান। সেখানকার সরকারি মিউজিয়ামের কিউরেটর ও ছিলেন তিনি । পরে ১৯৫১ - ৫২ খ্রিস্টাব্দে মুহূর্তে একটি শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র ও শিশুশিক্ষা নিকেতন গড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে চোখের ছানি কাটাতে গিয়ে চিকিৎসা বিভ্রাটের কারণে সম্পূর্ণভাবে অন্ধ হয়ে যান। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আবার কলাভবনে ফিরে আসেন। এখানে কিছুদিন অধ্যাপনার পর অধ্যক্ষ পদে ব্রতী হন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে কিছু দিন কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । শেষ জীবনে সম্পূর্ণ নির্জনবাস করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঃ

চিত্র-সমালোচক ও লেখক হিসাবেও বিনোদ বিহারীর খ্যাতি ছিল। দৃষ্টিহীন জীবনে স্ত্রী লীলা ও কন্যা মৃণালিনী সর্বদা পাশে থেকেছেন। ছিলেন কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্ররা। ছবি আঁকা, স্কেচ করা রঙিন কাগজ কেটে অপূর্ব সব ছবি তৈরি করা যেমন ছিল তেমন ডিক্‌টেশন দিয়েছেন চিত্রকথা, 'চিত্রকর', 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা', 'কীর্তিকর' ও 'শিল্প-জিজ্ঞাসা'র মত গ্রন্থ রচনার। কর্তাবাবা হল তার আত্মজীবনী মূলক রচনা।

সম্মাননা ঃ ভারত সরকার ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'পদ্মবিভূষণ' ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার 'চিত্রকর' গ্রন্থটির জন্য ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার ভূষিত করে।

বিনোদ বিহারীর জীবনী, কাজ আর অন্ধত্বকে জয় করে বাঁচা নিয়ে বিশ্ব বরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তথ্যচিত্র তৈরি করেন - দ্য ইনার আই। মৃত্যু ঃ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর দিল্লির একটি নার্সিংহোমে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

শিল্পী বিনোদ বিহারী এমন একটি চরিত্র যে তিনি সব ক্ষেত্রেই নিজেকে অসাধারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মান্না দে'র কাকা ছিলেন অন্ধ। তিনি সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কানা কেষ্ট এর আসল নাম কৃষ্ণ চন্দ্র দে। মান্না দে সঙ্গীত গুরু। একজন অন্ধ গায়ক কীভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করে ভারতের সঙ্গীত জগতে অনন্য হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন তার ইতিহাস কম চমকপ্রদ নয়। ঠিক সেই রকম বিনোদ বিহারী অন্ধ হয়েও একচন চিল্প শিল্পী হয়ে বিশ্বের কাছে নিজেদের দক্ষতাকে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্ধ শিল্পী বিনোদ বিহারী শিষ্য ছিলেন বিশ্ব বন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

চার্লস ডিকেন্স নার্সদের সম্মানিত করে গিয়েছেন

রবিব্রত ঘোষ

১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে বিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্সের একটা উপন্যাস খুব আলোড়ন ফেলেছিল -মার্টিন চাজলউইট'। এতে একটা খুব হাস্যকর চরিত্র ছিল একজন নার্স বা আয়া, সাইরি গ্যাম্প , যিনি মিসেস গ্যাম্প নামেই পরিচিত ছিলেন। অনেকেই মনে করেন চরিত্রটি ডিকেন্সের বন্ধু অ্যাঞ্জেলা

বারডেট-কাউটসের বলা একজন নার্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল । ডিকেন্স তাকে একজন অলস, মদ্যপ, লোভী এবং নার্সিং পেশার প্রতি অবহেলাকারী নারী হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যিনি রোগীদের সেবার চেয়ে নিজের আরাম ও মদ্যপান নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। চরিত্রটি প্রারম্ভিক ভিক্টোরিয়ান যুগের অপ্রশিক্ষিত এবং অদক্ষ নার্সদের এক কুখ্যাত প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। সেই সময় প্রশিক্ষিত নার্স বা ইয়ার ধারণাটা অত বেশি প্রচলিত ছিল না , আর একটা ঘটনা হলো এই নার্সিং বা আয়ার পেশাটাকে ভদ্রস্থ পেশা বলে মনে করা হতো না। উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বনেদী বংশের কেউই এই নার্সিং পেশায় আসতেন না বরং অদক্ষ অশিক্ষিত আয়াদের হাতে এই পেশাটার রমরমা ছিল।

পরবর্তী বছর পনেরোর মধ্যেই এই পেশা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পাল্টে গেল। মানুষ এই পেশাটাকে সম্মান জানাতে শিখলো। বিখ্যাত কবি হেনরি ওয়েডসওয়ার্থ লংফেলোর একটা কবিতা বেরোলো সন্ত ফিলোমেনা, প্রাচীন এক মহিলা খ্রিস্টান সন্তের সঙ্গে সমসাময়িক নার্সদের সেবা পরায়নতার কথা তুলনা করে। কবি লিখলেন -যখনই কোনো মহৎ কাজ সাধিত হয়,/ যখনই কোনো মহৎ চিন্তা উচ্চারিত হয়,/আমাদের হৃদয় আনন্দে বিস্ময়ে/উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয় ।গভীরতর আত্মার জোয়ার/ আমাদের অন্তরের গভীরে আছড়ে পড়ে,/এবং আমাদের অলক্ষ্যে। সকল তুচ্ছ দুশ্চিন্তা থেকে তুলে নিয়ে যায়। সম্মান তাদের, যাদের কথা বা কাজ/ আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এভাবে সাহায্য করে, এবং তাদের প্রাচুর্যে আমাদের নীচতা থেকে রক্ষা করে। আসলে সব কিছুর মধ্যে মহতের খোঁজ পাওয়া যায়। নার্সিং মানব জীবনের একটি অপরিহার্য হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। মানব শরীর যখনই বিপদগামী হয় তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে নার্সিংয়ের। নার্সিং না থাকলে কত প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যেত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরকার পরিবর্তন হতেই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার জন্য সময় দেওয়া হল ২৪ ঘন্টা ....

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৩ মে ঃ রাজ্যে পরিবর্তন হয়েছে সরকার। বিগত সরকারের সময় কোচবিহার

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপকভাবে বেআইনি নির্মাণ চোখে পড়ে যদিও বারবার অভিযোগ করার পরেও নির্বিকার ছিল প্রশাসন বলে অভিযোগ করেছিল বিরোধীরা। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ৭২ ঘন্টার মধ্যেই বেআইনি নির্মাণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা শহরে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে ২৪ ঘন্টা সময় দিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক। বুধবার কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের জায়গাগুলি পরিদর্শন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব। বুধবার বেলা কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব প্রথমে মাথাভাঙা পাচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষক বাজার পরিদর্শন করেন। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ নির্মাণ রয়েছে সেই সব অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কৃষক বাজারে পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়েও আলোচনা করেন। ওই বাজারে যে সব জায়গায় নোংরা আবর্জনা রয়েছে তা দ্রুত পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে মাথাভাঙা মহকুমা শাসক সুশোভন মন্ডল বলেন - আমাদের কাছে সরকারিভাবে নির্দেশিকা এসেছে সেই মতো কোচবিহারের জেলাশাসক তিনি মাথাভাঙ্গায় এসেছিলেন পরিদর্শন করার পর জানানো হয়েছে যে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ রাস্তার উপরে রয়েছে অর্থাৎ সরকারি জমিতে রয়েছে বাকি সব বাজার সংলগ্ন এলাকা দখল করে রয়েছে সেই সমস্ত নির্মাণ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভেঙে ফেলতে হবে। তিনি বলেন, যারা এই সমস্ত অবৈধ জায়গা দখল করে রয়েছেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনারা নিজস্ব জিনিসপত্র এবং সমস্ত কিছু ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরিয়ে নেবেন তাতে আপনাদের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বভাবতই এই উদ্যোগের ফলে রীতিমতো চিন্তায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। যদিও এই বিষয়ে মাথাভাঙ্গার মহকুমা শাসক সুশোভন মন্ডল বলেন - এই বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা রয়েছে যদি অন্য কোথাও তাদের করা যায় আমরা জেলাশাসক কেও জানিয়েছি পরবর্তী তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। একদিকে যখন সরকারি জমি অধিগ্রহণ করে অবৈধ নির্মাণের বাড়ন্ত ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হতেই একের পর এক সিক্সার।

'দাঙ্গা'র অভিযোগে বিএনএস-এর ধারায় প্রথম সাজা পেলো মুর্শিদাবাদের ১২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' চালু হওয়ার পর এই প্রথম কাউকে দাঙ্গা বাধানো এবং পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শোনালো আদালত। বুধবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক শুভদীপ বিশ্বাস ১২ জনকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১১(২), ৩২৪ (৬) ৩২৬ (জি), ৩২৬ (এফ) ১০৯, ৩৩১(৫), ৩৩২(বি), ৩৫১(২) এবং ৩(৫) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এর পাশাপাশি প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'র নতুন নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৬০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই মামলার বিচারক শুভদীপ বিশ্বাস, রাজ্য সরকারকেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গত বছর এপ্রিল মাসে একটি বিশেষ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ এবং সুতি থানার বিস্তীর্ণ অংশ। অভিযোগ ওঠে সেই আন্দোলন চলার সময় সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদ-পালপাড়া গ্রামে ১২ এপ্রিল জনৈক বলরাম পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা চালায় কিছু দুষ্কৃতী। ঘটনার দিন বলরামের বাড়িতে হামলা চালিয়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিরা বাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি বলরাম এবং তার ছেলে রঞ্জিত পালকে বাড়ির মধ্যে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই মামলার তদন্ত শুরু করার পরে 'সিট'-এর তদন্তকারীরা মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ সময়মতো চার্জশিট দিয়ে দেওয়ায় কারওরই জামিন হয়নি। বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকাকালীন তাঁদের বিচার প্রক্রিয়া চলছিল। বুধবার জঙ্গিপুর আদালত ১২ জনকে বিএনএস-এর ১০৯ (খুনের চেষ্টা) এবং ১১১ (২) (দাঙ্গা লাগানো) ধারা ছাড়াও আরও একাধিক ধারায় সাব্যস্ত করে সাজা শোনালো। প্রশাসন সূত্রের খবর জাফরাবাদ- পালপাড়া এলাকায় যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তার থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে বাড়িতেই খুন হয়েছিলেন বাবা এবং ছেলে, হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস। এই মামলার বিশেষ সরকারি আইনজীবী অঙ্কৃত মুখার্জি বলেন, হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস খুনের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের মধ্যে পাঁচজন জাফরাবাদ-পালপাড়ায় বলরাম পালের বাড়িতে হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল। পুলিশ তদন্তে উঠে আসে গত বছরের ১২ এপ্রিল যখন নিজের বাড়িতে বলরাম কিছু কাজ করছিলেন সেই সময় একটি আন্দোলনের নাম করে ১২ জন বলরামের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তিনি বলেন, বলরাম, তাঁর ছেলের রঞ্জিত পালকে নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে একটি ঘরে ঢুকে পড়লে ১২ জন তাঁর বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং বলরাম এবং রঞ্জিতের গায়ে পেট্রোল ঢেলে তাঁদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। হামলার ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন বলরাম এবং রঞ্জিত। বিশেষ সরকারি আইনজীবী বলেন, এই মামলার রায় দিতে গিয়ে বুধবার জঙ্গিপুর দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক শুভদীপ বিশ্বাস ১২ জনকে সাব্যস্ত করেছেন। বিচারক তাদেরকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া ছাড়াও প্রত্যেককে বলরাম পালকে ৬০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অঙ্কৃতবাবু বলেন, রাজ্যে বিএনএস চালু হওয়ার পরে এটিই প্রথম মামলা যেখানে কাউকে দাঙ্গা লাগানো এবং পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করার অভিযোগে রাজ্যের কোনও আদালত দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শোনালো।

বেআইনি টোল ও ড্রপ গেটের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

কলকাতা, ১৩ মে ঃ রাজ্য সরকার বেআইনি টোল ও ড্রপ গেটের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি অনুমোদন ছাড়া চালু থাকা সমস্ত টোল গেট, ড্রপ গেট ও ব্যারিকেড অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নিজেদের এলাকায় থাকা বেআইনি টোল সংগ্রহ কেন্দ্রগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা নিতে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে নতুন করে এই ধরনের অবৈধ সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে উঠতে না পারে, সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অনুমোদনহীন টোল পয়েন্টে যে কোনও রকম অর্থ আদায় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি বৈধ ও অবৈধ সমস্ত টোল সংগ্রহ কেন্দ্রের তালিকা তৈরি করে আগামী ১৫ মে দুপুর ১২টার মধ্যে আন্ডার সেক্রেটারির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া। **ক্রমিক নং. ঃ ১, ই-টেন্ডার নং ঃ ২৬_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইএন/রামপুরহাটের অধীনে নিম্নলিখিত স্থানে ১৪৮৬৩৭ ঘনমি. সেস মেরামতি কাজঃ আজিমগঞ্জ-নলহাটিঃ ডাউন ৪৪.১২০-৪৪.৪২০=২১০০ ঘনমি., ৪৪.৪৮০-৪৫.০৩০=৩৮৫০ ঘনমি., ৪৪.৬০০-৪৪.৬৬০=৪২০ ঘনমি., আপ ৪৩.৮৮০-৪৪.০০০=৮৪০ ঘনমি., ৪৪.৬৯০-৪৪.৯৯০=২১০০ ঘনমি., সাঁইথিয়া-নলহাটিঃ ডাউন ৯৩.১৫০-৯৩.৩৬০=২৮৩৫ ঘনমি., ৯৩.৮৪০-৯৩.৯৬০=১৬২০ ঘনমি., ১০৭.৩৬০-১০৭.৪২০=৫৪০ ঘনমি., ১০৯.৬০০-১০৯.৭১০=১০১৭ ঘনমি.. আপ ৯০.০০০-৯০.০৬০=১৭১০ ঘনমি., ৯২.৪২০-৯২.৬৫০=৪৩০১ ঘনমি., নলহাটি-বনিডাঙ্গাঃ ডাউন ১০৬.০৩২- ১০৮.০৩২=১০০০০ ঘনমি., ১১৭.৮৮০-১১৮.৫০০=৩০০০ ঘনমি., ১২০.৮০০-১২০.৯০০=৫০০ ঘনমি.,১২২.৬০০-১২৩.০০০ = ২০০০ ঘনমি., ১২৩.৪৮০-১২৪.০২০=৭২৯০ ঘনমি., ১২৫.৬০০-১২৬.০০০=২০০০ ঘনমি., ১২৭.৫০০-১২৭.৬০০=৫০০ ঘনমি., ১২৮.০০০-১২৮.২০০=১০০০ ঘনমি., ১৩০.২০০-১৩০.৪০০ =১০০০ ঘনমি., ১৩৭.০০০-১৩৭.৪২০=৪১১৬ ঘনমি., ১৩৭.৫০০-১৩৭.৭০০=১০০০ ঘনমি., ১৪১.৭০০-১৪১.৮০০=৫০০ ঘনমি., ১৪৩.০৪০-১৪৩.৬৪০=৪৩২০ ঘনমি.,১৪৪.৩৩০-১৪৫.০৩০=৪৭২৫ ঘনমি., ১৪৭.৪৩০-১৪৮.৪৬০=৮২৪৮ ঘনমি., ১৬৮.৬৭০-১৬৯.০৭০=৩০০০ ঘনমি., ১৭০.২৫০-১৭২.০৫০=১১৮৮০ ঘনমি., আপ ১৩১.৫০০-১৩৩.০০০=৩১৩৫০ ঘনমি., ১৪২.০৪০-১৪২.৮৪০=৩৩৬০ ঘনমি.,১৪৩.৩৬০-১৪৩.৬৬০=১৮৯০ ঘনমি., ১৪৪.৪০০-১৪৪.৯০০=৩৭৫০ ঘনমি., ১৪৭.৫১০-১৪৮.০১০=৩৩৭৫ ঘনমি., ১৪৯.০১০-১৪৯.৪১০=২৭০০ ঘনমি., ১৬৮.০১০-১৬৯.০১০=৭০০০ ঘনমি., ১৭০.২৩০-১৭১.২৩০=৮৮০০ ঘনমি.। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,৮৮,১৯,১৫০.৮৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯,৭৬,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **ক্রমিক নং. ঃ ২, ই-টেন্ডার নং ঃ ২৭_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসন- সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এইএন/রামপুরহাটের অধীনে নিম্নলিখিত স্থানে ১৭২৮০১ ঘনমি. সেস মেরামতি কাজঃ রামপুরহাট-দুমকাঃ এসএল ১০৪.৩৭০-১০৫.২৮০=৪৫৫০ ঘনমি., ১০৭.২৬০-১০৭.৫২০=১৩০০ ঘনমি., ১০৮.২৮০ - ১০৮.২৮০=২৫০০ ঘনমি., ১১৮.১৪০ - ১১৮.২৬০=২৩৭৬ ঘনমি., ১১৮.৫২০-১২০.৩৩০=৯০২৫ ঘনমি., ১২০.৫২০-১২০.৬৪০=৩৩৬০ ঘনমি., ১২০.৯২০-১২০.৯৮০=১৯২০ ঘনমি., ১২৪.০১০-১২৪.৭০০ = ৩৪৫০ ঘনমি., ১২৬.০৮০-১২৬.৫০০=১২৯৩৬ ঘনমি., ১২৬.৬০০-১২৬.৯৬০ =১১০৮৮ ঘনমি., ১২৭.০০০ -১২৮.০০০= ৫০০০ ঘনমি., ১২৮.৩৭০ - ১২৯.৪০০ = ৫১৫০ ঘনমি., ১৩০.০০০ - ১৩০.৪৬০ = ২৩০০ ঘনমি., ১৩২.১১৪ - ১৩২.৪৪০=১২৯৬০ ঘনমি., ১৩৪.৪৭০ - ১৩৫.০৮০=৩০৫০ ঘনমি.,১২৮.৪১-১২৮.৮৯=২৪৫৭৬ ঘনমি., ১২৮.৯২-১২৯.৪=২৬৮৮০ ঘনমি., ১৩০.০১-১৩০.৪৩ =২৪১৯২ ঘনমি., ১৩৪.৭২-১৩৫.০৮=১৪৬৮৮ ঘনমি., ১৩২.১৫-১৩২.৪৫=১৫০০ ঘনমি.। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫,৬৭,৭১,৭০৬.২৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১১,৩৫,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) মাস। **ক্রমিক নং.ঃ ৩, ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮_২০২৬-২৭ সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ। কাজের বিবরণঃ** বাঁশলোই ব্রিজ-বাঁশলোই ব্রিজ স্টেশনে নতুন ফুট ওভারব্রিজের (৬মি. চওড়া) ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,২৫,৬৭,৯৯৪.৫২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৬,৫১,৪০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমেকেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-64/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দুকে পেয়ে আশায় বুক বাঁধছে বেলদার ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ মে ঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রমা প্রসাদ গিরির সমর্থনে প্রচারে এসে বেলদা ব্যবসায়ী সমিতি তথা বিএফটিও-র দপ্তরে এক বিশেষ বৈঠক করেছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ব্যবসায়ীদের অভাব-অভিযোগ ও একগুচ্ছ দাবির কথা মন দিয়ে শুনেছিলেন তিনি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দল ক্ষমতায় এলে এবং নারায়ণগড়ের প্রার্থী জয়ী হলে ব্যবসায়ীদের ন্যায্য দাবিগুলো পূরণ করা হবে। সেই মোতাবেক রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি, আর নারায়ণগড় থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন রমা প্রসাদ গিরি। গত ৯ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে তিনি বসায় বেলদার ব্যবসায়ী মহলে আনন্দের পাশাপাশি প্রত্যাশার পারদ এখন তুঙ্গে। সেদিনের সেই আলাপচারিতায় বেলদার ব্যবসায়ীরা একাধিক দাবি পেশ করেছিলেন। যারা মধ্যে অন্যতম ছিল, বেলদা স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপেজ বাড়ানো এবং ২৪ ও ২৬ নম্বর রেলগেটে অতি প্রয়োজনীয় ওভার ব্রিজ স্থাপন করা। এছাড়াও বেলদার মূল নিকাশিনালার আমূল সংস্কার, পর্যটন ও যাতায়াতের সুবিধার্থে দীঘা ও মেদিনীপুরগামী রাত্রিকালীন বাস পরিষেবা চালু করা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সমিতিতে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। বেলদা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন। তবে সবথেকে বড় দাবি ছিল কুলাইকুন্ডা এয়ারবেসকে পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দরে রূপান্তর করা, যা এই এলাকার অর্থনৈতিক চেহারাই বদলে দিতে পারে। এই বিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজকুমার চান্ডক বলেন, ''শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়ী সমিতির দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। তিনি যখন পূর্বতন সরকারের মন্ত্রী বা সাংসদ ছিলেন, তখনও বেলদার উন্নয়নে নিজেকে শামিল করেছেন। বিরোধী দলনেতা থাককালীন ও তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। দীর্ঘদিনের দাবিগুলো যেন তিনি এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেন।'' সংগঠনের সভাপতি দিলীপ খান্ডেলওয়াল বলেন, ''আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেন্দুবাবুর কাছে সেদিন একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক দাবি পেশ করেছিলাম। আমাদের দৃঢ় আশা, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমাদের এই দাবিগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।'' রমাপ্রসাদ গিরি বলেন, ''বেলদার ব্যবসায়ীরা সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন। এবারের নির্বাচনেও তাঁরা আমাকে দু-হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। নির্বাচনের সময় ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা আমরা অবশ্যই পূরণ করব।''

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **শ্রীমতি অর্পিতা সরকার (ভৌমিক), শ্রী নিলাদ্রি ভৌমিক**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **পুলক ঘোষ**
ঠিকানাঃ **পাণ্ডা পাড়া, অশোকনগর নিয়ার বৌবাজার ওয়ার্ড নং.১১, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **শ্রীমতি অর্পিতা সরকার (ভৌমিক), শ্রী নিলাদ্রি ভৌমিক**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **SC-3008/ 2005, 1769/2025** নং বহি **I-3138/ 25, I-1913/25** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **26 OF Year 1966**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/2666, 2667**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-27, জে.এল নং 7 প্লট নং R.S1830, 1831, L.R.1593, 1594 Khatian No. R.S. 17124, 5801, L.R. 4538, 4540, Area- 2.06 Katha Under Municipality are a ward no.-11, PS- Kotwali, Jalpaiguri
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **শ্রীমতি অর্পিতা সরকার (ভৌমিক), শ্রী নিলাদ্রি ভৌমিক**
পিতা/ স্বামীঃ ১) শ্রী নিলাদ্রি ভৌমিক, ২) প্রয়াত নারায়ণ চন্দ্র ভৌমিক
ঠিকানাঃ Pandapara Bowbazar, Pakapool, ward no.13, PO- Jalpaiguri, PS- Kotwali, Dist.- Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এলআরডব্লু-৪-ভিবি-পেন্টিং-২০২৬, তারিখঃ ১১.০৫.২০২৬, ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার নং. এলআরডব্লু-৪-ভিবি-পেন্টিং-২০২৬**-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল / সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** পেন্ট স্পেসিফিকেশন আইসিএফ/এমডি/এসপিইসি-৩৬২ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী বন্দে ভারত কোচের (সকল প্রকার) স্ক্র্যাপিং এবং ক্লিনিং সহ আউটসাইড বডি প্যানেল, রুফ, এন্ড প্যানেল, আন্ডারফ্রেম-এর পেন্টিং এবং সাইন লেখার কাজের জন্য (ড্রইং অনুযায়ী) পেন্ট সরবরাহ এবং প্রয়োগ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২,১৭,৪৮,৮৬৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৩৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩৪ মিনিটে। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৬.০৫.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

MISC-39/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

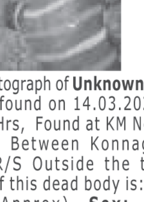

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 14.03.2026, at about 03.50 Hrs, Found at KM No. 12/ 22-12/20 in Between Konnagar & Hindmotor R/S Outside the track, Description of this dead body is: **Age**- 45 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Shyamla, **Height**-5 Feet 5 Inch, **Build**- Medium, **Hair**- Black & White, **Wearing**- (i) Black, yellow and red striped full sleeves T-Shirt (ii) Ash half pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D689(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Kanan Rajak,** Father's Name - **Shyamal Rajak**, of Vill- Barabazar, Raja Para, PS - Barabazar, Dist - Purulia, who has been missing Since 04.05.2026, at about 05.00 hrs, Residence under Barabazar PS, Description of this missing person is: **Age -** 21 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 5 Inch, **Wearing** - Yellow printed churidar with matching lower. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D687(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

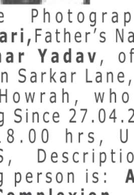

This is the Photograph of **Tinkal Kumari,** Father's Name - **Monaj Kumar Yadav**, of 35, Sashi Bhusan Sarkar Lane, PS - Golabari, Howrah, who has been missing Since 27.04.2026, at about 18.00 hrs, Under Golabari PS, Description of this missing person is: **Age -** 15 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet, **Wearing** - Red Top and Blue Jeans. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D685(3)/2026

HDFC BANK We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের নিকট বন্ধককৃত সিকিউরিটিজ বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।
ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণ/আর্থিক সুবিধার শর্তাবলী অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নোক্ত ঋণ/আর্থিক সুবিধার হিসাবগুলো খেলাপী অবস্থায় রয়েছে অথবা অনাদায়ী সম্পদ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ/ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে যার মধ্যে নিম্নোক্ত তারিখে জারি করা চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত হিসাবগুলোর সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা প্রদান করেছিল এবং জানিয়েছিল যে, এই সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ জারি না করেই বন্ধককৃত জামানত বা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। ঋণগ্রহীতারা তাদের বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন এবং তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এমতাবস্থায়, ঋণচুক্তি অনুযায়ী বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে, ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছে প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে **২০শে মে ২০২৬** তারিখ বা তার পরবর্তী কোনো তারিখে উক্ত জামানত বা সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঋণগ্রহীতাদের এতদ্দ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনের (ইন্ডিয়ান কন্ট্র্যাক্ট অ্যাক্ট) ১৭৬ ধারা প্রতিপালন সাপেক্ষে, তাঁরা যেন এই বিজ্ঞপ্তিটিকে একটি 'বিক্রয় নোটিশ' হিসেবে গণ্য করেন। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত জামানতের মূল্য আরও হ্রাস পায় এবং তার ফলে মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট বা প্রয়োজনীয় জামানতের অনুপাতে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনামতো এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ জারি না করেই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত জামানত বিক্রি করে দিতে পারবে। বন্ধককৃত জামানত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয় করার পরেও যদি ঋণের কোনো বকেয়া অংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের দায়ভার ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর ওপরই ন্যস্ত থাকবে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ মে ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৩২০২	সুমনা ব্যানার্জী	৩,০৬,৭৩৫.৮৫	১১-০৫-২০২৬
২	XXXXXXXXXX২১৪০	সুমিত কুমার পাল	৫,৯৭,০১২.৪০	১১-০৫-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX৭২০৪	সোনিয়া অরোরা	২৫,৯০৪.৩৫	১১-০৫-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX৫৬১৫	সুরজিত সুর	৬৬,৪৬৬.১২	১১-০৫-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX৬৯২১	স্বপন কুমার পাল	৩,১৪,৫৮২.০০	১১-০৫-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX৮৩১৬	সুনীতা দাস কর	৯,৮০৩.০০	১১-০৫-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX২০৩৯	সুলেখা মান্না	১,৮৪,৯৩০.৫২	১১-০৫-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX৯৬২২	গৌতম কর	৩,২৬৪.৯৮	১১-০৫-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX৯০০০	রঞ্জন বসু	১,৪৮,৬৮৮.৪৬	১১-০৫-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX০৫৯৯	শম্পা সেন	২০,১৫,৫৩৭.৪৯	১১-০৫-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৪৫৮৫	অনির্বান পাল	৭০,১৯৭.৮১	১১-০৫-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৬৫৪০	অভিষেক নিয়োগি	৬০,৬১৩.৩৮	১১-০৫-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX৭০৩৩	সৌমাভ হাজরা	৭,৬৪,৭৪৫.৭৬	১১-০৫-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৯৭৬৫	অরবিন্দ বাজপায়ি	৭৫,৮৫০.৯৫	১১-০৫-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৫৬৮৪	অঞ্জন কুমার মল্লিক	৪,২৯,৮৪৩.৭০	১১-০৫-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX০১৮৭	সোনম সরফ	২৯,৭৩৩.২৯	১১-০৫-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৩২১২	জয়শ্রী নাথ কাঞ্জিলাল	১১৯.০০	১১-০৫-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯৫,৬০৩.৫৩	১১-০৫-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,১৯,৬৭৫.১৫	১১-০৫-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX৭৭৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩৩,২৯০.২০	১১-০৫-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৯৪৬৫	মহঃ নূরালাম আনসারী	৩,৩৬,০৯৬.৮৮	২০-০৩-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX১০৬০	অরিঞ্জিত চৌধুরী	৩,০৮,৫৮৫.১৯	১১-০৫-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX১০০১	রঞ্জিত শাহ	৪,২৯,৩২৩.৪৯	১১-০৫-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৭৫০৭	রাকেশ প্রসাদ গুপ্ত	১,১৪,৬৪৫.৪০	১১-০৫-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX৬৫৯২	নন্দন আদিত্য ভান্ডারী	৯,৯৮,০৯১.৪৬	১১-০৫-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৭২২৯	বুলান কুমার	৯৩,১৮৭.৯৩	১১-০৫-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX১৫৬৬	রাধিকা তুলস্যান	৭,১৩,০৪০.০০	১১-০৫-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৪৬১০	সত্যেন্দ্র কুমার জৈন	৩,৬৫,৯৩৪.৭৬	১১-০৫-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৯৬৭২	প্রিয়ব্রত শাসমল	৩,৮৪,৩২৬.৯০	১১-০৫-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX২৫৮২	আকাশ চৌধুরী	৩,৪৯,৫৩৩.৮২	১১-০৫-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX৭৮৭০	সোমনাথ দত্ত	২,৩৬,১১৩.৮২	১১-০৫-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX৭১২২	দেবরাজ রায়	৪,৭১,২৭৯.২৮	১১-০৫-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৭০৬৮	চন্দনা মুখোপাধ্যায়	২,৯৪,৮৫৫.০০	১১-০৫-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৭৯১৪	শ্যামল নাথ	৫,০৫,৭৩৭.৮২	১১-০৫-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX১৬৫৭	অলোক কুমার সিংহি	১৯,৮৭,৩৭৫.০০	১১-০৫-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX২৩৪২	কেয়া সাহা	৩,০৪,৩১০.৮২	১১-০৫-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX৯৮৪২	মল্লিকা আইচ	৩২,৫৮৭.৮২	১১-০৫-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুধা শাহ	৪,৯৯,৮৫৯.২০	১১-০৫-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৫৪৯০	শান্তনু গায়েন	৫,০৭,৯৬৩.১২	১১-০৫-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৯৫১১	দেবলীনা বিশ্বাস	২,০৪,৬৪৬.০০	২১-০৪-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX২২১২	আলিম্পান ঘোষ	১৪২.০০	১১-০৫-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৮০৬০	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	১৯,৮০,২১৫.৮৯	১১-০৫-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৩১৮৩	দীপা দাস	৯,৬২,৩১৩.৮২	১১-০৫-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX০৪০৭	অনুজ কুমার অধিকারী	৫,৪৮,৫৭০.৮২	১১-০৫-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX০৯৫৯	কমলেশ দোলাই	২,৪৯৮.০০	১১-০৫-২০২৬

তারিখঃ ১৪.০৫.২০২৬ । স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

MUTHOOT FINCORP LTD. | মুথূট ফিনকর্প লিমিটেড

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427.

এতদ্বারা সকলকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.06.2025 & All other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2025 and EMI gold loans due up to 31.03.2026.Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2026 are also included in this auction. পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখা গুলিতে | যেগুলি সোনার বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল এবং যাদের দায় মোচনের জন্য পরিষদ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে ও বারবার সূচিত করা সত্ত্বেও দায়মোচনের জন্য পরিশোধ করা হয়নি ওই সোনা গুলি 16.06.2026 তারিখে সকাল ১০ টা থেকে নিলাম হবে।
Auction Date: 16.06.2026 - BIRBHUM DISTRICT - BOLPUR: 4195000691, 4195000711, 4195000716, 4195000745, 4195000779, 4195000783, 4195000792, 4195000810, 4195000815, 4195000824, 4195000843, 4195000848, 4195000861, 4195000864, 4195000874, 4195000893, 4195000897, 4195000898, 4195000902, 4195000904, 4195000943, 4195000950, 4195000956, 4195000969, 4195000977, 4195000981, 4195000993, 4195000994, 4195001002, 4195001008, 4195001013, 4195001020, 4195001038, 4195001046, 4195001051, 4195001054, 4195001080, 4195001088, 4195001089, 4195001090, 4195001112, 4195001114, 4195001118, 4195001132, 4195001134, 4195001137, 4195001151, 4195001152, 4195001159, 4195001162, 4195001165, 4195001171, 4195001190, 4195001192, 4195001200, 4195001201, 4195001209, 4195001210, 4195001211, 4195001212, 4195001215, 4195001226, 4195001232, 4195001234, 4195001237, 4195001247, 4195001262, 4195001263, 4195001264, 4195001267, 4195001416, 4195001699, 4195001712, 4195001749, 4195001751, 4195001840, 4195001990. **RAMPURHAT:** 4080000628, 4080000637, 4080000694, 4080000700, 4080000726, 4080000787, 4080000809, 4080000813, 4080000844, 4080000847, 4080000848, 4080000871, 4080000902, 4080000905, 4080000951, 4080000972, 4080000986, 4080000988, 4080001010, 4080001013, 4080001026, 4080001031, 4080001037, 4080001043, 4080001044, 4080001051, 4080001054, 4080001062, 4080001069, 4080001070, 4080001085, 4080001088, 4080001091, 4080001095, 4080001130, 4080001423, 4080001517, 4080001574. **SURI:** 4081001098, 4081001099, 4081001101, 4081001173, 4081001209, 4081001219, 4081001246, 4081001269, 4081001276, 4081001280, 4081001322, 4081001339, 4081001357, 4081001448, 4081001461, 4081001485, 4081001489, 4081001540, 4081001560, 4081001565, 4081001569, 4081001632, 4081001644, 4081001673, 4081001702, 4081001708, 4081001714, 4081002436, 4081002647. **Auction Date: 16.06.2026 - EAST BARDHAMAN DISTRICT - BURDWAN:** 4157000670, 4157000690, 4157000710, 4157000716, 4157000728, 4157000745, 4157000763, 4157000788, 4157000810, 4157000839, 4157000849, 4157000878, 4157000904, 4157000906, 4157000907, 4157000932, 4157000943, 4157000954, 4157000964, 4157000986, 4157000991, 4157000992, 4157000994, 4157000995, 4157001003, 4157001021, 4157001036, 4157001352, 4157001440. **KALNA-WEST BENGAL:** 2904001334, 2904001341, 2904001407, 2904001447, 2904001471, 2904001509, 2904001510, 2904001512, 2904001514, 2904001518, 2904001568, 2904001593, 2904001643, 2904001650, 2904001669, 2904001673, 2904001686, 2904001692, 2904001699, 2904001703, 2904001722, 2904001725, 2904001730, 2904001774, 2904001782, 2904001805, 2904001806, 2904001814, 2904001815, 2904001830, 2904001870, 2904001879, 2904001880, 2904001881, 2904001882, 2904001924, 2904001933, 2904001934, 2904001935, 2904001952, 2904001955, 2904001959, 2904001961, 2904001977, 2904002028, 2904002048, 2904002061, 2904002065, 2904002097, 2904002103, 2904002106, 2904002121, 2904002145, 2904002147, 2904002156, 2904002172, 2904002570, 2904002584, 2904002781, 2904002803, 2904003086. **KATWA-WEST BENGAL:** 2889001220, 2889001309, 2889001374, 2889001392, 2889001398, 2889001446, 2889001458, 2889001473, 2889001476, 2889001486, 2889001507, 2889001530, 2889001535, 2889001537, 2889001561, 2889001592, 2889001600, 2889001604, 2889001611, 2889001687, 2889001693, 2889001695, 2889001715, 2889001717, 2889001766, 2889001810, 2889001836, 2889001841, 2889001861, 2889001865, 2889001999, 2889002405, 2889002452, 2889002500, 2889002591, 2889002804, 2889002830. **Auction Date: 16.06.2026 - PURULIA DISTRICT - PURULIA:** 4159000466, 4159000474, 4159000485, 4159000504, 4159000512, 4159000520, 4159000524, 4159000533, 4159000536, 4159000558, 4159000561, 4159000577, 4159000597, 4159000608, 4159000609, 4159000611, 4159000619, 4159000624, 4159000625, 4159000635, 4159000641, 4159000651, 4159000652, 4159000665, 4159000676, 4159000680, 4159000682, 4159000683, 4159000684, 4159000689, 4159000691, 4159000699, 4159000708, 4159000726, 4159000729, 4159000730, 4159000736, 4159000744, 4159000745, 4159000747, 4159000749, 4159000767, 4159000785, 4159000800, 4159000951, 4159001028, 4159001050, 4159001052, 4159001065, 4159001067, 4159001094, 4159001096, 4159001105, 4159001106, 4159001107, 4159001254, 4159001309, 4159001310. **Auction Date: 16.06.2026 - WEST BARDHAMAN DISTRICT - ASANSOL-MURGASOL:** 3978000759, 3978000771, 3978000780, 3978000798, 3978000804, 3978000830, 3978000831, 3978000852, 3978000858, 3978000887, 3978000891, 3978000895, 3978000896, 3978000897, 3978000923, 3978000961, 3978000966, 3978000969, 3978000976, 3978000977, 3978000978, 3978000989, 3978000994, 3978001004, 3978001023, 3978001048, 3978001054, 3978001098, 3978001125, 3978001205, 3978001393, 3978001462, 3978001639, 3978001665, 3978001666. **BENACHITY-DURGAPUR:** 2908001319, 2908001357, 2908001369, 2908001385, 2908001387, 2908001388, 2908001389, 2908001393, 2908001399, 2908001414, 2908001419, 2908001434, 2908001438, 2908001462, 2908001470, 2908001495, 2908001505, 2908001516, 2908001522, 2908001530, 2908001551, 2908001559, 2908001577, 2908001578, 2908001597, 2908001610, 2908001617, 2908001619, 2908001631, 2908001660, 2908001663, 2908001664, 2908001681, 2908001696, 2908001700, 2908001712, 2908001713, 2908001714, 2908001730, 2908001743, 2908001758, 2908001763, 2908001769, 2908001777, 2908001782, 2908001783, 2908001784, 2908001788, 2908001790, 2908001794, 2908001795, 2908001797, 2908001802, 2908001805, 2908001807, 2908001811, 2908001821, 2908001823, 2908001830, 2908001831, 2908001836, 2908001837, 2908001844, 2908001845, 2908001851, 2908001870, 2908001871, 2908001876, 2908001881, 2908001900, 2908001918, 2908001925, 2908001931, 2908001932, 2908001937, 2908001953, 2908001963, 2908001974, 2908001978, 2908001990, 2908001996, 2908002003, 2908002029, 2908002034, 2908002241, 2908002465, 2908002526, 2908002590, 2908002612, 2908002629, 2908002661, 2908002692, 2908002693, 2908002723, 2908002828, 2908002893, 2908002901.
নিলাম যথাযথ শাখা গুলিতে সম্পন্ন করা হবে |অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হন যে যদি কোন কারণে ওই দিনে নিলাম সম্পন্ন না হয় তাহলে 26.06.2026 at 10.00 am onwards at EAST BARDHAMAN DISTRICT - BURDWAN: FIRST FLOOR, HALDAR MARKET, 48 GRAND TRUNK ROAD, BIRHATA, BURDWAN, WEST BENGAL 713101 . **এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে| যে ব্যক্তি নিলাম ডাকবে তাদের সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র প্যান কার্ড দেখানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিলাম এ সফল ব্যক্তিকে আরটিজিএস এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে।**

MUTHOOT FINCORP LTD

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Purulia Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. Invites online e-tender for the work of : - Common needful Electrical Fittings and Fixture at the Institute for Mental Care , Purulia in the District of Purulia. e-NIQ No. WBPWD/ AE/ PESD-I/ eNIQ-01/ 2026-27 Tender Id:- 2026_WBPWD_5013923_1. Bid submission start date [online]:- 16/05/2026, 10.00AM. Bid submission closing date [online]:- 22/05/2026 at 10.00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://wbtenders.gov.in Sd/ S.K.Dey. Assistant Engineer, PWDte. Purulia Electrical Sub-Division -I, P.W.Dte.

ICA- T7653(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

S.E., Western Circle-I, P.W.D. invites online e-Tender for the works of : e-NIT No. : 02 of 2026-27 "Construction of 2 (Two) Pump Fire Station Building (Type-C) at Tarapith in the District of Birbhum –2nd Call." Estimated amount : Rs. 3,57,90,736 /- Tender ID : 2026_WBPWD_5013878_1. Bid submission start date (online) : 18.05.2026 at 03.00 P.M. Bid submission closing date (online) : 09.06.2026 upto 01.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E.W.C.-I, P.W.D.

ICA- T7643(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "**Enhancing Built environment accessibility for person with disabilities under Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) in Bio-Chemistry Building within the campus of Medical College & Hospital, Kolkata - Electrical Installation Work-Part (A) SITC of Lift.**" e-NIQ No.:- **WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-79/2nd Call/2025-26.** Tender Id: **2026_WBPWD_5013958_1**. Bid Submission Start Date (online): 19/05/2026,1.00 PM. Bid Submission Closing Date (online): 01/06/2026 up to 1.00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- U. Bala/EE-II/KNHED/PW Dte/Govt. of WB.

ICA- T7676(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

NIQ Reference No: WBPW(R)D/EE/ SMD/NIQ-03/2026-27 Dt. 12.05.2026
e-Tender Id: 2026_WBPWD_5013937_1

Supply of Engine Room Tindal for Crews of mechanically propelled vessel, MV Sagarini utilizing for transshipment of goods carrying trucks and other vehicles across Muriganga river inland waterways. Bid submission start date (online) 15.05.2026 from 11.00 A.M. Bid submission closing date (online) 22.05.2026 upto 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in e-tender portal only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Southern Mechanical Division, P.W. (Roads) Directorate

ICA- T7675(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

NIQ Reference No: WBPW(R)D/EE/ SMD/NIQ-02/2026-27 Date:12.05.2026
e-Tender Id: 2026_WBPWD_5013932_1

Supply of 02 Nos. Sukhani for operation of mechanically propelled vessel in inland waterways in West Bengal for transhipment of goods carrying trucks and other vehicles across inland waterways. Bid submission start date (online) 15.05.2026 from 11.00 A.M. Bid submission closing date (online) 29.05.2026 upto 11.00 A.M. Corrigendum if any will be published in e-tender portal only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Southern Mechanical Division, P.W. (Roads) Directorate

ICA- T7672(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

SE, RCFA Development Project, invites e-tender (online) for the work "Construction of 2224 nos of flat alongwith other amenities, at Daskeary mouza, (JL NO.03) in Raniganj Area, Asansol under R.C.F.A project at Raniganj - **Construction of Drain, Concrete Road & Boundary wall in Permanent Nature**, e-NIT No. 01/SERCFA/ 2026-27 & TENDER ID:- 2026_HSD_1023844_1, Estimated Amount:- Rs. 2,60,10,683/-. Date of bid submission start date (Online) is **12/05/2026** from 3.00PM & Date of bid submission closing (online) is **05/06/2026** upto 3.00 pm. Detail inf./download/ upload will be available from the website **http://www.wbtenders.gov.in**

ICA- T7692(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for **1)**"Repairing and painting of Quarter No. 11 situated at 3rd Floor, 37, C.R.Avenue, Kolkata-700012, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tender is **22/05/2026 up to 12.00 hours.** The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in.
Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.

ICA- T7623(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub- Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No. WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-05/2026-27 for the work of – **i)** " Preventive measure towards vector Borne Diseases by cutting Jungle and Cleaning drainage of surface water in Hospital premises of Naihati State General Hospital under Barrackpore Division during the year 2026-27." Tender Id: 2026_WBPWD_5013943_1. Intending tenderers are requested to visit the website http://etender.wb.nic.in Bid submission closing date: 25.05.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub- Division-I

ICA- T7660(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

THE DURGAPUR PROJECTS LIMITED (A Govt. of West Bengal Enterprise) CIN NO. U40102WB1961SGC025250

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

NIT No. (1) WBDPL/PP/T/GM(PP)-12021(18)/7/2026/EMOPH/E/008 Dated 07.05.2026. Tender ID 2026_DPL_1023739_1. For Job of repair including Rewinding, Metalizing & Dynamic Balancing of LT Motors and Repair including Metalizing of HT Motors under EMOPH & EMIPH/DPPS. Bid Submission end date 16.05.2026. Bid Opening date 20.05.2026. **NIT No. (2) WBDPL/PP/T/GM(PP)-12021(12)/14/2026/EMOPH/E/007 Dated 07.05.2026.** Tender ID 2026_DPL_1023729_1 for Fresh Electrical wiring for Newly Constructed Labour Rooms inside Unit-7 Softening Plant. Bid Submission end date 16.05.2026. Bid Opening date 20.05.2026. **NIT No. (3) WBDPL/PP/T/GM(PP)-12013(18)/3/2026/BMD/E/006 Dated 07.05.2026.** Tender ID 2026_DPL_1023728_1 for Service Order for Maintenance (Cleaning & Painting) of ID Fans (02 Nos), FD Fans(02 Nos), PA Fan(02 Nos) Foundation Spring of U#7. Bid Submission end date 16.05.26. Bid Opening Date 20.05.2026. **NIT No. (4) WBDPL/PP/T/GM(PP)-12013(12)/27/2026/BMD/E/005 Dated 07.05.2026.** Tender ID 2026_DPL_1023727_1 for Online Sealing of high pressure steam and feed water leakage of U#7 & 8 for Turbine, Boiler & Auxilliaries, DPL. Bid Submission end date 16.05.2026. Bid Opening date 20.05.2026. **NIT No. (5) WBDPL/PP/T/GM(PP)-12021(18)/3/2026/EMOPH/E/004 Dated 07.05.2026.** Tender ID 2026_DPL_1023726_1 for Job of Maintenance of Township Street Illumination and Water Works & Water Intake Area equipment under the purview of EMOPH/DPPS for a period of one(01) year from the date of placement of Work order, with a provision for extension of another one(01) year on the same rates, terms and conditions. Bid Submission end date 16.05.2026. Bid Opening date 20.05.2026.

ICA- T7626(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Sealed eNIQ-01 of 2026-27 invited by the AE/BHHSD/P.W.(R) Dte. from bonafide agency for 2 works. Bid submission closing date 28.05.2026 upto 14.00 Hrs. Tender id.: 2026_WBPWD_5013873_1/2. Other details may be seen from website etender.wb.nic.in & wbpwd.in Sd/- AE/BHHSD/P.W.(R) Dte.

ICA- T7666(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

WBPWD/EE-WKED/NIT-17/2025-26 (2nd Call) ; Tender ID- 2026_WBPWD_5013928_1: Name of Work:Special repairing of Internal and External Electrical Installation work at Circular Building (G Plus 1) within the campus of Police Training School in the District of Kolkata.; Bid Submission End Date: 03/06/2026 upto 1-00 p.m.; Website: - https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte., West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T7656(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice

E-tender is invited by the Astt-Engr Bol.MD, PHED on behalf of Governor of W.B vide Ref. No. PHED/01/AE/BOLMD/ 26-27 and ID: 2026_PHED_1024034_1 to _9 for Supply & Delivery of Submersible pump & other E/M accessories at Different Sites of Birbhum District under Bolpur Mechanical Division P.H.E Dte. Details can be obtained from the site www.wbtenders.gov.in. The last date of tender submission is 25.05.26 upto 12.00 pm. Sd/- for Astt-Engr, Bol.MD.

ICA- T7619(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/PWD/KSD, invites e-Tender for 1. Repairing of Office of the Assistant Engineer, PWD & Section-II office of Kandi Sub-Division under Berhampore Division No.I, PWD during the year 2026-2027. eNIT No. WBPWD/AE/KSD/ PWD/eNIT-02/2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5013929_1. Bid submission start date (online) : 14.05.2026 from 10.00 Hours. Bid Submission closing date (online) : 20.05.2026 at 10.00 Hours. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Kandi Sub-Division.

ICA- T7687(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
WBPWD/SSEKHEC/CKHED/eNIT24/ 25-26/2nd Call

e-Tender being invited by the SSEKHEC, PWD KIT Annex Building, 5th Floor, Kolkata-73 from the eligible contractors for Electrical work for Construction of Seven storied building for Institute of Neuroscience (with seven storied foundation), along with two storied Electrical Sub-station building (with three storied foundation) and Canteen building within compound of 17, Convent Road. Kolkata-700 014 --- SITC of Diesel Generator Set. Tender ID:- 2026_WBPWD_5013968_1. Last date of submission: - 10-06-2026, 01:00 PM. may be seen at https://wbtenders.gov.in Sd/- Senior Superintending Engineer, Kolkata Health Electrical Circle, PWD.

ICA- T7683(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

PROCUREMENT OF BOTTOM ASH & WET ASH SPARES FOR O/H OF U#3 UNDER AHP-MM

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5302, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4157/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BkTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of Bottom ash & Wet ash spares for O/H of U#3 under AHP-MM." Tender document download start date:** 18-05-2026, 12:00 PM., **Bid submission end date:** 30-05-2026, 15:00 PM. **Contact Person:** Mr. S. Dasgupta, DGM (Purchase), BkTPS. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7633(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

PROCUREMENT AND INSTALLATION WITH NECESSARY SEPARATE WIRING OF SIX RAC MACHINES AT FH-1 "BALAKA" BUILDING OF TRANSIT GUEST HOUSE

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5305, Dtd: 11/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4166/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, BkTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement and Installation with necessary separate wiring of six RAC Machines at FH-1 'BALAKA' building of Transit Guest House." Tender document download start date:** 20-05-2026, 12:00 PM., **Bid submission end date:** 02-06-2026, 15:00 PM. **Contact Person:** Mr. S. Dasgupta, DGM (Purchase), BkTPS. **Contact No.:** 8336903911. **E-mail:** s.dasgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T7631(3)/2026

দেশ-বিদেশ

ভারতের বাজার অংশীদারিত্ব কমল, চার বছরের মধ্যে প্রথমবার বিশ্ব বাজার মূলধনে অংশ ৩ শতাংশের নিচে

মুম্বই, ১৩ মে ঃ সাম্প্রতিক আর্থিক তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী বাজার মূলধনে ভারতের অংশীদারিত্ব চার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ৩ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এটি বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে ভারতের অবস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। গত কয়েক বছরে শক্তিশালী কর্পোরেট আয়, বিপুল খুচরা বিনিযোগকারীর অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিযোগের জেরে ভারত ধীরে ধীরে বিশ্ব ইকুইটি বাজারে নিজের উপস্থিতি বাড়িয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে অন্যান্য বড় অর্থনীতির তুলনায় ভারতের বাজারের আপেক্ষিক পারফরম্যান্সে কিছুটা শীতলতা এসেছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই পতনের পেছনে রয়েছে একাধিক বৈশ্বিক ও দেশীয় কারণ। আন্তর্জাতিক ইকুইটি বাজারে অস্থিরতা বৃদ্ধি, উন্নত অর্থনীতির দিকে মূলধনের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং ভারতের প্রধান সূচকগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু খাতে সংশোধন-সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, বড় অর্থনীতিগুলিতে সুদের হার বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতা বিদেশি বিনিযোগকারীদের উদীয়মান বাজার থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, যার প্রভাব ভারতের উপরও পড়েছে। যদিও বৈশ্বিক বাজারে ভারতের অংশীদারিত্ব কমেছে, দেশের শেয়ারবাজার এখনও মোট মূল্যের দিক থেকে প্রায় রেকর্ড উচ্চতায় অবস্থান করছে। দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের সক্রিয়

অংশগ্রহণ বাজারকে সমর্থন জুগিয়েছে। তবে বিশ্বের অন্যান্য বাজারে তুলনামূলক দ্রুত পুনরুদ্ধারের কারণে ভারতের বৃদ্ধির গতি তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়েছে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্ব বাজার মূলধনে কোনো দেশের অংশীদারিত্বের পরিবর্তন শুধু সেই দেশের অভ্যন্তরীণ পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে না বরং আন্তর্জাতিক বাজারের বৃহত্তর প্রবণতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা -নির্ভর শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি অন্যান্য বড় অর্থনীতির বাজারমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, যা বৈশ্বিক বণ্টনের ভারসাম্যে পরিবর্তন এনেছে। এই পরিস্থিতি ভারতের বৈশ্বিক আর্থিক অবস্থান নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। ভারত এখনও বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলির মধ্যে একটি হলেও, বৈশ্বিক ইকুইটি বাজারে এর আপেক্ষিক অংশীদারিত্ব দেখাচ্ছে যে প্রবৃদ্ধি, মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক মূলধন বণ্টনের মধ্যে জটিল সম্পর্ক কাজ করছে। বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা অত্যন্ত বেছে বেছে বিনিযোগে করছেন। স্বল্পমেয়াদি লাভের সম্ভাবনা বেশি এমন খাত ও অঞ্চলে মূলধন বেশি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি মজবুত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় বাজারে বিনিয়োগ প্রবাহ অসম হয়ে পড়েছে। দেশীয় কারণও এই পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। কিছু ভারী ওজনের খাতে মূল্য সংশোধন হয়েছে, অন্যদিকে মিড-ক্যাপ ও স্মল-ক্যাপ শেয়ারে অস্থিরতা বেড়েছে। তাছাড়া, বৈশ্বিক ঝুঁকি-এড়ানোর প্রবণতার কারণে উদীয়মান বাজার থেকে সময়ে সময়ে মূলধন বেরিয়ে যাচ্ছে, যা বাজার মূলধনের র‍্যাঙ্কিংকে প্রভাবিত করছে। বাজার পর্যবেক্ষকদের মতে, ৩ শতাংশের নিচে নেমে যাওয়া প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি ভারতের অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতার ইঙ্গিত নয়। বরং এটি বৈশ্বিক মূলধন বণ্টনের আপেক্ষিক পরিবর্তনের প্রতিফলন, যেখানে এক অঞ্চলের উত্থান অন্য অঞ্চলের অংশীদারিত্ব স্বাভাবিকভাবেই কমিয়ে দেয়।

নীতিনির্ধারক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষত যখন ভারত নিজেকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। পুঁজিবাজারকে আরও গভীর করা, তারল্য বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীল বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এখনো সরকারের মূল অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রতিক পতন সত্ত্বেও, বাজার মূলধন ও বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণের বিচারে ভারত এখনও শীর্ষ উদীয়মান বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যাগত সুবিধা, ডিজিটাল সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগবান্ধব সংস্কার ভবিষ্যতে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সমর্থন করছে। বিশ্ববাজারের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের ওঠানামা অব্যাহত থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। অর্থনৈতিক চক্র, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বৈশ্বিক বাজারে প্রভাব ফেলতেই থাকবে। ভারতের ক্ষেত্রে কর্পোরেট আয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় রাখাই ভবিষ্যতে বৈশ্বিক বাজারে পুনরায় শক্ত অবস্থান ফিরে পাওয়ার চাবিকাঠি হবে।

দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা অনুমোদন এসবিআই-র

মুম্বই, ১৩ মে ঃ ভারতের বৃহত্তম সরকারি ব্যাংক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক-এর শেয়ার গত মঙ্গলবার প্রায় স্থির অবস্থায় লেনদেন করেছে, যখন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ২০২৭ অর্থবর্ষে সর্বোচ্চ ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো ব্যাংকের মূলধনভিত্তি আরও শক্তিশালী করা এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতিতে ঋণ বৃদ্ধিকে সমর্থন করা। এই ঘোষণার পর বিনিয়োগকারীরা ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন কৌশলের প্রভাব মূল্যায়ন করতে শুরু করেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিকল্পনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে SBI ভবিষ্যতের নিযন্ত্রক চাহিদা এবং বাজার পরিস্থিতির জন্য আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে, পাশাপাশি শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী। যদিও তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ বড়, তবুও দিনের শুরুতে SBI-র শেয়ারে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা যায়নি, যা সতর্ক কিন্তু স্থিতিশীল বিনিযোগেকারী মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়। বাজার অংশগ্রহণকারীদের মতে, এই তহবিল সংগ্রহের প্রস্তাব তাৎক্ষণিক শেয়ার হ্রাস বা ইকুইটি ডাইলিউশনের ঘটনা নয়। বরং এটি একটি কৌশলগত অনুমোদন, যা FY২৭-এ বাজার পরিস্থিতি ও ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন আর্থিক উপকরণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের নমনীয়তা দেবে। এর মধ্যে বন্ড, বিদেশি মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ অথবা নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আওতায় অনুমোদিত অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি মূলধন উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। Bombay Stock Exchange-এ SBI-র শেয়ার সামান্য ঊর্ধ্বগতিতে খোলা হলেও দ্রুত সীমিত পরিসরে স্থির হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা একদিকে শক্তিশালী মূলধন সুরক্ষার সুবিধা এবং অন্যদিকে বৈশ্বিক সুদের হার পরিস্থিতি ও সময় নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ-দুটিই বিবেচনা করছিলেন। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শেয়ার প্রায় আগের দিনের সমাপনী স্তরের কাছাকাছি অবস্থান করছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে বাজার আগে থেকেই এমন মূলধন পরিকল্পনার সম্ভাবনা অনুমান করেছিল। ব্যাংকিং বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত SBI-র ঐতিহ্যগতভাবে রক্ষণশীল কিন্তু প্রবৃদ্ধিমুখী মূলধন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতে খুচরা, কৃষি এবং কর্পোরেট খাতে ঋণের চাহিদা বাড়তে থাকায় SBI-র মতো বড় ব্যাংকগুলি এখন তাদের মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত (Capital Adequacy Ratio) নিয়ন্ত্রক সীমার অনেক উপরে রাখার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, পাশাপাশি উচ্চমানের ঋণ বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত অর্থের জোগান নিশ্চিত করছে। ব্যাংকের বোর্ড অনুমোদনকে তাৎক্ষণিক মূলধন আহ্বান হিসেবে নয়, বরং আর্থিক নমনীয়তা বৃদ্ধির একটি প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। শিল্প পর্যবেক্ষকদের মতে, বহু বৈশ্বিক ব্যাংকই অনিশ্চিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশে বহু-বছরভিত্তিক তারল্য পরিকল্পনার জন্য এমন অনুমোদন নিয়ে থাকে। বাজার বিশেষজ্ঞরা আরও উল্লেখ করেছেন যে ঘোষণার সময়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বৈশ্বিক সুদের হারের ভবিষ্য গতিপথ এবং বাসেল নির্দেশিকার অধীনে পরিবর্তিত মূলধন নীতিমালা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে FY27-এর জন্য আগাম দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের ইঙ্গিত দিয়ে SBI সম্ভাব্য বাজার অস্থিরতার আগেই নিজেকে প্রস্তুত করছে, যাতে প্রতিকূল অবস্থায় হঠাৎ মূলধন সংগ্রহে বাধ্য হতে না হয়। লেনদেন চলাকালীন বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র কিন্তু নিয়ন্ত্রিত। কিছু বিনিয়োগকারী মনে করছেন, অতিরিক্ত মূলধন SBI-কে ডিজিটাল রূপান্তর কর্মসূচি আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে এবং আন্তর্জাতিক উপস্থিতি বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। অন্যদিকে, কিছু অংশগ্রহণকারী এখনও স্বল্পমেয়াদি আয় এবং প্রতিযোগিতামূলক ঋণ বাজারে মুনাফার স্থিতিশীলতার দিকে নজর রাখছেন।

গোপনে ইরানে লাভান দ্বীপের তেলঘাঁটিতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, সামনে বিস্ফোরক রিপোর্ট

১৩ মে ঃ মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে ফের চাঞ্চল্যকর দাবি সামনে এল। এতদিন বিশ্ববাসী জানত, ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক অভিযান চালাচ্ছে শুধু আমেরিকা ও ইজরায়েল। কিন্তু এবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের এক বিস্ফোরক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গোপনে ইরানের উপর হামলা চালিয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীও। লক্ষ্যবস্তু ছিল ইরানের লাভান দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধনাগার। সেই হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ‘ স্ট্রিট জার্নাল’-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৮ এপ্রিল অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ইরানের লাভান দ্বীপে হামলা চালায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। ওই দ্বীপে অবস্থিত তেল শোধনাগারটি ছিল ইরানের দশম বৃহত্তম তেল পরিশোধন কেঃদ্র। প্রতিদিন প্রায় ৬০ হাজার ব্যারেল তেল উপাদিত হত এই ঘাঁটি থেকে। হামলার ফলে ওই অঞ্চলে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয় বলে দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। সবচেয়ে তাপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই হামলা এমন এক সময়ে চালানো হয় যখন আমেরিকার তকালীন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতির বিষয়ে কূটনৈতিক আলোচনা চালাচ্ছিলেন। অর্থা একদিকে যুদ্ধ থামানোর বার্তা, অন্যদিকে গোপনে সামরিক হামলা- এই দ্বিমুখী পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

হামলার পর ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম আইআরআইবি একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেখানে লাভান দ্বীপের তেল শোধনাগারে হামলার কথা স্বীকার করা হয়। যদিও সরাসরি কারও

নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে ইরান এই হামলাকে কাপুরুষোচিত আক্রমণ বলে বর্ণনা করে এবং ক।। প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি দেয়। তেহরানের দাবি ছিল, তাদের অর্থনৈতিক ও জ্বালানি কাঠামোকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইরানের তরফে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও কুয়েতের উপর ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। আমিরশাহীর দাবি, ইরান তাদের উপর অন্তত ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৩৫টি ড্রোন নিক্ষেপ করেছিল। সেই হামলার জেরে উপসাগরীয় অঞ্চলে আতঙ্ক ছা।য়ে পা। এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ সতর্কতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এই সংঘর্ষ নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি আমিরশাহী, ইরান বা আমেরিকা। ফলে গোটা বিষয়টি ঘিরে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে। কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছা।য়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই রিপোর্ট সত্যি হয়, তবে তা মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে ব। পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। কারণ এতদিন ধরে উপসাগরীয় দেশগুলি প্রকাশ্যে ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক অভিযানে অংশ নেয়নি। বরং ইরানই বিভিন্ন সময় মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে হামলা বা প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। সেখানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ আরব রাষ্ট্রের গোপন সামরিক ভূমিকা সামনে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। লাভান দ্বীপ ইরানের জ্বালানি অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারস্য উপসাগরের কৌশলগত অবস্থানে থাকা এই দ্বীপ দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের তেল রফতানির অন্যতম কেঃদ্র। ফলে ওই তেলঘাঁটিতে হামলা মানে সরাসরি ইরানের অর্থনৈতিক কাঠামোয় আঘাত। বিশ্লেষকদের মতে, এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইরানের জ্বালানি সরবরাহ ও অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে দুর্বল করা। এছা।াও, এই ঘটনার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন জোট রাজনীতির ইঙ্গিতও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে ইরান-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে গোপন সমন্বয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, ইজরায়েল, আমেরিকা এবং উপসাগরীয় কিছু দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা ও গোয়েঃদা সহযোগিতা রয়েছে।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে এডভান্সড ওয়েদার মণিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে বর্ষাকালীন সুরক্ষার মজবুতকরণ

মালিগাঁও, ১৩মেঃ বর্ষাকালে রেলওয়ে সুরক্ষাও দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি মজবুত করার লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে তার নেটওয়ার্কের বিপজ্জন ক স্থানগুলোতে অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন (এডব্লিউএস) স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো নির্ভুল ও রিয়েল-টাইমওয়ে দার পূর্বাভাস নিশ্চিত করা, যাবন্যা, ভূমিধস এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার পরিস্থিতি তে যথাসময়ে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব করে তোলে। উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে-এর অধীনে কৌশল গতভাবে চিহ্নিত বিপজ্জনক স্থানগুলোতে মোট নয়টি অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে। এই স্থানগুলোর মধ্যে অসমের লামডিং-বদরপুর সেকশন, মিজোরামের সংযোগকারী কাটাখাল-সাইরাং সেকশন এবং মণিপুরের জিরিবাম-খংসাংসেকশন রয়েছে। বর্ষাকালে এইস্থানগুলো ভারী বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং ভূমিধসের জন্য বিশেষ ভাবে বিপজ্জনক তাই নিরাপদ ট্রেন চলাচলের স্বার্থে আবহাওয়ার নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য।

অবধ সুগার অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড-র আর্থিক ফলাফল নথিবদ্ধ

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩ই মেঃ অবধ সুগার অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড -এর পরিচালনা পর্ষদ, গত ১২ই মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক এবং আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফল নথিবদ্ধ করেছে।

আর্থিক সারসংক্ষেপঃ (২০২৬ আর্থিক বছরের চতুর্থ প্রান্তিক)

Q4 FY26-এ মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৬৭২ কোটি টাকা, যা Q4 FY25-এর ৬৭৮ কোটি টাকার তুলনায় কিছুটা কম। Q4 FY26-এ EBITDA দাঁড়িয়েছে ১২১ কোটি টাকা, যা Q4 FY25-এর ১৪৯ কোটি টাকার তুলনায় কম। Q4 FY26-এ PAT (কর-পরবর্তী মুনাফা) দাঁড়িয়েছে ৫৬ কোটি টাকা, যা Q4 FY25-এর ৭২ কোটি টাকার তুলনায় কম। FY26 (২০২৬ আর্থিক বছর) FY26-এ মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২,৬৯৯ কোটি টাকা, যা FY25-এর ২,৬৩৯ কোটি টাকার তুলনায় বেশি।

FY26-এ EBITDA দাঁড়িয়েছে ২২৬ কোটি টাকা, যা FY25-এর ২৮০ কোটি টাকার তুলনায় কম। FY26-এ PAT দাঁড়িয়েছে ৫৭ কোটি টাকা, যা FY25-এর ৮৮ কোটি টাকার তুলনায় কম।

পর্ষদ FY26-এর জন্য শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (Face Value) ১০০ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে অর্থাৎ, প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ১০ টাকা। ফলাফলের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে অবধ সুগার অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেডের সহ-চেয়ারপারসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সি.এস. নোপানি বলেন-স্বল্পমেয়াদী পরিচালন ও ব্যয় সংক্রান্ত চাপ সত্ত্বেও উত্তর প্রদেশের চিনি এবং ইথানল খাত ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। যদিও আখের ফলন ও প্রাপ্যতার স্বল্পতা, চিনিকলগুলোর নির্ধারিত সময়ের আগেই বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং আবহাওয়াজনিত কারণে রিকভারি বা চিনি আহরণের হারে তারতম্যের ফলে চিনি উপাদন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে তবুও সম্প্রতি আখের সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধি চিনিকলগুলোর মুনাফার হার বা ‘ কমিয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে-যদি না চিনির বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এই চাপ সামাল দেওয়া যায়।

NAME CHANGE

I, Mahabul Shaikh (Old name) S/o-Gajlur Rahaman Sekh, Resident at Vill-Kalabaria, Po-Baliadanga, Ps-Karimpur, Dist-Nadia, 741152 West Bengal. I have changed my name Mahabul Shaikh to Mahabul Sekh (New name) I shall be known as Mahabul Sekh vide affidavit no. 16AC 372498 before the Notary at Berhampore on 13/05/2026 Mahabul Sekh & Mahabul Shaikh same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mir Aannam Ali (Old name) S/o-Mir Golam Ali, Resident at Vill-Masundi Paschimpara, Po-Masundi, Ps-Bharatpur & Dist-Murshidabad, 742301 West Bengal. I have changed my name Mir Aannam Ali to Mir Allam Ali (New name) I shall be known as Mir Allam Ali vide affidavit no.16AC 372500 before the Notary at Berhampore on 13/05/2026 Mir Aannam Ali and Mir Allam Ali same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Haidar Ali (Old name) S/o-Jaynal Sarkar, Resident at Vill & Po-Shaikhpara Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, 742308 West Bengal. I have changed my name Haidar Ali to Md Haidar Ali (New name) I shall be known as Md Haidar Ali vide affidavit no. 16AC 372501 before the Notary at Berhampore on 13/05/2026. Haidar Ali and Md Haidar Ali same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amrita Sarkar Biswas (Old Name) W/O–Uttam Biswas resident of 32/23/A Nemai Chay Bhai Lane, Po-Khagra, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742103 do hereby declared that I have changed my name from Amrita Sarkar Biswas to Amrita Sarkar and henceforth I shall be known as Amrita Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/05/ 2026. My name Amrita Sarkar & Amrita Sarkar Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahammad Seikh (Old Name) S/O–Ahasan Ali Mondal resident of Vill-Pradipdanga , Po-Jagannathpur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742165 do hereby declared that I have changed my name from Mahammad Seikh to Mahammad Sk and henceforth I shall be known as Mahammad Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/05/ 2026. My name Mahammad Sk & Mahammad Seikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hosen Ali (Old Name) S/O–Md Surat Ali resident of Vill-Dhanirampur , Po-Shibnagar , Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Hosen Ali to Md Hossain Ali and henceforth I shall be known as Md Hossain Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/05/ 2026. My name Md Hossain Ali & Hosen Ali both are same and one identical person

NAME CHANGE

I SEKH MIR HOSSAN (old name) wife of SEKH MAIDUL ISLAM residing at Majher Para Dakshin PO-Nibra PS-Domjur Dist-Howrah Pin-711409 West Bengal have changed my name shall be hens forth be known as SEKH MIR HOSSAIN (new name)at Notary Public Howrah court West Bengal affidavit date 13/05/2026. SEKH MIR HOSSAN (oid name) and SEKH MIR HOSSAIN (new name) are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Samsujjoha Seikh, Samsuzzoha Sk (Old name) S/o-Kalimuddin, Resident at Vill-Bagrepara, Po-Khoshbagh, Ps & Dist-Murshidabad, 742149 West Bengal. I have changed my name Samsujjoha Seikh, Samsuzzoha Sk to Samsujjoha Mondal (New name) I shall be known as Samsujjoha Mondal, vide affidavit no. 16AC 372499 before the Notary at Berhampore on 13/05/2026. Samsujjoha Mondal & Samsujjoha Seikh, Samsuzzoha Sk same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sekh Monaf Ali (Old Name) S/O–Sk Basiruddin Ali resident of Sekhpura, Mathurapur , Malda , West Bengal, Pin- 732203 do hereby declared that I have changed my name from Sekh Monaf Ali to Sk Monaf Ali and henceforth I shall be known as Sk Monaf Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/05/ 2026. My name Sk Monaf Ali & Sekh Monaf Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gajlur Rahaman Shaikh (Old name) S/o-Daud Ali Sekh, Resident at, Vill-Kalabaria, Po-Baliadanga, Ps-Karimpur, Dist-Nadia, 741152 West Bengal. I have changed my name Gajlur Rahaman Shaikh to Gajlur Rahaman Sekh (New name) I shall be known as Gajlur Rahaman Sekh vide affidavit no.16 AC 372497 before the Notary at Berhampore on 12/02/2026 13/05/2026 Gajlur Rahaman Sekh & Gajlur Rahaman Shaikh same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Chirag Tarun Mehta (Old Name) S/o Tarun Mehta Residing at Diamond City West, Tower - 2, Flat - 10G, H,18, Ho Chi Minh Sarani, Behala, District - South 24 Parganas, Pin - 700061, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Chirag Tarun Mehta (Old Name) to Chirag Mehta (New Name) and henceforth I shall be known as Chirag Mehta (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Chirag Mehta (New Name) and Chirag Tarun Mehta (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Ezhar (Old Name) S/o Md Aziz Residing at 19C, Miajan Ostagar Lane, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Mohammad Ezhar (Old Name) to Md Ezhar (New Name) and henceforth I shall be known as Md Ezhar (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Md Ezhar (New Name) and Mohammad Ezhar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gulzar Mohammad (Old Name) S/o Md Ezhar Residing at 19C, Miajan Ostagar Lane, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Gulzar Mohammad (Old Name) to Md. Gulzar (New Name) and henceforth I shall be known as Md. Gulzar (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Md. Gulzar (New Name) and Gulzar Mohammad (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Chandan Kumar Jain (Old Name) S/o Ashok Kumar Jain Residing at Vivek Vihar Phase 5 Block7, Flat - 5D, 493/C/A G T Road South, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Chandan Kumar Jain (Old Name) to Chandan Jain (New Name) and henceforth I shall be known as Chandan Jain (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Chandan Jain (New Name) and Chandan Kumar Jain (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jai Raj Godhwani (Old Name) S/o Sobha Raj Godhwani Residing at Eastern Heights 50 Christopher Road, Gobinda Khatick Road, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Jai Raj Godhwani (Old Name) to Jairaj S Godhwani (New Name) and henceforth I shall be known as Jairaj S Godhwani (New Name) in all purpose, vide affidavit no 63/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Jairaj S Godhwani (New Name) and Jai Raj Godhwani (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najeeba Reza (Old Name) W/o Wasim Reza Residing at H-29, Garden Reach Road, 2nd floor, Opp. State Bank, Metiabruz, Vtc - Kolkata, District - Kolkata Pin - 700024, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Najeeba Reza (Old Name) to Najeeba Kareem (New Name) and henceforth I shall be known as Najeeba Kareem (New Name) in all purpose, vide affidavit no 60/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Najeeba Kareem (New Name) and Najeeba Reza (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shajahan Begum, Shajahan (Old Name) D/o Akhtar Ali Residing at No 13, 2nd Main Road Basavanagar, K G Halli, Vtc - Bangalore North, P.o - Arabic College, District - Bengaluru, Pin - 560045, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shajahan Begum, Shajahan (Old Name) to Shahjahan Begum (New Name) and henceforth I shall be known as Shahjahan Begum (New Name) in all purpose, vide affidavit no 61/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Shahjahan Begum (New Name) and Shajahan Begum, Shajahan (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Karim, Mohammed Karim (Old Name) S/o Abdul Azeem Residing at No 13 1st Floor, 3rd Cross Ayappa Layout, Shampur, Vtc - Bangalore North, P.o - R T Nagar, District - Bengaluru, Pin - 560032, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md Karim, Mohammed Karim (Old Name) to Mohammed Kareem (New Name) and henceforth I shall be known as Mohammed Kareem (New Name) in all purpose, vide affidavit no 62/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Mohammed Kareem (New Name) and Md Karim, Mohammed Karim (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Farhin Khatun W/o Ahamad Mondal Residing at Dongabathan, P.o - Golta,P.s - Arambagh, District - Hooghly, Pin - 712615, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my minor daughter name from Lena Ahamad, Lina Mondal (Old Name) to Leena Ahamad (New Name) and henceforth I shall be known as Leena Ahamad (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Lena Ahamad, Lina Mondal (Old Name) and Leena Ahamad (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Farhin Khatun W/o Ahamad Mondal Residing at Dongabathan, P.o - Golta, P.s - Arambagh, District - Hooghly, Pin - 712615, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my minor daughter name from Tamanna Ahamed, Tamanna Mondal (Old Name) to Tamanna Ahamad (New Name) and henceforth I shall be known as Tamanna Ahamad (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Tamanna Ahamed, Tamanna Mondal (Old Name) and Tamanna Ahamad (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shahid Akhter (Old Name) S/o Jamil Akhtar Residing at 105/3D, Karaya Road, P.o - Circus Avenue, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shahid Akhter (Old Name) to Shahid Akhtar (New Name) and henceforth I shall be known as Shahid Akhtar (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Shahid Akhtar (New Name) and Shahid Akhter (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sariful Islam Molla (Old Name) S/o Nurmahammad Molya Residing at Vill - Serpur, P.o - Chak Borali, P.s - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sariful Islam Molla (Old Name) to Sariful Islam (New Name) and henceforth I shall be known as Sariful Islam (New Name) in all purpose, vide affidavit no 31354 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore on Dated 06-04-2026. Sariful Islam (New Name) and Sariful Islam Molla (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Madhu Choudhury, Madhu Chaudhury (Old Name) W/o Rakesh Choudhury D/o Arun Kumar Modi Residing at 54 Sukumar Ghosh Road, Nandan Nagar, P.s - Belghoria, District - North 24 Parganas, Pin - 700083, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Madhu Choudhury, Madhu Chaudhury (Old Name) to Madhu Choudhary (New Name) and henceforth I shall be known as Madhu Choudhary (New Name) in all purpose, vide affidavit no 68/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Madhu Choudhary (New Name) and Madhu Choudhury, Madhu Chaudhury (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rakesh Chaudhury (Old Name) S/o Shyam Sundar Choudhury Residing at 54 Sukumar Ghosh Road, Nandan Nagar, P.s - Belghoria, District - North 24 Parganas, Pin - 700083, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Rakesh Chaudhury (Old Name) to Rakesh Choudhury (New Name) and henceforth I shall be known as Rakesh Choudhury (New Name) in all purpose, vide affidavit no 69/2026 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Rakesh Choudhury (New Name) and Rakesh Chaudhury (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Farhin Mondal (Old Name) W/o Ahamad Mondal Residing at Dongabathan, P.o - Golta, P.s - Arambagh, District - Hooghly, Pin - 712615, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Farhin Mondal (Old Name) to Farhin Khatun (New Name) and henceforth I shall be known as Farhin Khatun (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 13-05-2026. Farhin Khatun (New Name) and Farhin Mondal (Old Name) both are same and one identical person.

গ্রীষ্মের মরশুমে মাটির কলসি তৈরি করে বাড়তি লাভের আশায় মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দকুমার, ১৩ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কুম্ভকারেরা সারা বছর নানান ধরনের মাটির পাত্র তৈরি করে থাকেন। তবে গ্রীষ্মের মরশুমে বাড়তি লাভের আশায় মৃৎশিল্পীরা বিশেষ ধরণের জলের পাত্র তৈরি করছেন। এই জলের পাত্রগুলির বিক্রিও হচ্ছে ভাল পরিমাণে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ও তমলুক এলাকার মৃৎশিল্পীদের তৈরি এই পাত্রগুলি এখন জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে। প্রখর গরমে হাঁসফাঁস করছে রাজ্যবাসী। এই পরিস্থিতিতে ঠান্ডা জলের খোঁজে অনেকেই ভরসা করছেন ফ্রিজের ওপর। তবে চিকিৎসকরা বলছেন, ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠান্ডা জল শরীরের পক্ষে সবসময় ভাল নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি উপকারী মাটির কলসিতে সংরক্ষিত জল। আর সেই কারণেই পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করেছে মাটির কলসির চাহিদা। মাটির কলসি প্রাকৃতিক উপায়ে জল ঠান্ডা রাখে। কলসির গায়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে সামান্য জল বাইরে বেরিয়ে বাষ্পীভবন ঘটিয়ে ভিতরের জলকে ঠান্ডা রাখে। এতে জল তার প্রাকৃতিক গুণাগুণও বজায় রাখে। ফ্রিজের অতিরিক্ত ঠান্ডা জল হজমের সমস্যা, গলা ব্যথার সমস্যা হয়। অন্যদিকে, মাটির কলসির জল শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি থাকে, ফলে তা পান করলে শরীর ভিতর থেকে ঠান্ডা হয়, হজমশক্তি বাড়ে এবং গ্রীষ্মের দাবদাহে স্বস্তি মেলে। তাই গরমে মাটির কলসির বা মাটির জলের কুঁজোর বিক্রি বাড়ছে। মাটির কলসির চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই লাভের মুখ দেখছেন কুম্ভকাররাও। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার, তমলুক, ময়না-সহ বিভিন্ন এলাকার জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে বসে তাঁরা কলসি বিক্রি করছেন। এক কুম্ভকার জানান, সারা বছর টব, প্রদীপ, পুজোর সামগ্রী তৈরি করি। কিন্তু এই গরমের মরশুমে প্রচুর কলসির অর্ডার পাচ্ছি। বাড়িতে দিনরাত কলসি তৈরির কাজ চলছে। আর এখন বিক্রিও ভাল হচ্ছে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে মাটির কলসি কেনার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। কারণ, একদিকে যেমন এটি স্বাস্থ্যকর, অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে দামে সস্তাও। মাটির কলসি ছাড়াও মাটির বোতলের বিক্রিও বেড়েছে। স্বাস্থ্যসচেতনতার এই নবজাগরণে বর্তমানে মাটির জলের পাত্র কিনছে শহুরে মানুষেরা। ফলস্বরূপ এই গ্রীষ্মকালে রোজগার বেড়েছে কুম্ভকারদের।

পৌর পরিষেবার অচলাবস্থা কাটাতে পৌরপতির সাথে সাক্ষাৎ বিধায়িকার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ মে ঃ বর্ষার আগে শহরের নিকাশি, পানীয় জল ও সাফাই পরিষেবা নিয়ে তৎপরতা বাড়াতে বর্ধমান পৌরসভায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন বর্ধমান দক্ষিণের নবনির্বাচিত বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র।

বুধবার দুপুরে পৌরসভায় পৌঁছে তিনি চেয়ারম্যান ও আধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং নাগরিক পরিষেবায় কোনওরকম গাফিলতি না করার কড়া বার্তাও দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার সহ জয়রঞ্জন সেন, তাপস মাকর-সহ অন্যান্য আধিকারিকগন। শুরুতেই বিধায়িকাকে কে ফুলের তোড়া, দুর্গামূর্তি, কলম ও মিষ্টি দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান পৌরপতি। এরপরই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমস্যা ও পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষাকে সামনে রেখে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার রাখা, জল জমার সমস্যা মোকাবিলা, নিয়মিত আবর্জনা অপসারণ এবং পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার উপর জোর দেন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। তিনি জানান, এখনও তিনি বিধায়িকা হিসাবে শপথ নেন নি, তাই সরকারি কাজে এখনও তিনি হস্তক্ষেপ করছেন না। কিন্তু বর্ধমানবাসীর সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এদিন তিনি পৌরপতির সাথে দেখা করতে আসেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার দ্রুত সমাধানে পৌর প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে। বৈঠকে বিধায়ক স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মানুষ আমাদের উপর ভরসা করে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনওরকম অবহেলা মেনে নেওয়া হবে না। মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধান করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, শহরের ৩৫টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে মেজাজ হারালেন বিজেপির বিধায়ক ধ্রুব সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৩ মে ঃ হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীর সুপার ভাইজার এবং প্রিন্সিপ্যালকে ধমক দিলেন রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ধ্রুব সাহা। ঠান্ডা ঘরে বসে না থেকে হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন বিজেপি বিধায়ক। বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র এবার ডেপুটি স্পিকার, তৃণমূলের আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে জয়ী হন বিজেপির ধ্রুব সাহা। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে ফিরে বুধবার দুপুরে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান ধ্রুব সাহা। সঙ্গে ছিলেন দলের বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী রশ্মি দে, জেলা সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মণ্ডল। প্রথমে এমএসভিপি, প্রিন্সিপ্যাল সহ কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর সকলকে নিয়ে পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। কথা বলেন রোগী ও তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে মেজাজ হারান বিধায়ক ধ্রুব সাহা। ক্ষোভ প্রকাশ করেন মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী রশ্মি দে। বিভিন্ন জায়গায় মাকড়সার ঝুল, বাথরুমের জল উপচে পড়ছে বিভিন্ন বিভাগের রাস্তায়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কেন অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সেটা জানতে চান বিধায়ক। অবিলম্বে হাসপাতাল পরিষ্কারের নির্দেশ দেন তিনি। ধ্রুব সাহা বলেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর। হাসপাতালের দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা কেউ নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন না। হাসপাতালে সিকিউরিটি রাজ চলছে। সাফাই কর্মীদের বেতনের অভিযোগ আছে। তারা বেতন পাচ্ছেন না। সাতদিন পর ফের হাসপাতাল পরিদর্শন করব। তারপরও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখলে সরকারের কাছে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানাব। হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা স্বীকার করে নেন প্রিন্সিপ্যাল করবী বড়াল। তিনি বলেন, অনেকদিন পর যৌথভাবে পরিদর্শন করা হল। আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর আরও জোর দিতে হবে। আশা করছি আমরা সফলে দিকে এসব নজর দেব।

বস্ত্র দান জগন্নাথ জীউ সেবা সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৩ মে ঃ এগরা পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রিন্স ক্লাব আয়োজিত ৪০ তম বর্ষের শ্রী শ্রী সন্তোষী মাতার পুজো উপলক্ষে সান্ধ্যকালীন সেবা কর্মসূচি ছিল সোমবার। অনুষ্ঠানের চতুর্থ দিনে উপস্থিত ছিলেন বালিঘাই জগন্নাথ জীউ সেবা সমিতির কর্ণধার সমাজসেবী আশীষ ধাওয়া। তিনি তার বক্তব্যে সন্তোষী মায়ের পৌরাণিক উপত্তির ইতিহাস তুলে ধরে উপস্থিত সকলকে সমৃদ্ধ করেন। পাশাপাশি ৪০ জন দুস্থতে পৌর নাগরিকদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন সেবা সমিতির সভাপতি সুকুমার খাটুয়া, সেবকুমার পণ্ডা, পুরসভার বিরোধী দলনেতা অশ্বিকেশ দাস, আয়োজক সংস্থা সভাপতি সুমিত রঞ্জন দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান আয়োজক পূজা কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মাইতি।

শিয়ালদা-লালগোলা রুটে ফিরছে শৌচাগার সহ 'মেমু', স্বস্তিতে লক্ষাধিক যাত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ মে ঃ দীর্ঘ প্রায় এক বছরের ভোগান্তির পর অবশেষে সুখবর শোনাল পূর্ব রেল। শিয়ালদা-লালগোলা শাখায় ফের চালু হচ্ছে শৌচাগার-সহ 'মেমু' প্যাসেঞ্জার ট্রেন। আগামী ১৪ মে থেকেই লাইনে নামছে ৭টি 'মেমু' রেক। ১২ মে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ব রেল জানিয়েছে, শিয়ালদা-লালগোলা এবং শিয়ালদা-রানাঘাট শাখায় মোট ৭টি প্যাসেঞ্জার ট্রেন 'মেমু' রেকে চলবে। প্রতিটি ট্রেনেই থাকছে শৌচাগারের সুবিধা। এই ট্রেনগুলি হল, ৬৩১০৫ শিয়ালদা-লালগোলা প্যাসেঞ্জার, ৬৩১৩৪ লালগোলা-রানাঘাট প্যাসেঞ্জার, ৬৩১৩৩ রানাঘাট-লালগোলা প্যাসেঞ্জার, ৬৩১০৪ লালগোলা- শিয়ালদা প্যাসেঞ্জার, ৬৩১৭৭ শিয়ালদা- লালগোলা প্যাসেঞ্জার, ৬৩১০৮ লালগোলা-শিয়ালদা প্যাসেঞ্জার, ৬৩১০৭ শিয়ালদা-লালগোলা, ৬৩১০৬ লালগোলা-শিয়ালদা প্যাসেঞ্জার। তবে আপাতত ৬৩১০১ কলকাতা-লালগোলা এবং ৬৩১০২ লালগোলা-কলকাতা 'মেমু' প্যাসেঞ্জারের বদলে কয়েকদিন ইএমইউ রেক দিয়ে পরিষেবা চলবে বলে জানানো হয়েছে। প্রায় ২৩০ কিমি দীর্ঘ এই শাখায় বর্তমানে যে ট্রেনগুলো চলে তার মধ্যে ভাগীরথী এক্সপ্রেস, হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস, ধনধান্য এক্সপ্রেস সহ আরও কয়েকটি ট্রেনে শৌচাগার থাকলেও, এই শাখার বেশিরভাগ ট্রেনে শৌচাগার থাকছিল না বলে যাত্রীদের অভিযোগ ছিল। প্রসঙ্গত, গত বছর মে মাসে রেল বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়, শিয়ালদা-লালগোলা শাখা থেকে ১১ টি 'মেমু' তুলে নিয়ে 'ইএমইউ' চালানো হবে। সূত্রের খবর, সেই সময় শিয়ালদা লালগোলা শাখা থেকে 'মেমু' ট্রেনগুলি তুলে নিয়ে সেগুলি হাওড়া ডিভিশনে হাওড়া-কাটোয়া লাইনে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পূর্ব রেলের তরফে। সমস্যার সূত্রপাত তখনই। ইএমইউ রেকগুলোতে কোনও শৌচাগার না থাকায় পূর্ব রেল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল যে, ওই ট্রেনে যাত্রীদের প্রকৃতির ডাকে সাড়ে দেওয়ার জন্য কৃষ্ণনগর স্টেশনে একাধিক ট্রেনকে ১৯-৩২ মিনিট পর্যন্ত দাঁড় করানো হবে। যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত যাত্রীরা প্রয়োজনমতো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারেন। রেলের এই নির্দেশিকা জারি করার পরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। সেই সময় বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র এবং মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ সহ একাধিক রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন এই 'অমানবিক' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন। রেলকর্তা ও তৎকালীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকালীন দুই বিজেপি বিধায়ক। পরে চাপের মুখে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করেছিল রেল। তবুও কিছু ট্রেন ইএমইউ কোচ দিয়েই চলছিলই। ফলে যাত্রীদের হয়রানি পুরোপুরি মেটেনি। শিয়ালদা- লালগোলা শাখায় প্রতিদিন প্রচুর বয়স্ক মানুষ এবং কলকাতায় উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজনে অনেক রোগীকে যাতায়াত করতে হয়। লালগোলা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত প্রায় ২৩০ কিমি যাত্রাপথে ট্রেনে শৌচাগার না থাকায় তাঁরা প্রচন্ড সমস্যার মধ্যে পড়তেন। এবার ৭টি ট্রেনে শৌচাগার ফিরে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস শিয়ালদা-লালগোলা শাখার যাত্রীদের মধ্যে। গৌরীশংকরবাবু বলেন, লালগোলা-শিয়ালদা শাখায় বেশিরভাগ ট্রেনে শৌচাগার না থাকায় এই শাখার যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। আমি এবং বহরমপুরের বিধায়ক সুব্রত মৈত্র যাত্রী অসন্তোষের বিষয়টি শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম-কে জানিয়েছিলাম। সেই সময় আমাদের বলা হয়েছিল নতুন কোচ এলেই এই শাখায় 'মেমু' ট্রেন পুনরায় চালু করা হবে। তিনি বলেন ,ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রী যাত্রী সাচ্ছন্দ্য নিয়ে সবসময়ই ভাবছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় এবং রেল দপ্তরের কর্তাদের উদ্যোগে দীর্ঘদিন পর শিয়ালদা- লালগোলা শাখায় যাত্রী অসন্তোষ দূর হলো। আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পথ প্রশস্ত করার সাথে উন্নতকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৩০ অফ ২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **কাজের নামঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে লামডিঙের মিস্ত্রী পট্টি, ডিটিএস হিল, লোয়ার বাবু পট্টি, একাউন্টস কলোনি, মেডিক্যাল কলোনী, চতুর্দিকের এলাকার সাথে নর্দমার পথ উন্নতকরণ এবং পথ প্রশস্ত করার কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ১,৯৪,৩২,০৫২.৮৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ** ৩,৮৮,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গাইড বাঁধের নির্মাণ এবং সুরক্ষা কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ০৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে **তারিখঃ ১১-০৫-২০২৬।** নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ০১-এপি-III-২০২৬। কাজের নামঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/এমবিজেড অধিক্ষেত্রের অধীনের সিভক-বাগ্রাকোটের মধ্যের ৩৭/৭-৯ কিলোমিটার স্থিত লীস নদীর ওপরে সেতু নং. ৭৯ এর আপষ্ট্রীমে আরজিবির সম্প্রসারণের সঙ্গে গুলমা-সিভকের মধ্যের ২২/৫-৭ কিলোমিটারে স্থিত সেতু নং. ৪০ এর সুরক্ষা কাজের সাথে গাইড বাঁধের নির্মাণ। **টেণ্ডার রাশিঃ ৫,৭৮,৭৯,৮০১.০২/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ১১,৫৭,৬০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৬-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ই-সিপিএম-জিএসইউ-এডিআরএ-২০২৬-০২, তারিখ ঃ **১১.০৫.২০২৬।** ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার/গতি শক্তি ইউনিট, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত **এবিবিএস কাজের জন্য ০১ (এক)**টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নংঃ ই-সিপিএম-জিএসইউ-এডিআরএ-২০২৬-০২। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে গতি শক্তি ইউনিটের জন্য জেনারেল কনসালট্যান্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব আহ্বান (আরএফপি)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৯১,০৯,১৩৬ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫.০৬.২০২৬ বেলা ৩টা।** উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। (PR-161)

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/২৮ অব ২০২৬; তারিখঃ ০৭-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/সাউথ/লামডিং-এর অধীক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন কলোনিতে গার্লস উইংস লোকো কলোনি থেকে আরইউবি রিলিফ ইয়ার্ড কলোনি পর্যন্ত সংযোগকারী সড়কসমূহের মেরামত কাজ এবং বিভিন্ন কনোনিতে সড়কের পাশের শক্তিশালীকরণ **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৬২,৯৭,১১২.৮৪ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৩,২৬,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ০৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রেলপথ ও ট্রেনের ঊর্ধ্বেঃ তীব্র গরম মোকাবিলা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে পূর্ব রেলওয়ের বহুমুখী কৌশল

কলকাতা, ১৩ মে ঃ ৮৫ বছর বয়সী ললিতা ঘোষের (নাম পরিবর্তিত) কাছে একসময় ট্রেন ভ্রমণ ছিল ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। কিন্তু বাংলার গ্রীষ্মের প্রখর রোদের কথা ভেবেই তাঁর মনে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ত। তাঁর স্মৃতিতে এখনও টাটকা-তীব্র গরম, পর্যাপ্ত প্রতীক্ষালয়ের অভাব এবং পাখা বা ঠান্ডা জলের অপ্রতুলতা তাঁকে তাঁর বয়সের ভার প্রতি মুহূর্তে অনুভব করাত। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, আগে গরমের ভয়ে ট্রেন ভ্রমণে আতঙ্ক হতো। বসার জায়গা বা পর্যাপ্ত ছায়া ছিল না, আর দীর্ঘ প্রতীক্ষা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকতাম। তবে পূর্ব রেলওয়ের চিত্রটি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং গত এপ্রিল মাসটি এই সাফল্যে এক নতুন পালক যোগ করেছে। সম্প্রতি ললিতা দেবী যখন প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেন, এক সতেজ হাওয়া এবং রেলের বিশেষ যত্ন তাঁকে আপ্লুত করে তোলে। তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান যে, তাঁর মতো যাত্রীদের জন্য এখন ট্রেন ভ্রমণ অনেক সহজ ও আরামদায়ক হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় এটি পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকরের দূরদর্শী নেতৃত্বে পরিচালিত মাসব্যাপী এক বিশাল মিশনের ফসল। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা মোকাবিলায় এপ্রিল মাসে পূর্ব রেলওয়ে অঞ্চলজুড়ে ৭৮টি নতুন ওয়াটার কুলার স্থাপন করেছে, যার মধ্যে শিয়ালদহে ৬টি, মালদহে ৬টি এবং আসানসোল বিভাগে উল্লেখযোগ্যভাবে ৬৬ টি দেওয়া হয়েছে। মালদহ বিভাগের রাজমহল স্টেশনে যাত্রীদের আরামের জন্য প্ল্যাটফর্মে চারটি নতুন এয়ার-সার্কুলেটিং ফ্যান লাগানো হয়েছে এবং জঙ্গিপুর রোড স্টেশনের এবিএসএস (ABSS) ভবনে পাঁচটি স্পিল্ট এসি বসানো হয়েছে। এমনকি মুঙ্গের স্টেশনে একটি নতুন ২ এইচপি সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে পানীয় জলের মৌলিক প্রয়োজনটিও পূরণ করা হয়েছে। রাতের যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ এখন আরও উজ্জ্বল ও নিরাপদ, কারণ শিয়ালদহ ও মালদহ বিভাগের অধিক ভিড় হওয়া ১০টি স্টেশনে আলোর মান উন্নত করা হয়েছে এবং উখড়া ইয়ার্ড ও নিউ স্টক সাইডিং ইয়ার্ডে সাতটি হাই- মাস্ট টাওয়ার চালু করা হয়েছে। নিরাপত্তা ও দক্ষতার প্রতি পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র পরিকাঠামোতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কর্মীদের কল্যাণেও বিস্তৃত। এই মাসে শিয়ালদহ, আসানসোল, হাওড়া, মালদহ, জামালপুর, লিলুয়া এবং কাঁচরাপাড়া অঞ্চলে ২,৪৬১টি শক্তি-সাশ্রয়ী বিএলডিসি সিলিং ফ্যান বিতরণ করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে মালদহে ২৪ টি ২-টনের স্পিল্ট এসি এবং শিয়ালদহে নয়টি স্টার-রেটেড এসি লাগানো হয়েছে। তালঝারি, ধরহরা এবং মুঙ্গের স্টেশনে নতুন ট্রান্সফরমার এবং আসানসোলের কোচিং কমপ্লেক্সগুলিতে তিনটি নতুন এলটি প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বড় ধরনের উন্নতি করা হয়েছে।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মালদহে ৪০৫টি রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত আর্থিং পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে এবং রেল আবাসনে ৯৬টি স্মার্ট প্রি-পেইড এনার্জি মিটার দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্রত্যন্ত হল্ট স্টেশনগুলিতেও উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে-জগদীশপুর, বেলা হল্ট এবং তেলিয়া স্টেশনের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বারহারওয়া, তিলডাঙ্গা ও মণিগ্রাম স্টেশনে জরুরি ইনভার্টার সরবরাহ করা হয়েছে। এই সাফল্যগুলো তুলে ধরে পূর্ব রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, তাঁদের লক্ষ্য কেবল ট্রেন চালানো নয়, বরং মানুষের মন জয় করা এবং প্রতিটি যাত্রী যাতে ঘরের মতো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তা নিশ্চিত করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রতিটি পাখা, ওয়াটার কুলার এবং আলোকবর্তিকা সাধারণ মানুষের জন্য এক নিরাপদ ও হৃদয়স্পর্শী ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তৈরির একেকটি পদক্ষেপ। আজ ললিতা দেবী যখন স্বাচ্ছন্দ্যে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করেন, তিনি সেই লক্ষ লক্ষ যাত্রীর প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন যাঁদের জন্য পূর্ব রেলওয়ে একটি কঠিন যাত্রাকে সার্থক ও আরামদায়ক করে তুলেছে।

ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/এএলটি./২০২৫-২৬/৮৯ আরটি-২, তারিখ ঃ ০৯-০৫-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর** ঃ ইএল/১/ডিবি/ডব্লিউ/১/এএলটি./২০২৫-২৬/৮৯ আরটি-২; **কাজের নাম ঃ** ডিব্রুগড়ে-দুই বছর মেয়াদে ২৫ কেডব্লিউ অল্টারনেটর তার অ্যাক্সেল পুলি ও বেল্ট টেনশনিং ডিভাইসসহ স্ট্রিপিং এবং ২৫ কেডব্লিউ অল্টারনেটর ও বেল্ট টেনশনিং ডিভাইস ওভারহলিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৬৪,৮০০/- টাকা জিএসটি সহ; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০২-০৬-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ০২-০৬-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিইই, মেক. ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আমমোক্তারনামা

সাজিবুল সেখ, পিতা- নইমুদ্দিন সেখ, সাং- কাঁকুড়িয়া, পোঃ- মিঞাপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **জঙ্গীপুর** A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৫ সালে Book-I, 16603 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **টিপু সুলতান** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সাগরদিঘী থানার **১১৩ নং কাঁকুড়িয়া মৌজাস্থিত এল. আর, ৮৮১ নং দাগের এল. আর, ৯৩৭ নং খতিয়ানের মোট ৮.৪৫ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. SAGARDIGHI অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/DG(S_D)/KUD/P19A/2025-26
Name of work : **Through repairing, painting and other ancillary civil works at Kudghat Pumping Station.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,13,339.86.** Earnest Money : **Rs. 8,600.00.** Period of Completion : **30 Days.** Bid submission start date (online): **16.05.2026 at 2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **25.05.2026 at 2 p.m.** Date of opening of technical bid (online): **29.05.2026 at 2 p.m.** The bid documents and other details are available on and from **16.05.2026 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: LTG/478/40/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Annual operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-40, under Br-V.** Estimate Amount: **Rs. 4,96,387.00.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last date and time of Submission of bid: **28.05.2026** up to **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.05.2026** at **6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. C.E (M)/Sewer cleansing wing under S&D Department, KMC invites e-tender online for following works:
1. NIT No.: KMC/S_D/SCD(C)/2026-27/02
Name of the work : **Repairing and replacement of damaged components of Jetting cum Suction Machine (standard size) having vehicle no. WB-05A-0667, WB-05A-0680 and WB-05A-0673 under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **NA.** Earnest Money : **Rs. 5,600.00.** Period of Completion : **15 Days.**
2. NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2026-27/01
Name of the work : **Repairing and replacement of various damaged components of Gully pit emptier machine having vehicle no. WB 05 6489 and WB 05 6538 under Sewer Cleansing Central.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **NA.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**
Last date and time of submission of bid: **28.05.2026 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **18.05.2026 (9 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

18/26-27

কারখানায় ভয়াবহ আগুন, ভস্মীভূত কোটি টাকার আসবাবপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মে ঃ বুধবার সাতসকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার পতিরাম জোত এলাকা। এদিন ভোরে ওই এলাকার অনিল নগরে অবস্থিত একটি পুরোনো আসবাবপত্রের কারখানায় আগুন লাগলে মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় কয়েক কোটি টাকার আসবাবপত্র ও মেশিনারি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে বলে দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে এলাকাবাসীরা প্রথম কারখানার ভিতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কারখানায় দাহ্য বস্তু মজুত থাকায় আগুন দ্রুত বিধ্বংসী রূপ নেয়। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও এলাকাটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি এবং যাতায়াতের রাস্তা সরু হওয়ায় দমকলের বড় ইঞ্জিনগুলো সময়মতো পৌঁছাতে পারেনি। রাস্তার সমস্যার কারণে বেশ কিছুক্ষণ উদ্ধারকার্য ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে একটি ছোট ইঞ্জিন বিকল্প রাস্তা দিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। কারখানা মালিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ফলে কারখানায় মজুত থাকা প্রচুর পরিমাণ তৈরি আসবাবপত্র এবং কাঁচামাল নষ্ট হয়ে গেছে, যার বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তবে শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল আধিকারিকরা।

পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তোলার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৩ মে ঃ আলু সহ অন্যান্য সবজি, ফল উৎপাদনকারী চাষী ও ব্যবসায়ীদের সুবিধায় রাজ্য সরকার এই রাজ্য থেকে দেশের যে কোন রাজ্যে পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ নবান্নে বলেন এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী ও ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। চাষীরা পন্যের সঠিক মূল্য পাবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। এখন এই রাজ্য থেকে দেশের যে কোন প্রান্তে পন্য রপ্তানীর সময় রাজ্যের কোন সীমান্তে তাদের গাড়ি আটকে কোনরকম হেনস্থা করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী

নম্বর: পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/করিজেন্ডাম/২৬/০১, তারিখ: ০৮.০৫.২০২৫। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ তৈরির জন্য উপকরণ সরবরাহের নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হচ্ছে।সম্ভাব্য/আগ্রহী সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।এগুলি শুধুমাত্র ই-টেন্ডার — শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে। **ক্র.নং: ০১। টেন্ডার নোটিশ নম্বর:** পিসিএমএম/ সিএলডব্লিউ/ এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/২৬/১২ তারিখ: ১৬/০৪/২০২৬-এর ক্র.নং ০২৮। **টেন্ডার নম্বর: ৫২৫৫১৪৫এ। টেন্ডার খোলার তারিখ:** বিদ্যমান এন্ট্রির পরিবর্তে টেন্ডার খোলার তারিখ **"২৮/০৫/২০২৬"** পড়তে হবে।
PR1/345 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/হাওড়া
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার সেন্ট্রাল (কেসিইএন) থেকে দক্ষিণেশ্বর (কেডিএসডব্লু) স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো স্টেশনগুলিতে ওয়াশরুম এবং টয়লেটের নবীকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,১১,৭২,২৯৯.১৭ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ২,২৩,৫০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। **সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫৬৩-২০২৬-(ওপেন)**
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

বিজ্ঞপ্তি

আমি শান্তনু হাজরা বিগত-ইং ২৯।০৮।২০২২ তারিখে 5365/ 22 নং দলিল মূলে পানপতি দেবী পক্ষে আমোক্তার অর্ঘ্য ঘোষ (পাওয়ার নং- ৫০৪ / ২০০২২) নিকট হইতে-রাঘবপুর মৌজায়, জে.এল-৩৫ ভুক্ত এল. আর- ২২০২ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক আর. এস ও হাল এল. আর ২৪৭ নং দাগে ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া ডোমজুড় বি. এল. এন্ড.এল. আরও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপে অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী- ১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAPs:

Date	Time	Address
May 16, 2026	11:30 A.M.	Parbon, Mangalik Building, Next to Luxury Hotel, Durgapur, Paschim Bardhaman, West Bengal - 713 216.
May 16, 2026	5:00 P.M.	Lotus Hall, The Fern Residency, Burnpur Road, Asansol, Paschim Bardhaman, West Bengal - 713 325.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

MUTHOOT FINCORP LTD. | মুথূট ফিনকর্প লিমিটেড

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427.

এতদ্বারা সকলকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.06.2025 & All other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2025 and EMI gold loans due up to 31.03.2026.Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2026 are also included in this auction. পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখা গুলিতে | যেগুলি সোনার বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল এবং যাদের দায় মোচনের জন্য পরিষদ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে ও বারবার সূচিত করা সত্ত্বেও দায়মোচনের জন্য পরিশোধ করা হয়নি ওই সোনা গুলি 15.06.2026 তারিখে সকাল ১০ টা থেকে নিলাম হবে.
HOOGHLY DISTRICT - ARAMBAG: 4048000882, 4048000939, 4048001190, 4048001231, 4048001232, 4048001233, 4048001318, 4048001367, 4048001535, 4048001581, 4048001938. **BANDEL:** 4186000834, 4186000843, 4186000866, 4186000869, 4186000872, 4186000880, 4186000886, 4186000898, 4186000901, 4186000944, 4186000956, 4186000985, 4186001021, 4186001026, 4186001037, 4186001043, 4186001053, 4186001062, 4186001067, 4186001068, 4186001073, 4186001088, 4186001096, 4186001108, 4186001155, 4186001209, 4186001235, 4186001239, 4186001250, 4186001259, 4186001263, 4186001270, 4186001272, 4186001289, 4186001290, 4186001306, 4186001334, 4186001337, 4186001342, 4186001343, 4186001346, 4186001356, 4186001360, 4186001368, 4186001378, 4186001381, 4186001385, 4186001387, 4186001393, 4186001416, 4186001418, 4186001828, 4186001841, 4186001849, 4186002026, 4186002027, 4186002174, 4186002202. **CHANDANNAGAR:** 4161001139, 4161001158, 4161001189, 4161001207, 4161001215, 4161001228, 4161001239, 4161001255, 4161001259, 4161001261, 4161001340, 4161001353, 4161001407, 4161001415, 4161001440, 4161001447, 4161001459, 4161001461, 4161001465, 4161001507, 4161001527, 4161001572, 4161001617, 4161001625, 4161001640, 4161001656, 4161001706, 4161001707, 4161001734, 4161001764, 4161001784, 4161001785, 4161001786, 4161001828, 4161001829, 4161001831, 4161001842, 4161001846, 4161001847, 4161001879, 4161001890, 4161001898, 4161001900, 4161001901, 4161001912, 4161001925, 4161001927, 4161001953, 4161001954, 4161001958, 4161001964, 4161001974, 4161002017, 4161002023, 4161002024, 4161002028, 4161002039, 4161002054, 4161002060, 4161002067, 4161002075, 4161002076, 4161002077, 4161002079, 4161002080, 4161002103, 4161002111, 4161002123, 4161002308, 4161002384, 4161002640, 4161002691, 4161002872, 4161002895, 4161002987, 4161002998, 4161003002, 4161003007, 4161003011, 4161003046, 4161003398, 4161003411. **CHINSURAH:** 4069001121, 4069001126, 4069001128, 4069001170, 4069001213, 4069001240, 4069001266, 4069001388, 4069001415, 4069001431, 4069001469, 4069001479, 4069001591, 4069001666, 4069001679, 4069001737, 4069001754, 4069001946, 4069002703, 4069002792, 4069002793, 8000074069. **DANKUNI:** 2880003868, 2880003893, 2880003897, 2880003941, 2880003950, 2880003984, 2880003993, 2880004016, 2880004050, 2880004083, 2880004084, 2880004101, 2880004145, 2880004160, 2880004161, 2880004193, 2880004269, 2880004284, 2880004319, 2880004339, 2880004341, 2880004352, 2880004361, 2880004373, 2880004397, 2880004426, 2880004431, 2880004496, 2880004505, 2880004508, 2880004544, 2880004551, 2880004570, 2880004572, 2880004578, 2880004589, 2880004597, 2880004599, 2880004636, 2880004641, 2880004679, 2880004685, 2880004700, 2880004701, 2880004724, 2880004760, 2880004802, 2880005772, 2880005778, 2880005851, 2880006043, 2880006134. **SERAMPORE-BELTING BAZAR:** 2386000965, 2386000998, 2386001011, 2386001024, 2386001043, 2386001065, 2386001067, 2386001070, 2386001107, 2386001152, 2386001158, 2386001165, 2386001167, 2386001193, 2386001200, 2386001210, 2386001212, 2386001225, 2386001236, 2386001244, 2386001248, 2386001257, 2386001260, 2386001312, 2386001313, 2386001317, 2386001326, 2386001351, 2386001353, 2386001369, 2386001388, 2386001398, 2386001406, 2386001437, 2386001449, 2386001460, 2386001464, 2386001472, 2386001481, 2386001526, 2386001535, 2386001547, 2386001551, 2386001564, 2386001590, 2386001633, 2386001638, 2386001648, 2386001649, 2386001687, 2386001688, 2386001692, 2386001720, 2386001721, 2386001730, 2386001733, 2386001762, 2386001920, 2386002146, 2386002276, 2386002313, 2386002361, 2386002380, 2386002430, 2386002472, 2386002484, 2386002492, 2386002493, 2386002507, 2386002526, 2386002532. **SERAMPORE-MAHESH:** 2830003469, 2830003473, 2830003499, 2830003538, 2830003550, 2830003556, 2830003586, 2830003590, 2830003663, 2830003687, 2830003731, 2830003759, 2830003789, 2830003790, 2830003829, 2830003838, 2830003875, 2830003919, 2830003923, 2830003951, 2830003982, 2830004023, 2830004044, 2830004062, 2830004074, 2830004084, 2830004092, 2830004105, 2830004119, 2830004129, 2830004144, 2830004151, 2830004156, 2830004161, 2830004164, 2830004236, 2830004237, 2830004241, 2830004258, 2830004283, 2830004291, 2830004293, 2830004310, 2830004312, 2830004313, 2830004314, 2830004336, 2830004343, 2830004569, 2830004739, 2830004989, 2830005014, 2830005111, 2830005113, 2830005131, 2830005264, 2830005271, 2830005451, 2830005459, 2830005517, 2830005526. **SHEORAPHULI:** 4073000829, 4073000833, 4073000884, 4073000904, 4073000911, 4073000931, 4073000953, 4073000965, 4073000966, 4073000968, 4073000989, 4073001066, 4073001082, 4073001097, 4073001121, 4073001122, 4073001123, 4073001124, 4073001143, 4073001168, 4073001195, 4073001200, 4073001203, 4073001218, 4073001227, 4073001231, 4073001238, 4073001239, 4073001292, 4073001317, 4073001332, 4073001356, 4073001357, 4073001371, 4073001384, 4073001396, 4073001423, 4073001432, 4073001435, 4073001444, 4073001472, 4073001477, 4073001724, 4073001977, 4073001982, 4073002051, 4073002104.
নিলাম যথাযথ শাখা গুলিতে সম্পন্ন করা হবে |অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হন যে যদি কোন কারণে ওই দিনে নিলাম সম্পন্ন না হয় তাহলে 25.06.2026 at 10.00 am onwards at HOOGHLY DISTRICT - SERAMPORE-MAHESH: GROUND FLOOR, SOURAV APPARTMENT , 47, NILMONY GHOSH LANE, SERAMPORE MAHESH, OPPOSITEBIG BAZAR SERAMPORE MAHESH , SERAMPORE, WEST BENGAL , 712202 . এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে | যে ব্যক্তি নিলাম ডাকবে তাদের সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র প্যান কার্ড দেখানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিলাম এ সফল ব্যক্তিকে আরটিজিএস এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে।

MUTHOOT FINCORP LTD

বুমরাহ আফগানিস্তান টেস্টে খেলবেন? দলে ফিরবেন সামি?

সমাধানের খোঁজে বৈঠকে বসছে বোর্ড

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৩ মেঃ আইপিএল এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক মরসুমের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিসিসিআই। আগামী কয়েক মাসের রোডম্যাপ বানাতে অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে বোর্ড। সেখানে জসপ্রীত বুমরাহ ও মহম্মদ সামিকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে খবর। ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট। চলতি আইপিএল শেষ হওয়ার আগে দল ঘোষণা হতে পারে। এক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ৭-১০ দিনের মধ্যেই নির্বাচক কমিটির আলোচনায়.বসার জোর সম্ভাবনা। বোর্ডের আসল ফোকাস পেস বোলারদের পুল তৈরি করা। বিশেষ করে আগামী ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র মাথায় রেখেই পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, যাঁরা নির্বাচকদের নজরে আছেন, তাঁদের বাকি আইপিএলে কাজের চাপ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন জসপ্রীত

বুমরাহকে নিয়ে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ নয়। তবু বোর্ড নাকি পূর্ণশক্তির দল নামানোর পক্ষে। সেই কারণে বুমরাহকে খেলানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র ওই সংবাদ মাধ্যমকে বলেছে, ''নির্বাচকরা শুধু আফগানিস্তান বলে টেস্ট স্কোয়াডে কোনও আপস করতে চাইছেন না। ওঁরা সেরা দলটাই নামাতে চান। সহজে টেস্ট ক্যাপ বিলি করার মানসিকতা নেই।'' এতকিছুর মধ্যে মহম্মদ সামির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি তিনি। চোট এবং ফিটনেস সমস্যা কাটিয়ে উঠলেও, সামিকে আবারও উপেক্ষা করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত। বোর্ড শুধু সিনিয়রদের নিয়েই ভাবছে না। নতুন পেসারদের দিকেও রয়েছে নজর। ভারতীয় 'এ' দলের সঙ্গে থাকা অংশুল কাম্বোজ এবং গুরনুর ব্রার ইতিমধ্যে নির্বাচকদের পরিকল্পনায়। এ ছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবির নাম উঠে এসেছে। এবারের রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখিয়ে নজর কেড়েছেন তিনি। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, ''মহম্মদ সিরাজের ওয়ার্কলোড নেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ২৪ এপ্রিলের পর আইপিএলে খেলেনি। নীতীশ কুমার রেড্ডিকেও সিম বোলিং অপশন হিসেবে ভাবা হচ্ছে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে বিসিসিআই সব ডেটা মনিটর করে।'' আগামী ন'মাসে ভারতের সামনে রয়েছে মোট ন'টি টেস্ট। রিপোর্টে অনুযায়ী, পেসারদের ব্যবহার নিয়ে এবার অনেক বেশি সতর্ক বিসিসিআই। বিশেষ করে বুমরাহকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

'আমি অভিভাবকহীন হলাম', বললেন মোহন-সভাপতি দেবাশিস দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মেঃ টুটু বোসের প্রয়াণে আজ শোকস্তব্ধ কলকাতা ময়দান। সকাল থেকেই তাঁর বাড়ির সামনে ছিল মানুষের ঢল। ক্রীড়াজগত থেকে রাজনৈতিক মহল-সবাই এসেছেন প্রিয় মানুষটিকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে। এসেছিলেন অভিনেত্রী মুনমুন সেন এবং তাঁর কন্যা রাইমা। টুটু বোসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান মুনমুন। কোনও কথা বলতে চাননি তিনি। রাইমাও নীরবে ফুল-মালা অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। রাজনৈতিক জগতের ব্যক্তিত্ব শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, স্বপন দাশগুপ্ত, বিমান বসু, ববি হাকিম, অতীন ঘোষ-সহ আরও অনেকে উপস্থিত হয়েছিলেন। টুটু বোসের প্রয়াণ সংবাদ মিলিয়ে দিয়েছে রাজনীতি, খেলা এবং সিনেজগতকেও। প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শিশির ঘোষ, অমিত ভদ্র, রঞ্জন ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে শেষ দেখায় এসেছিলেন টুটু বোসের বাসভবনে। ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে, তাঁর স্ত্রী সোহিনী চৌবে-সহ আরও অনেকে উপস্থিত হয়েছিলেন। সিএবি-র তরফ থেকেও শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।

এসেছিলেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কর্তারাও। সকলের চোখেমুখেই ছিল গভীর শোক আর প্রিয় মানুষটিকে হারানোর বেদনা। একদা ঘরের ছেলে বলে পরিচিত সুব্রত ভট্টাচার্যের সঙ্গে টুটু বোসের সম্পর্ক ছিল গভীর। এদিন কার্যত তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বাকরুদ্ধ। স্মৃতি হাতড়ে বলছিলেন, ''আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন ক্লাবের উন্নতির জন্য। আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। উনি চলে গেলেন। এখন একটু দুশ্চিন্তায় রয়েছি। অনেক স্মৃতি ভিড় করছে। ওঁর মাঠে আসা প্রেরণায় পরিণত হত। বড় ক্ষতি তো বটেই, পরিবারের আরও বড় ক্ষতি হয়ে গেল।'' মোহনবাগানের সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেন, ''আমার সঙ্গে টুটুদার পরিচয় দীর্ঘদিনের। আমাদের সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মতো। আমার বাবাকে হারিয়েছি। সেই দিক থেকে বলতে গেলে টুটুদা, অঞ্জনদা ছিলেন আমার অভিভাবক। আজ আমি অভিভাবকহীন হলাম।''

অবিশ্বাস্য ভুলে ঝুলে থাকল রোনাল্ডোর লিগ জয়ের উৎসব

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ১৩ মেঃ যোগ করা সময়ের ৯ মিনিটে শেষ কয়েক সেকেন্ডের খেলা চলছিল। তখনই আল নাসরের অর্ধে থ্রো-ইন পেয়েছিল আল হিলাল। দূরত্ব এত বেশি ছিল যে আল হিলালের খেলোয়াড় ও সমর্থকেরাও হয়তো গোলের কথা ভাবেনি। আল নাসর শিবিরও তখন শিরোপা-উৎসবের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। এমন পরিস্থিতিতেই আল হিলাল তারকা মিলাঙ্কোভিচ-সাভিচ থ্রো-ইনটা করেন। কিন্তু আল নাসরের ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার বেন্তো অবিশ্বাস্যভাবে বলটা ধরতে পারেননি! তাঁর সতীর্থ ইনিগো মার্তিনেজের ধাক্কায় হাত ফসকে বল জড়াল জালে। নিশ্চিত জিততে থাকা ম্যাচটা মুহূর্তের মধ্যে আত্মঘাতী গোলে ১-১ ড্রয়ে শেষ হলো। এর আগে ম্যাচে আল নাসরের হয়ে ৩৭ মিনিটে গোল করেন মহম্মদ সিমাকান। এই ড্রয়ে পিছিয়ে গেল আল নাসরের শিরোপা-উৎসব। এভাবে শিরোপা হাতছাড়া করা যেন মানতে পারছিলেন না ৮৩ মিনিটে মাঠ ছেড়ে যাওয়া আল নাসর তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। চোখে-মুখে হতাশা, বিষণ্ণতা আর অবিশ্বাস নিয়ে বেঞ্চে বসে ছিলেন। এমনকি টানেল দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ও নিজের হতাশা প্রকাশ করেছেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। সৌদি আরবে নিজের প্রথম লিগ শিরোপা জয় এভাবে ঝুলে যাওয়ার বিষয়টি যেন মানতেই পারছিলেন না রোনাল্ডো। অন্য দিকে এই ড্রয়ে এখনো আল হিলালের শিরোপা জেতার আশা বেঁচে থাকল। ৩৩ ম্যাচে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল নাসর। এক ম্যাচ বেশি খেলে আল হিলালের চেয়ে তারা ৫ পয়েন্টে এগিয়ে আছে। ২০ মে দামাককে হারাতে পারলেই আল নাসর লিগ জয় নিশ্চিত করবে। তার আগে ১৬ মে নিওমের বিপক্ষে আল হিলাল জিততে না পারলেও শিরোপা যাবে আল নাসরে। এর মধ্যে আরও একটি শিরোপা জেতার সুযোগ আছে আল নাসরের। ১৬ মে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টুর ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ গাম্বা ওসাকা। অর্থাৎ আল হিলাল যদি নিওমের বিপক্ষে পয়েন্ট হারায় এবং আল নাসর যদি গাম্বা ওসাকাকে হারাতে পারে, তবে এক দিনেই দুই শিরোপা জেতার সুযোগ আছে রোনাল্ডোর। গতকাল রাতে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়তে দেখা গেলেও ম্যাচ শেষে সবাইকে মাথা উঁচু রাখতে বলেছেন রোনাল্ডো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছেন, 'স্বপ্ন এখন খুব কাছেই। মাথা উঁচু রাখো, আমাদের সামনে আর মাত্র এক ধাপ! আজ রাতে দারুণ সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।'

আবেগ দিয়ে নেইমারের বিশ্বকাপ-ভাগ্য ঠিক করবেন না ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১৩ মেঃ ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি আগামী সোমবার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন। ব্রাজিলজুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন-নেইমার কি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন? ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ব্রাজিলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। কিন্তু চোটের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই আর সান্তোসে ফেরার পর আশানুরূপ পারফর্ম করতে না পারায় আগামী ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে তাঁর জায়গা পাওয়া নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিশ্বকাপ দল কেমন হবে, সেটা নিয়ে এখন চূড়ান্ত হিসাব মেলাচ্ছেন আনচেলত্তি। একদিকে যেমন আছে নেইমারের মতো তারকার প্রতি আবেগ, অন্যদিকে আছে ফিটনেসের কঠোর বাস্তবমুখী দাবি-আনচেলত্তি এখন এই দুয়ের সমীকরণ মেলাতে ব্যস্ত। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে গতকাল মঙ্গলবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি এ নিয়ে বলেন, ''দল নির্বাচনের সময় অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। যে প্রতিভা নেইমার দেখিয়েছেন, তাতে এ দেশের জন্য তিনি অবশ্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। কিন্তু তিনি বেশ কিছু সমস্যায় ভুগেছেন এবং ফেরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। ইদানীং তাঁর খেলায় উন্নতি হয়েছে এবং নিয়মিত খেলছেনও। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমার জন্য মোটেও সহজ নয়। আমাদের খুব সতর্কভাবে এর ভালো-মন্দ দিকগুলো খতিয়ে দেখতে হবে।'' রিও ডি জেনিরোর বাররা দা তিজুকা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের (সিবিএফ) সদর দপ্তরে রয়টার্সকে সাক্ষাৎকার দেন আনচেলত্তি। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল এই কোচ অত্যন্ত শান্ত মেজাজেই নেইমারকে দলে রাখা বা না রাখার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে নিজের ভাবনার কথা জানান। আনচেলত্তি ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের সব কটিতেই শিরোপা জেতা একমাত্র কোচ। খেলোয়াড় হিসেবে দুবার ও কোচ হিসেবে রেকর্ড পাঁচবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ট্রফি জিতেছেন এই ইতালিয়ান। পেশাদার ক্যারিয়ারে অজস্র কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেও দল নির্বাচন নিয়ে সম্ভবত এমন জটিলতায় আগে কখনো পড়েননি আনচেলত্তি। সতীর্থরা প্রকাশ্যেই নেইমারকে দলে নেওয়ার জোরালো দাবি জানাচ্ছেন। অন্যদিকে সমর্থকেরা দুই

ভাগে বিভক্ত-একাংশ এখনো প্রিয় তারকার জাদুকরি ফুটবল দেখতে উন্মুখ, অন্য অংশের শঙ্কা, নেইমারের শরীর কি তাঁর সৃষ্টিশীল মস্তিষ্কের সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে? আনচেলত্তি বলেন, ''আমি খুব ভালো করেই জানি নেইমার কতটা জনপ্রিয়। শুধু সাধারণ মানুষই নন, সতীর্থদের কাছেও তিনি সমান প্রিয়।'' ব্রাজিলের এই কোচ ব্যাখ্যা করেন, ''(দলে জায়গা পেতে জনপ্রিয়তা) এটিও একটি বড় প্রভাবক। কারণ, নেইমারকে দলে নিলে কেমন পরিবেশ তৈরি হবে, তা মাথায় রাখতে হচ্ছে। এমন নয়, তাকে নিলে ড্রেসিংরুমে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সে সবার খুব পছন্দের ও ভালোবাসার মানুষ।'' খেলোয়াড়দের দাবির প্রসঙ্গে আনচেলত্তি বলেন, ''খেলোয়াড়েরা তাঁদের মতামত দেবে-এটাই স্বাভাবিক। যাঁরা আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। তবে দিন শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি হলাম আমি।'' নেইমারকে বিশ্বকাপ দলে নিতে সতীর্থদের আবদার কি আনচেলত্তিকে প্রভাবিত করছে? এমন প্রশ্নে আনচেলত্তির উত্তর, সতীর্থদের কথায় একটি বিষয় পরিষ্কার-নেইমার দলে থাকা মানে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নষ্ট হওয়া নয়। আনচেলত্তির দুশ্চিন্তা ড্রেসিংরুম নিয়ে নয়, বরং বাইরের আলোচনা নিয়ে। আনচেলত্তি বলেন, ''দলের ভেতরের পরিবেশে কোনো প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি না। আমাদের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ খুব ইতিবাচক ও স্বচ্ছ। দলে যে খেলোয়াড়ই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এই ইতিবাচকতা বজায় থাকবে। কিন্তু বাইরের পরিবেশ বা সংবাদমাধ্যম কী বলছে, তা তো আর আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।'' বড় প্রশ্ন হলো-নেইমার কি আধুনিক ফুটবলের কৌশলে মানিয়ে নিতে পারবেন? আনচেলত্তি এমন চারজন ফরোয়ার্ড চান, যাঁরা দৌড়াতে পারবেন, প্রেসিং করবেন এবং প্রয়োজনে নিচে নেমে রক্ষণ সামলাবেন। চোটে ভুগে নিয়মিত খেলতে না পারা একজন খেলোয়াড়ের জন্য যা বেশ কঠিন। অবশ্য ইতালিয়ান এই কোচ নেইমারের উন্নতির আভাসও দিয়েছেন। তাঁর মতে, নেইমারের ফিটনেসে সাম্প্রতিক সময়ে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। নেইমারের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে আনচেলত্তি বলেন, ''গত কয়েক ম্যাচে নেইমারের ফিটনেসে অনেক উন্নতি হয়েছে। সে বেশ কিছু ভালো ম্যাচ খেলেছে এবং খেলার উচ্চ তীব্রতা ধরে রাখতে পারছে। তবে একেক ম্যাচের ধরন একেক রকম হয়...।'' নেইমারকে দলে নেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে একান্তই তাঁর নিজের, সেটিও পরিষ্কার করে দিয়েছেন আনচেলত্তি। তাঁর ভাষায়, ''নেইমারকে দলে রাখতে কেউ আমাকে চাপ দেয়নি। আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আমি শতভাগ পেশাদারের জায়গা থেকেই সিদ্ধান্ত নেব। ফুটবলার হিসেবে নেইমার কেমন পারফর্ম করছেন, কেবল সেটিই বিবেচনায় নেওয়া হবে অন্য কিছু নয়।'' বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জন্য নিখুঁত দল গড়া সম্ভব কি না, এমন প্রশ্নে আনচেলত্তির উত্তর, ''নিখুঁত দল গড়া কি সম্ভব? অসম্ভব! তবে আমি এটুকু নিশ্চিত, অন্য কেউ দল গড়লে যে ভুল হতো, আমার দলে ভুলের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম হবে।'' আনচেলত্তির বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়েছেন নেইমার। ব্রাজিলের ৫৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াডে তাঁকে রেখেছেন আনচেলত্তি। বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। ১৩ জুন নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মরক্কোর মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল।

রিয়াল মাদ্রিদকে ধ্বংস করতে চায় একটি চক্র। ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৩ মেঃ সংবাদমাধ্যমে তাঁকে সাধারণত দেখা যায় না। গতকাল হঠাৎই সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেওয়ার পর তাই অনেকে ভেবেছিলেন, পদত্যাগ করবেন নাকি! যেহেতু ট্রফিহীন দুটি মরসুম পার করল রিয়াল মাদ্রিদ, ড্রেসিংরুমেও মারামারির ঘটনা ঘটছে এবং তাঁর নিজেরও ক্যানসারে ভোগার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কিসের কী! গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বলা প্রথম কথাটি ছিল, 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি পদত্যাগ করছি না।' ওহ, ৭৯ বছর বয়সী এই ভদ্রলোকের নামটাই বলা হয়নি। ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি। রিয়ালের বোর্ড পরিচালকের সঙ্গে সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন পেরেজ। সেখানে বেশ কিছু শক্ত প্রশ্নের মুখে পড়েন এবং মেজাজও হারান দ্বিতীয় মেয়াদে ২০০৯ থেকে রিয়াল সভাপতির দায়িত্ব পালন করা পেরেজ। টানা দুটি বাজে মরসুমের পর প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে পেরেজের নেতৃত্ব। এবার কোপা দেল'রে থেকে আগেভাগে বিদায়, সুপার কোপার ফাইনালে হার, চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় ও লা লিগা জিততে ব্যর্থ হওয়া-এসবের পাশাপাশি কোচ ছাঁটাই, ড্রেসিংরুমে অঁরেলিয়ে চুয়ামেনি ও ফেদে ভালভের্দের মারামারির পর অনেকেই পেরেজের প্রতি অভিযোগের আঙুল তোলেন। কিন্তু পেরেজের দাবি, চলতি মরসুমে দলের খারাপ ফলের সুযোগ নিয়ে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে নিশানা করা হচ্ছে। তাঁর ভাষায়, ''রিয়াল মাদ্রিদকে ধ্বংস করতে চায় এমন একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। আমি এই রিয়ালবিরোধী তৎপরতা বন্ধ করতে চাই।'' কীভাবে, সেটাও বলেছেন পেরেজ, ''ক্লাবের সম্পদ সদস্যদের হাতে ফিরিয়ে দিতেই আমি পুনর্নির্বাচনে লড়বড় কেউ যদি নির্বাচন করতে চায়, তবে শুধু লোকদেখানো কথা না বলে মাঠে নামুক। তারা ক্লাবের জন্য কী করবে এবং অর্থায়নের উৎস কী হবে-সেটা পরিষ্কার করে বলুক। বাইরে অনেকে বলেন যে রিয়াল মাদ্রিদ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে

এটিই বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও মর্যাদাপূর্ণ ক্লাব।'' রিয়ালে যে সংকট চলছে না, তা নয়। কয়েক দিন আগে এল ক্লাসিকোতেও হেরে বার্সার হাতে শিরোপা তুলে দেয় তারা। তবে ড্রেসিংরুমে মারামারি নিয়ে বিতর্কই ছড়িয়েছে সবচেয়ে বেশি। পেরেজের মতে, এই ঘটনার চেয়েও খারাপ বিষয় হলো এটা বাইরে আসা। রিয়াল সভাপতির ভাষায়, ''দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে ঝামেলা হওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। এমন অনেক মরসুম গেছে যখন খেলোয়াড়েরা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে তর্কে জড়িয়েছে। এসব হয়েই থাকে। এটা খারাপ, কিন্তু কিন্তু বিষয়টি জনসমক্ষে চলে আসা তার চেয়েও খারাপ...আগে কখনো তা সংবাদমাধ্যমে আসেনি।'' পেরেজ যোগ করেন, ''তথ্য ফাঁস হওয়ার বিষয়টি ভয়াবহ। মারামারির তথ্য কারা সংবাদমাধ্যমে পাঠিয়েছে, ক্লাব ভালোভাবেই জানে।'' ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার গুঞ্জন নিয়ে পেরেজ বলেন, ''কেউ কেউ বলছেন আমার নাকি প্রাণঘাতী ক্যানসার হয়েছে। অথচ আমি এখনো রিয়াল মাদ্রিদ ও আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। জানি না কেন এই গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমার যদি ক্যানসারই হতো, তবে তো আমাকে ক্যানসার সেন্টারে যেতে হতো। আপনারা কি মনে করেন আমি সেখানে গেলে সেটা জানাজানি হতো না? এ খবরের কোনো ভিত্তি নেই। তারা এটি সাজিয়েছে এবং পরে তা ডালপালা মেলেছে।'' গুঞ্জন চলছে, জোসে মরিনিহোকে নতুন কোচ হিসেবে ফিরিয়ে আনতে পারে রিয়াল। পেরেজ এ বিষয়ে কিছু বলেননি। তবে স্প্যানিশ ফুটবলে রেফারিং নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পেরেজ জানান, তিনি এবং তাঁর সমর্থকেরা উয়েফার কাছে পাঠানোর জন্য ৫০০ পৃষ্ঠার একটি নথি তৈরি করছেন। এ ঘটনাকে ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করে পেরেজ বলেন, ''এটি ফুটবলের সবচেয়ে গুরুতর দুর্নীতির ঘটনা। আমি মাত্র ৭টি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ৭টি লিগ শিরোপা জিতেছি অথচ আমি ১৪টি করে জিততে পারতাম। বাকিগুলো আমার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে।'' স্পেনের রেফারি কমিটির প্রাক্তণ সহসভাপতি হোসে মারিয়া নেগ্রেইরাকে বছরের পর বছর ধরে প্রায় ৭০ লাখ ইউরো দেওয়ার অভিযোগে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ। তবে বার্সেলোনা শুরু থেকেই কোনো ধরনের অনিয়মের কথা অস্বীকার করে আসছে। পেরেজের এই বক্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছে বার্সেলোনাও। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ক্লাবটি জানায়, 'রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের ডাকা সংবাদ সম্মেলন এবং সেখানে তাঁর করা মন্তব্য ও অভিযোগগুলো আমাদের আইন বিভাগ খতিয়ে দেখছে। আপাতত পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং এর প্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা বিবেচনাধীন রয়েছে।'

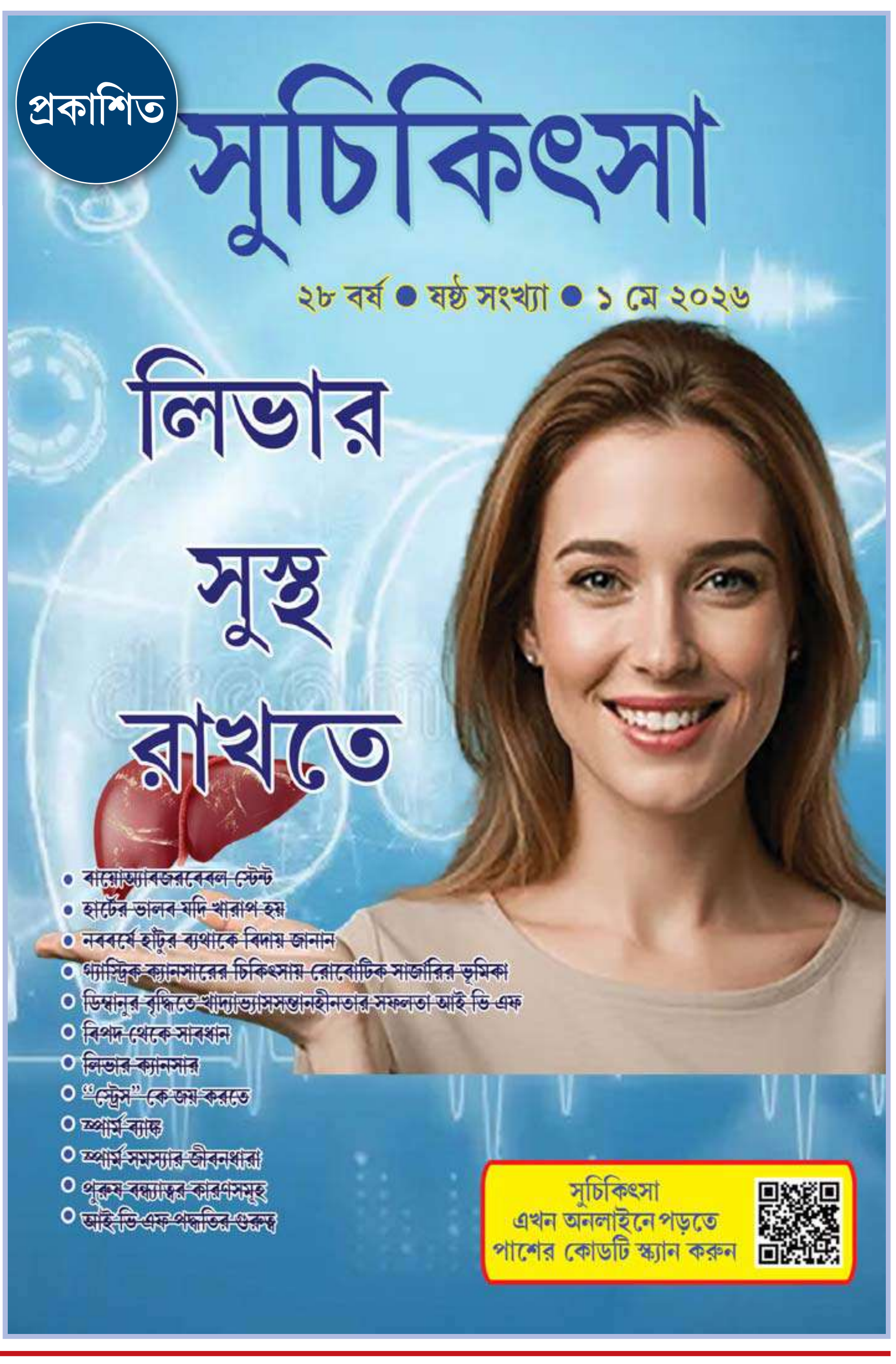

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com